Contents

মাসিক আত-তাহরীক

৭ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা
সেপ্টেম্বর ২০০৪

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Contents

প্রকাশক ঃ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী।
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (অনুঃ) ০৭২১-৭৬০৫২৫, ফোনঃ (অনুঃ) ৭৬১৩৭৮, ৭৬১৭৪১
মুদ্রণে ঃ দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী, ফোনঃ ৭৭৪৬১২।

مجلة "التحريك" الشهرية علمية وأدبية و دينية
جلد:٧ عدد:١٢، رجب و شعبان ١٤٢٥هـ/ستمبر ٢٠٠٤م
رئيس مجلس الإدارة: د. محمد أسد الله الغالب
تصدرها حديث فاؤنديشن بنغلاديش

رب زدنی علما

প্রচ্ছদ পরিচিতি ঃ বন্দরসেরি ওমর আলী সাইফুদ্দীন মসজিদ, ব্রুনাই।

Monthly **AT-TAHREEK** an extra-Ordinary Islamic research Journal of Bangladesh directed to Salafi Path based on real Tawheed and Sahih Sunnah. Enriched with valuable writings of renowned scholars and Columnists of home and abroad, aiming to establishing a pure islamic society in Bangladesh. Some of regular columns of the Journal are: 1. Dars-i- Quran 2. Dars-i- Hadees 3. Research Articles. 4. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 5. Wonder of Science 6. Health, Medicine & Agriculture 7. News : Home & Abroad & Muslim world. 8. Pages for Women 9. Children 10. Poetry 11. Fatawa etc.

Monthly **AT-TAHREEK**
Cheif Editor : Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.
Editor : Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by : Hadees Foundation Bangladesh.
Kajla, Rajshahi, Bangladesh.
Yearly subscription at home Regd. Post. Tk. 170/00 & Tk. 90/00 for six months.
Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK
NAWDAPARA MADRASAH (Air port Road) P.O. SAPURA, RAJSHAHI.
Ph & Fax : (0721) 760525, Ph : (0721) 761378, 761741.

Contents

মাসিক

بسم الله الرحمن الرحيم

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৭ম বর্ষঃ	১২তম সংখ্যা
রজব-শা'বান	১৪২৫ হিঃ
ভাদ্র -আশ্বিন	১৪১১ বাং
সেপ্টেম্বর	২০০৪ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
শামসুল আলম

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ
সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমান বন্দর রোড),
পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইলঃ ০১৭৫০০২৩৮০
মাদরাসা ও 'আত-তাহরীক' অফিস ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮
সার্কুঃ ম্যানেজার মোবাইলঃ ০১৭১-৯৪৪৯১১
কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১
সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (বাসা) ৭৬০৫২৫।
ই-মেইলঃ tahreek@librabd.net
ঢাকাঃ
তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯১৬৭৯২।
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

হাদিয়াঃ ১২ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ০২
- দরসে কুরআনঃ
  - মি'রাজ ০৩
- প্রবন্ধঃ
  - ইসলামের আলোকে স্ত্রীর উপার্জিত সম্পদ (শেষ কিস্তি) ১০
    -মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক
  - শবেবরাত ১৩
    -আত-তাহরীক ডেস্ক
- দিশারীঃ ১৩
  - কতিপয় অপপ্রচারের জবাব (৩য় কিস্তি)
    - মুযাফ্ফর বিন মুহসিন
- কবিতাঃ ১৭
  (১) আহ্বান (২) তওবা
  (৩) বন্যার্তদের পাশে দাঁড়াও
- মহিলাদের পাতাঃ ১৮
  - সন্তান প্রতিপালনঃ শরী'আতের দৃষ্টিভঙ্গি (শেষ কিস্তি)
    - শরীফা বিনতে আব্দুল মতীন
- সোনামণিদের পাতাঃ ২১
- স্বদেশ-বিদেশ ২২
- মুসলিম জাহান ২৭
- বিজ্ঞান ও বিস্ময় ২৮
- সংগঠন সংবাদ ২৯
- প্রশ্নোত্তর ৩২
- বর্ষসূচী ৪০

'তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে তোমাদের নিকটে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তোমরা তারই অনুসরণ কর। তা ব্যতীত অন্য কোন অলী-আওলিয়াদের অনুসরণ করো না' *(আ'রাফ ৩)*।

মাসিক আত-তাহরীক, রাজশাহী

৭ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা সেপ্টেম্বর ২০০৪

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

সম্পাদকীয়

বিরোধী নেত্রীর জনসভায় গ্রেনেড হামলাঃ দেশপ্রেমিকগণ সাবধান!

গত ২১শে আগষ্ট শনিবার বিকাল ৫-২২ মিনিটে ঢাকায় আওয়ামী লীগ আয়োজিত বিক্ষোভ-পূর্ব সমাবেশে বিরোধী দলীয় নেত্রীর বক্তৃতা শেষে তাঁর ট্রাক-মঞ্চ লক্ষ্য করে পরপর ১২/১৪টি শক্তিশালী গ্রেনেড হামলায় ১৪ জন নিহত ও তিন শতাধিক ব্যক্তি আহত হয়েছেন। দুই পা হারিয়ে মর্মান্তিকভাবে আহত মহিলা আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা জিল্লুর রহমানের স্ত্রী মিসেস আইভি রহমান সহ এ যাবত নিহতের সংখ্যা ১৮ জন বলে পত্রিকান্তরে প্রকাশ। যে স্থানের নাম 'গুলিস্তান' অর্থাৎ ফুল বাগিচা, তা সেদিন রক্তের নহরে পরিণত হয়েছিল। চোখের পলকে এতগুলো প্রাণ ঝরে পড়লো, এতগুলো মানুষ রক্তাক্ত ও পঙ্গু হ'ল, কত মায়ের বুক খালি হ'ল, কত স্ত্রী তার প্রাণপ্রিয় স্বামীকে হারালো, কত স্বামী তার প্রাণাধিক প্রিয়া স্ত্রীকে হারালো, কত বোন তার ভাইকে হারালো, কত সন্তান তার পিতাকে হারিয়ে পাগলপরা হ'ল, কত সংসার তাদের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে হারিয়ে পথে বসলো, কত পঙ্গু প্রয়োজনীয় চিকিৎসার অভাবে ধুঁকে ধুঁকে মরবে ও সেই সাথে নিজের সংসারকে পঙ্গু করবে, ভিটে-মাটি বেচে নিঃশেষ হয়ে যাবে, তার হিসাব কে করবে? নিঃসন্দেহে এটি বাংলাদেশের রাজনীতিতে '৭৫ পরবর্তী যুগের সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা। আমরা এই নারকীয় ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি। আমরা দুঃখিত, মর্মাহত ও বেদনাহত। আমরা নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা করছি এবং তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবার বর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। সাথে সাথে প্রকৃত দোষী ব্যক্তিদের অবিলম্বে চিহ্নিত করে তাদের দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি দাবী করছি। একই সাথে আমরা সরকারের অসতর্ক গোয়েন্দা বিভাগ ও দুর্বল নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করছি।

কিন্তু জনমনে প্রশ্ন কেন এমনটি হ'ল? বিরোধী নেত্রীর তাৎক্ষনিক জবাব, 'সরকার একাজ করেছে, প্রধানমন্ত্রী এক নম্বর খুনী। আমরা সরকারের পদত্যাগ চাই'। কারু বক্তব্য, দেশবিরোধী চক্রান্তে এটা ঘটেছে। প্রথমটি বিশ্বাস করা কঠিন এজন্য যে, কোন সরকারই দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চায় না। বিশেষ করে বিরোধী নেতৃবৃন্দকে একত্রে একই মঞ্চে প্রকাশ্য দিনমানে গ্রেনেড মেরে হত্যা করার মত নির্বুদ্ধিতা সরকার দেখাতে যাবে না বা এমন অকল্পনীয় রিস্ক নেবার দুঃসাহস সরকার দেখাবে না। বিশেষ করে সরকার যখন সিলেটে উপর্যুপরি বোমা হামলার কুল-কিনারা করতে না পেরে বিব্রতকর অবস্থায় রয়েছে এবং প্রলয়ংকরী বন্যার ক্ষত কাটিয়ে উঠতে রীতিমত হিমশিম খাচ্ছে। তবে শাসক হিসাবে সরকার উক্ত ঘটনার দায়-দায়িত্ব এড়াতে পারে না। সে হিসাবে অবশ্যই সরকারকে দায়ী করা চলে।

২য় বিষয়টি সত্য হওয়ার ব্যাপারে সচেতন মহলের ধারণা ক্রমেই প্রবলতর হচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হ'লঃ এই দেশবিরোধী চক্রটি কে? কোন্ সে অপশক্তি, যে বাংলাদেশের স্বাধীন ও শক্তিশালী অস্তিত্বকে সহ্য করতে পারে না? কিছু লোক কথায় কথায় বলেন, ওরা হ'ল মৌলবাদী চক্র, যারা শুরু থেকেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধী ছিল। অথচ যারা একথা বলেন, তারা ভালভাবেই জানেন যে, পার্থ সাহাদের সৃষ্ট তথাকথিত মৌলবাদী বা জঙ্গীবাদী চরমপন্থীরা নয়, বরং সত্যিকারের ইসলামপন্থীরাই বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষার অতন্দ্র প্রহরী। তারা ইসলামের স্বার্থেই এদেশের এক ইঞ্চি মাটির জন্য জীবন দেবে হাসিমুখে। যা অন্যদের দ্বারা সম্ভব নয়। এর দ্বিতীয় কারণ হ'ল এই যে, ধর্ম নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের জন্য পৃথিবীর সর্বত্র দুয়ার খোলা রয়েছে। কিন্তু প্রকৃত ইসলামপন্থীদের জন্য সকল দুয়ার বন্ধ। বিশেষ করে উপমহাদেশের কোথাও তাদের স্থান হবে না। তাই জানমাল সবকিছু কুরবানী দিয়ে হ'লেও এদেশের স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ন রাখা ও তাকে নিরংকুশ ও শক্তিশালী করা ভিন্ন তাদের সামনে আর কোন পথ খোলা নেই। ভুলে যাওয়া ঠিক নয় যে, স্বাধীন বাংলাদেশের মানচিত্র ইসলামের নামে অর্জিত পাকিস্তানের পূর্ব অংশের মানচিত্রের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এই মানচিত্রকে শুরু থেকেই মেনে নেয়নি উপমহাদেশের সেই আধিপত্যবাদী শক্তিটি, যে স্বাধীন বাংলাদেশকে তাদের কথিত 'মায়ের অঙ্গহানি' বলে মনে করে। যারা বাংলাদেশের জন্মলগ্নেই পাকিস্তানীদের ফেলে যাওয়া হাযার হাযার কোটি টাকা মূল্যের সমরাস্ত্র সমূহ এবং দেশের বড় বড় শিল্প কারখানার মূল্যবান যন্ত্রপাতি সমূহ লুট করে নিয়ে শুরুতেই দেশটিকে পঙ্গু করে দেয়। অতঃপর ২৫ বছরের গোলামী চুক্তি করে এদেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে দেয়। অতঃপর অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করে রাখার জন্য গঙ্গা ও তিস্তা সহ ৫৪টি অভিন্ন নদীর উজানে বাঁধ দিয়ে বাংলাদেশকে ইচ্ছামত বন্যায় ডুবিয়ে ও খরায় শুকিয়ে মারার ব্যবস্থা করেছে এবং বর্তমানে 'আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প' বাস্তবায়ন করলে দেশটিকে পুরোপুরি মরুভূমি বানিয়ে ফেলার চক্রান্ত পাকাপোক্ত হয়ে যায়। অতঃপর যার মর্মান্তিক ফল হিসাবে ভূগর্ভস্থ পানি আর্সেনিক দুষ্ট হবে ও তা পান করে দেশের কোটি কোটি মানুষ ধুঁকে ধুঁকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবে। শুধু এতে তারা ক্ষান্ত নয়, প্রকাশ্য বাণিজ্য দস্যুতা ও চোরাচালানের মাধ্যমে বাংলাদেশকে বর্তমানে তাদের একচেটিয়া বাজার বানিয়ে ফেলেছে এবং এদেশের কৃষি ও শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য ধ্বংস হ'তে চলেছে। বঙ্গোপসাগরে জেগে ওঠা দেশের সিকি আয়তন বিশিষ্ট বিশাল চরটি তারা স্রেফ গায়ের জোরে দখল করে রেখেছে ও বাংলাদেশকে চারদিক দিয়ে বেষ্টন করে ফেলেছে। এখন তাদের প্রয়োজন এদেশে একজন লেন্দুপ দর্জির, যার আহ্বানে তারা রাতারাতি আর্মি মার্চ করিয়ে সিকিমের ন্যায় দেশটি গিলে ফেলতে পারে। এদেশে লুকিয়ে থাকা দেশবিরোধী চক্রের এজেন্টরাই যাবতীয় সন্ত্রাসের মূল নায়ক। নইলে গ্রেনেড হামলার পরপরই ঢালাওভাবে জ্বালাও-পোড়াও, ভাঙচুর, সরকারী ও ব্যক্তি মালিকানাধীন মূল্যবান জীপ, বাস, প্রাইভেট কার, এমনকি গার্ড সহ চলন্ত ট্রেনের মূল্যবান বগি সমূহ জ্বালিয়ে ভষ্মীভূত করে দেওয়া, তার কিছু দিন পূর্বে হরতালের পূর্ব রাতে দোতলা বিআরটিসি বাসে আগুন ধরিয়ে ১০ জন মানুষকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা নিশ্চয়ই কোন দেশপ্রেমের পরিচয় নয়। বিক্ষুব্ধ জনগণের অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে এগুলি নিঃসন্দেহে দেশবিরোধী চক্রের পরিকল্পিত সন্ত্রাস। বিরোধী নেতৃবৃন্দকে আহত বা হত্যা করে তারা জনগণকে সরকারের বিরুদ্ধে উত্তাল করে তুলতে চায়। অতঃপর সেই ঘোলা পানিতে তারা মাছ শিকার করতে চায়।

আমরা মনে করি, এই নারকীয় ঘটনার জন্য সরকারী বা বিরোধী দল নয়, বরং প্রকৃত দায়ী হ'ল দেশী ও বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীরা। যারা এদেশেই ঘাপটি মেরে থেকে বিদেশী নীল নকশা বাস্তবায়নে তৎপর রয়েছে। অতএব দেশের স্বাধীন অস্তিত্বের স্বার্থে দেশপ্রেমিক সকল নাগরিককে সদা সতর্ক প্রহরী হিসাবে কাজ করতে হবে। নইলে সেদিন দূরে নয়, যেদিন পুনরায় মীরজাফর ও ঘষেটি বেগমদের ষড়যন্ত্রে স্বাধীন বাংলাদেশ পুনরায় পরাধীন বঙ্গদেশে পরিণত হবে। কেননা ভয়ের কথা এই যে, বিগত সরকারের আমলে ৮টি ও এ সরকারের আমলে এযাবৎ ৮টি বোমা হামলার কোনটিরই প্রকৃত দোষীরা আজও ধরা পড়েনি। এসব হামলার পিছনে বিদেশী চক্রান্ত থাকলে প্রকৃত আসামীরা কোন দিন ধরা পড়বে বলে বিশ্বাস নেই। আমরা আন্তর্জাতিক তদন্তের নামে আমেরিকান গোয়েন্দা সংস্থাকে এদেশে ঢুকতে দেওয়াকে ভাল চোখে দেখছি না। যারা নিজ দেশের টুইন টাওয়ারে হামলাকারীদের আজও চিহ্নিত করতে পারেনি, তারা এখানে এসে কি পাবে? মাঝখানে তারা সরকারকে বাধ্য করার সুযোগ নিতে পারে এদেশে তাদের দীর্ঘ মেয়াদী হীন স্বার্থ আদায়ের জন্য। অতএব সরকারী প্রশাসন ও দেশপ্রেমিক জনগণ সাবধান হৌন। হে আল্লাহ! আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে তুমি হেফাযত কর- আমীন! (স.স)।

বর্ষশেষের নিবেদনঃ আল্লাহ্র রহমতে আমাদের প্রাণপ্রিয় মাসিক 'আত-তাহরীক' ৭ম বর্ষ শেষ করল। ফালিল্লা-হিল হাম্দ। এই সুযোগে আমরা আমাদের দেশী-বিদেশী গ্রাহক-এজেন্ট, পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা ও শুভানুধ্যায়ী সকলের প্রতি জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।- *সম্পাদক।*

মি'রাজ

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى الَّذِىْ بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ اٰيَاتِنَا ط اِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ-

অনুবাদঃ পরম পবিত্র মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রিবেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আক্বছা পর্যন্ত। যার চারিদিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি। যাতে আমি তাকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা' *(ইসরা ১)*।

مِعْرَاجٌ (মি'রাজ) করণ কারক, অর্থ- যার দ্বারা আরোহন করা হয়, অর্থাৎ সিঁড়ি। যা عَرُوْجٌ (আরূজুন) মূল ধাতু হ'তে উৎপন্ন। যার অর্থ 'আরোহন করা'। শারঈ অর্থে- বায়তুল মুক্বাদ্দাস মসজিদ থেকে যে অলৌকিক সিঁড়ির মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সপ্ত আসমানের উপরে আরশের নিকটে আল্লাহ্র সান্নিধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়, সেই সিঁড়িকে 'মি'রাজ' বলা হয়। পারিভাষিক অর্থে, হিজরতের পূর্বে একটি বিশেষ রাতের শেষ প্রহরে বায়তুল্লাহ হ'তে বায়তুল মুক্বাদ্দাস পর্যন্ত বোরাক্বে ভ্রমণ, অতঃপর সেখান থেকে অলৌকিক সিঁড়ির মাধ্যমে সপ্ত আসমান পেরিয়ে আরশে আল্লাহ্র সান্নিধ্যে গমন ও পুনরায় বায়তুল মুক্বাদ্দাস হয়ে বোরাক্বে আরোহন করে প্রভাতের আগেই মক্কায় নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তনের ঘটনাকে মি'রাজ বলা হয়।

اَسْرٰى ক্রিয়াটি اِسْرَاءٌ মূল ধাতু হ'তে উৎপন্ন। অর্থঃ রাত্রিতে চলা। سَارِيَةٌ অর্থঃ রাত্রি কালীন বৃষ্টি। এরপর لَيْلاً শব্দটি যোগ করায় আরও স্পষ্টভাবে এ অর্থ ফুটে উঠেছে। لَيْلاً শব্দটি نكرة ব্যবহার করে এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সমগ্র ঘটনায় সম্পূর্ণ রাত্রি নয়, বরং রাত্রির একটা অংশ ব্যয়িত হয়েছে। আয়াতে উল্লেখিত মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আক্বছা পর্যন্ত সফরকে 'ইসরা' বলা হয় এবং সেখান থেকে আসমান পর্যন্ত সফরকে মে'রাজ বলা হয়। 'ইসরা' অত্র আয়াতে এবং 'মে'রাজ' সূরা নাজম ১৩-১৮ আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে এবং বহু 'মুতাওয়াতির' হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।[১]

সূরা নাজমের আয়াতগুলি নিম্নরূপঃ

وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى، عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى، عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى، اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى، مَازَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى، لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى-

'আর তিনি (মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তাঁকে (জিব্রীল আলায়হিস্ সালামকে) আরো একবার (নিজ আকৃতিতে) অবতীর্ণ হ'তে দেখেছিলেন। 'সিদ্রাতুল মুনতাহা'-র নিকটে। সেখানে 'জান্নাতুল মাওয়া' রয়েছে। কী চমৎকার সেই দৃশ্য! যখন সিদ্রাতুল মুনতাহাকে আবৃতকারীরা আবৃত করছিল। দৃষ্টি বক্র হয়নি, সীমা অতিক্রমও করেনি। নিশ্চয় তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁর প্রতিপালকের বড় বড় নিদর্শনসমূহ' *(নাজম ১৩-১৮)*।

অত্র সূরার ৫ থেকে ১১ আয়াত পর্যন্ত স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছে যে, عَلَّمَهُ شَدِيْدُ الْقُوٰى- ذُوْمِرَّةٍ ط فَاسْتَوٰى- وَهُوَبِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى- ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى- فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى- فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى- مَاكَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى- 'তাঁকে (রাসূলকে) শিক্ষা দান করে এক শক্তিশালী ফেরেশতা (জিব্রীল)। সে সহজাত শক্তি সম্পন্ন। সে নিজ আকৃতিতে প্রকাশ পেল। উর্ধ্ব দিগন্তে। অতঃপর নিকটবর্তী হ'ল ও ঝুলে গেল। তখন দুই ধনুকের ব্যবধান ছিল বা তারও কম। তখন আল্লাহ স্বীয় দাসের প্রতি যা প্রত্যাদেশ করবার, তা করলেন। রাসূলের হৃদয় মিথ্যা বলেনি যা সে দেখেছে' *(নাজম ৫-১১)*।

আনাস ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত ভাষ্যে এগুলি মি'রাজ রজনীতে আল্লাহ্র সঙ্গে তাঁর রাসূলের সরাসরি কথোপকথন ও শিক্ষা লাভের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ছাহাবী এবং ছহীহ হাদীছ সমূহের বর্ণনা ও সর্বোপরি আয়াতগুলির পূর্বাপর বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে এটা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, এগুলি জিব্রীল (আঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছে। যাতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, রাসূলের নিকটে প্রেরিত ওহীতে কোনরূপ সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই। জিব্রীল আল্লাহ্র নিকট থেকে সরাসরি 'অহি' নিয়ে যথাযথভাবে তা পৌঁছে দিয়ে থাকেন। যেখানে কোনরূপ যোগ-বিয়োগের অবকাশ নেই।

اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ বলার মাধ্যমে একথা বুঝানো হয়েছে যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) নিজস্ব ক্ষমতা বলে ভ্রমণ করেননি। বরং

১. *মিশকাত হা/৫৮৬২-৬৬।*

তাঁকে ভ্রমণ করানো হয়েছে। নিঃসন্দেহে এর মধ্যে যেমন আল্লাহ্র সর্বোচ্চ ক্ষমতা ও বান্দার অসহায়ত্ব ফুটে উঠেছে, তেমনি আল্লাহ্র রহমত হ'লে বান্দা যে ফেরেশতাদের ডিঙিয়ে যেতে পারে এবং উন্নতির সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছতে পারে, তারও ইঙ্গিত রয়েছে। লক্ষণীয় যে, এখানে أَسْرَى بِرُوْحِهِ না বলে أَسْرَى بِعَبْدِهِ বলা হয়েছে। এতে পরিষ্কার বলে দেওয়া হয়েছে যে, এই ভ্রমণ স্বপ্নযোগে ছিল না, বরং আত্মা ও দেহের সমন্বয়ে বান্দার সশরীরে ছিল। আর সশরীরে না হ'লে বিস্ময়েরই বা কি আছে? সাধারণ মানুষ তো হর-হামেশা স্বপ্নযোগে মক্কা-মদীনা এমনকি কেউ মঙ্গল গ্রহে ঘুরে আসছে।

সম্মান ও গৌরবের স্তরে بِعَبْدِهِ শব্দটি একটি বিশেষ প্রেমময়তার ইঙ্গিত বহন করে। কেননা আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং কাউকে 'আমার বান্দা' বললে এর চাইতে বড় সম্মান মানুষের জন্যে আর কিছুই হ'তে পারে না।

মি'রাজঃ সশরীরে না স্বপ্নযোগে?

ইসরা ও মে'রাজের সমগ্র সফর যে আত্মিক ছিল না, বরং দৈহিক ছিল, একথা কুরআনের স্পষ্ট আয়াত ও অনেক 'মুতাওয়াতির' হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত।

হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, অধিকাংশ বিদ্বান এ বিষয়ে একমত যে, মি'রাজ দৈহিক ছিল, আত্মিক নয়। জাগ্রত অবস্থায় ছিল, ঘুমন্ত অবস্থায় নয়। তাছাড়া এ বিষয়ে সকলে এক মত যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রথমে যদি ঘুমন্ত অবস্থায় কোন স্বপ্ন দেখতেন, অতঃপর জাগ্রত অবস্থায় তা পুনরায় বাস্তবে দেখতে পেতেন। কেননা তিনি এমন কোন স্বপ্ন দেখতেন না, যা আলোকোজ্জ্বল প্রভাতের মত সত্য প্রমাণিত না হ'ত। আলোচ্য আয়াতের শুরুতে سُبْحَانَ শব্দের মধ্যে এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা এ শব্দটি আশ্চর্যজনক ও বিরাট কোন বিষয়ের জন্যে ব্যবহৃত হয়। মে'রাজ যদি শুধু আত্মিক অর্থাৎ স্বপ্নজগতে সংঘটিত হ'ত, তবে তাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছু ছিল না। এছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মে'রাজের ঘটনা হযরত উম্মে হানী (রাঃ)-এর কাছে বর্ণনা করলেন, তখন তিনি পরামর্শ দিলেন যে, আপনি কারও কাছে একথা প্রকাশ করবেন না। প্রকাশ করলে কাফেররা আপনার প্রতি আরও বেশী মিথ্যারোপ করবে। অতএব ব্যাপারটি যদি নিছক স্বপ্নই হ'ত, তাহ'লে এ ধরণের পরামর্শ দেওয়ার কি কারণ ছিল? এবং মিথ্যারোপ করারই বা কি কারণ ছিল? উল্লেখ্য যে, মে'রাজের রাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় চাচাতো বোন উম্মে হানী বিনতে আবু ত্বালিব-এর বাড়ীতে ঘুমিয়ে ছিলেন এবং সেখান থেকেই রাত্রির শেষ প্রহরে তিনি উঠে যান।[২]

২. ত্বাবারাণী, তাফসীর ইবনে কাছীর ৩/২৪।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ঘটনা প্রকাশ করলেন, তখন কাফেররা যথারীতি মিথ্যারোপ করল এবং ঠাট্টা বিদ্রূপ করল। এমনকি কতক নও-মুসলিম এ সংবাদ শুনে 'মুরতাদ' বা ধর্মত্যাগী হয়ে গেল। যদি ব্যাপারটি কেবল স্বপ্নের হ'ত, তাহ'লে এতসব তুলকালাম কাণ্ড ঘটার সম্ভাবনা ছিল কি? অবশ্য এ ঘটনার আগে স্বপ্নের আকারে কোন আত্মিক মে'রাজ হয়ে থাকলে তা এর পরিপন্থী নয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, মি'রাজকে অবিশ্বাস করে যেসব মুসলমান তখন 'মুরতাদ' হয়ে গিয়েছিল, তাদের উদ্দেশ্য করে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়-

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِيْ أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ

'এবং যে দৃশ্য আমরা আপনাকে দেখিয়েছি, তা কেবল মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য'।[৩] নিঃসন্দেহে উক্ত পরীক্ষায় অবিশ্বাসীরা ব্যর্থ হয়েছে। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, هِيَ رُؤْيَا عَيْنٍ أُرِيَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ অর্থাৎ 'এটি হ'ল প্রত্যক্ষ দর্শন, যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মি'রাজের রাত্রিতে স্বচক্ষে দেখানো হয়েছিল'।[৪] কারণ এটা প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা চলে যে, বিষয়টি স্রেফ স্বপ্ন হ'লে কোন মুসলমান 'মুরতাদ' হয়ে যেত না।

এখানে رؤيا বা 'স্বপ্ন' বলে رؤيت বা 'দেখা' বুঝানো হয়েছে। কিন্তু একে رؤيا শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার কারণ এই হ'তে পারে যে, এ ব্যাপারটিকে রূপক অর্থে رؤيا বলা হয়েছে। অর্থাৎ মি'রাজের বাস্তব ঘটনার দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কেউ স্বপ্ন দেখে। পক্ষান্তরে যদি رؤيا শব্দের অর্থ স্বপ্নই নেওয়া হয়, তবে এমনটিও অসম্ভব নয়। কারণ, মে'রাজের ঘটনাটি দৈহিক হওয়া ছাড়াও এর আগে আত্মিক বা স্বপ্নযোগেও হয়ে থাকতে পারে। এ কারণে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং আয়েশা (রাঃ) থেকে যে স্বপ্নযোগে মে'রাজ হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে, তাও যথাস্থানে নির্ভুল হবে। কিন্তু এতে দৈহিক মে'রাজ না হওয়া প্রমাণিত হয় না।

হাফেয ইবনু কাছীর স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে মি'রাজ সংক্রান্ত রেওয়ায়াত সমূহ সনদ সহ বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বর্ণনাকারী পঁচিশ জন ছাহাবীর নাম পৃথকভাবে উল্লেখ করেছেন। তাঁরা হ'লেনঃ ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব, আলী ইবনু আবী ত্বালিব, আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ, আবু যর গিফারী, মালেক ইবনু ছা'ছা, আবু হুরায়রা, আবু সাঈদ খুদরী, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস, শাদ্দাদ ইবনে আউস, উবাই ইবনে

৩. ইসরা ৬০; কুরতুবী ১০/২৮৬।
৪. তাফসীরে ইবনু কাছীর ৩/২৫।

কা'ব, আবদুর রহমান ইবনে কুর্ত্ব, আবু হাব্বাহ এবং আবু লায়লা আনছারী, আবদুল্লাহ ইবনু আমর, জাবের ইবনু আবদুল্লাহ, হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান, বুরায়দাহ, আবু আইয়ূব আনছারী, আবু উমামা, সামুরা ইবনে জুনদুব, আবুল হামরা, ছোহায়েব রূমী, উম্মে হানী, আয়েশা ও আসমা বিনতে আবুবকর (রাযিয়াল্লাহু 'আনহুম)।

অতঃপর ইবনু কাছীর বলেন, فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون وأعرض عنه الزنادقة والملحدون 'মি'রাজ' সম্পর্কে সব মুসলমানের ঐক্যমত রয়েছে। শুধু যিন্দীক্ব ও ধর্মদ্রোহীরা একে মানেনি'।[৫]

মে'রাজের সংক্ষিপ্ত ঘটনা ও কুদরতের নিদর্শনাবলীঃ

হাফেয আবুল ফিদা ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল ইবনু কাছীর (৭০১-৭৭৪হিঃ) স্বীয় জগদ্বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থে আলোচ্য আয়াতের সংশ্লিষ্ট মি'রাজ বিষয়ক হাদীছসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা শেষে বলেন,

'সত্য কথা এই যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইসরা-র সফর জাগ্রত অবস্থায় করেন, স্বপ্নে নয়। মক্কা মুকাররমা হ'তে বায়তুল মুক্বাদ্দাস পর্যন্ত রাত্রিকালীন এ সফর বোরাক্ব যোগে করেন। বায়তুল মুক্বাদ্দাসের দ্বারে উপনীত হয়ে তিনি বোরাক্বটি অদূরে বেঁধে দেন ও বায়তুল মুক্বাদ্দাসের মসজিদে প্রবেশ করেন। অতঃপর ক্বিবলার দিকে মুখ করে দু'রাক'আত 'তাহিইয়াতুল মসজিদ' ছালাত আদায় করেন। অতঃপর সিঁড়ি আনা হয়, যাতে নীচে থেকে উপরে যাওয়ার জন্যে ধাপ বানানো ছিল। তিনি উক্ত সিঁড়ির সাহায্যে প্রথম আকাশে, অতঃপর সপ্ত আকাশসমূহে গমন করেন (এ সিঁড়িটি কি এবং কিরূপ ছিল, তার প্রকৃত স্বরূপ আল্লাহ ভাল জানেন। ইদানিংকালেও স্বয়ংক্রিয় লিফ্ট ছাড়াও অনেক প্রকার সিঁড়ি পৃথিবীতে প্রচলিত রয়েছে। অতএব এই অলৌকিক সিঁড়ি সম্পর্কে সন্দেহ ও দ্বিধার কোন কারণ নেই)। প্রত্যেক আকাশে নিকটবর্তী ফেরেশতারা তাঁকে অভ্যর্থনা জানায় এবং প্রত্যেক আকাশে স্ব স্ব স্থানে অবস্থানরত পয়গম্বরগণকে তিনি সালাম দেন। এভাবে ষষ্ঠ আসমানে মূসা (আঃ) এবং সপ্তম আসমানে ইবরাহীম (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হয়। অতঃপর তিনি পয়গম্বরগণের স্থানসমূহ অতিক্রম করে এমন এক ময়দানে পৌঁছেন, যেখানে ভাগ্যলিপি লেখার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। অতঃপর তার উপরে 'সিদরাতুল মুন্তাহা'য় নিয়ে যাওয়া হয়। যেখানে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে স্বর্ণের প্রজাপতি এবং বিভিন্ন রঙ-এর প্রজাপতি সমূহ ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করছিল। ফেরেশতারা স্থানটিকে ঘিরে রেখেছিল। এখানে তিনি জিবরাঈলকে তার ৬০০ ডানা সহ স্বরূপে দেখেন। সেখানে তিনি একটি দিগন্ত বেষ্টিত সবুজ রঙের 'রফরফ' দেখতে পান। সবুজ রঙের গদিবিশিষ্ট পাক্কীকে রফরফ বলা হয়। অতঃপর তার উপরে বায়তুল মা'মূর দেখানো হয়। তিনি সেখানে সাথীদের নিয়ে ছালাত আদায় করেন। দুনিয়ায় কা'বার প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইবরাহীম (আঃ) বায়তুল মা'মূরের প্রাচীর গাত্রে হেলান দিয়ে উপবিষ্ট ছিলেন। কেননা এটি হ'ল আসমানের কা'বা। বায়তুল মা'মূরে দৈনিক সত্তর হাযার ফেরেশতা প্রবেশ করে। ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাদের সেখানে পুনর্বার প্রবেশ করার পালা আসবে না'।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'এমন সময় সকল প্রকার রং বিশিষ্ট একটি মেঘ আমাকে ঢেকে ফেলে। তখন জিব্রীল আমাকে ছেড়ে যায় এবং আমি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সিজদায় পড়ে যাই। তখন আল্লাহ আমাকে বলেন, হে মুহাম্মাদ! আসমান ও যমীন সৃষ্টির শুরু থেকে আমি তোমার উম্মতের জন্য ৫০ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছি। অতএব তুমি ও তোমার উম্মত তা গ্রহণ কর'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, অতঃপর মেঘটি সরে গেল এবং চারিদিক পরিষ্কার হয়ে গেল। তখন জিব্রীল এসে আমার হাত ধরল। আমি দ্রুত ইবরাহীমের কাছে চলে এলাম। কিন্তু তিনি কিছু বললেন না। তখন মূসার কাছে নেমে এলাম, তিনি আমাকে পুনরায় ফিরে গিয়ে ছালাতের পরিমাণ কমিয়ে আনার জন্য পীড়াপীড়ি করলেন'। মূসা (আঃ)-এর পরামর্শক্রমে রাসূল (ছাঃ) কয়েকবার আল্লাহ্র নিকটে যান ও ছালাতের ওয়াক্তের পরিমাণ কমানোর অনুরোধ করেন। অতঃপর তা অনুগ্রহ বশে হ্রাস করে পাঁচ ওয়াক্ত করে দেওয়া হয়, যা ৫০ ওয়াক্তের শামিল হবে।

এর দ্বারা সব এবাদতের মধ্যে ছালাতের বিশেষ গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বচক্ষে জান্নাত, জাহান্নাম, মাক্বামে মাহমূদ, হাউয কাওছার ইত্যাদি পরিদর্শন করেন। অতঃপর তিনি বায়তুল মুক্বাদ্দাসে ফিরে আসেন এবং বিভিন্ন আসমানে যে সকল পয়গম্বরের সঙ্গে সাক্ষাত হয়েছিল, তাঁরাও তাঁর সাথে বায়তুল মুক্বাদ্দাসে অবতরণ করেন। তখন ছালাতের সময় হয়ে যায় এবং তিনি পয়গম্বরগণকে সাথে নিয়ে ছালাত আদায় করেন। সম্ভবতঃ সেটা সেদিনকার ফজরের ছালাত ছিল।

ইবনু কাছীর বলেন, ছালাতে পয়গম্বরগণের ইমামতি করার এ ঘটনাটি কারও কারও মতে আসমানে ওঠার পূর্বে সংঘটিত হয়। কিন্তু বাহ্যতঃ এ ঘটনাটি সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে ঘটে। কেননা, আসমানে পয়গম্বরগণের সাথে সাক্ষাতের ঘটনায় একথাও বর্ণিত রয়েছে যে, জিব্রাঈল (আঃ) পয়গম্বরগণের সাথে তাঁকে পৃথক পৃথকভাবে পরিচয় করিয়ে দেন। ইমামতির ঘটনা প্রথমে হয়ে থাকলে এখানে পুনরায় পরিচয় করিয়ে দেয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। এছাড়া সফরের আসল উদ্দেশ্য ছিল উর্ধ্ব জগতে গমন করা। কাজেই একাজটি প্রথমে সেরে নেওয়াই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। আসল কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর সব পয়গম্বর বিদায় দানের জন্যে তাঁর

৫. তাফসীর ইবনে কাছীর ৩/২৬।

সাথে বায়তুল মুক্বাদ্দাস পর্যন্ত আসেন এবং জিব্রাঈলের ইঙ্গিতে তাঁকে সবাই ইমাম বানিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে কার্যতঃ তাঁর নেতৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দেওয়া হয়। তাঁকে শুরুতে বায়তুল মুক্বাদ্দাসে ও শেষে সিদরাতুল মুনতাহাতে দুধ, মদ, মধু ইত্যাদি দ্বারা আপ্যায়ন করা হয়। কিন্তু তিনি কেবল দুধ গ্রহণ করেন। বায়তুল মুক্বাদ্দাসে বিদায়ী ছালাত শেষে তাঁকে জাহান্নামের দারোগা 'মালেক' ফেরেশতার সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় এবং তিনি রাসূলকে প্রথমে সালাম করেন। এরপর তিনি বায়তুল মুক্বাদ্দাস থেকে বিদায় নেন এবং বোরাক্বে সওয়ার হয়ে অন্ধকার থাকতেই মক্কা মুকাররমায় ফিরে আসেন। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত'।[৬]

কুরতুবী বলেন, এ বিষয়ে বিদ্বানগণের মধ্যে কোন মতভেদ নেই যে, মি'রাজের পরদিন দুপুরে সূর্য ঢলে পড়ার সময় জিব্রীল (আঃ) নেমে আসেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ছালাতের ওয়াক্ত সমূহ নির্ধারণ করে দেন ও ছালাতের নিয়ম-কানূন শিক্ষা দেন'।[৭]

উল্লেখ্য যে, নবীগণের মধ্যে ১ম আসমানে আদম (আঃ), ২য় আসমানে ইয়াহ্ইয়া ও ঈসা (আঃ) দুই খালাতো ভাই, ৩য় আসমানে ইউসুফ (আঃ), ৪র্থ আসমানে ইদরীস (আঃ), ৫ম আসমানে হারূণ (আঃ), ৬ষ্ঠ আসমানে মূসা (আঃ) এবং ৭ম আসমানে ইবরাহীম (আঃ)-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। ৭ম আসমানের উপরে 'সিদরাতুল মুনতাহা' এবং তারও উপরে 'আরশ'।[৮]

কি কি নিয়ে আসেনঃ

মি'রাজে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে তিনটি বস্তু প্রদান করা হয়ঃ (১) পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত (২) সূরা বাক্বারাহ্র শেষ আয়াতগুলি, অর্থাৎ ২৮৫-২৮৬ আয়াত (৩) উম্মতে মুহাম্মাদীর মধ্যে যারা কখনো শিরক করেনি, তাদেরকে ক্ষমা করার সুসংবাদ'।[৯]

উল্লেখ্য যে, সূরা বাক্বারাহ মাদানী সূরার অন্তর্ভুক্ত। অথচ মি'রাজ হয়েছে মক্কাতে। যেখানে সূরা বাক্বারাহ্র শেষ দুই আয়াত নাযিল হয়েছে। এর জবাব এই যে, জিব্রীলের মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি এ দু'টি আয়াত রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ হয় তাঁকে প্রার্থনা শিক্ষা দেওয়ার জন্য, যাতে আল্লাহ তাঁর দো'আ কবুল করতে পারেন। অতঃপর জিব্রীলের মাধ্যমে পুনরায় এ আয়াত দু'টি সূরা বাক্বারাহ্র বাকী আয়াতগুলির সাথে মদীনায় নাযিল হয়। এভাবে সমস্ত কুরআন জিব্রাঈলের মাধ্যমে নাযিল হয়। তাছাড়া এ আয়াত দু'টি এমনই মর্যাদাপূর্ণ যে সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, দু'টি এমন নূর আমাকে দেওয়া হয়েছে, যা ইতিপূর্বে কোন নবীকে দেওয়া হয়নি। একটি হল, সূরা ফাতিহা। অন্যটি হ'ল বাক্বারাহ্র শেষ দু'টি আয়াত। যে ব্যক্তি এ দু'টি থেকে একটি হরফ পাঠ করবে, তাকে তা দেওয়া হবে'।[১০] নিঃসন্দেহে দু'বার নাযিলের মাধ্যমে অত্র আয়াত দু'টির উচ্চ মর্যাদা ও অধিক গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে'।[১১]

উল্লেখ্য যে, মি'রাজে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'আত্তাহিইয়াতু' প্রাপ্ত হয়েছিলেন বলে ব্যাপকভাবে একটি কথা চালু আছে, যা মিরক্বাত, রাদ্দুল মুহতার মিসকুল খিতাম প্রভৃতি গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। বর্ণনাটি নিম্নরূপঃ

ইবনুল মালেক বলেন, বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মি'রাজে গিয়ে 'আত্তাহিইয়াতু'-র মাধ্যমে আল্লাহ্র প্রশংসা করেন। জবাবে আল্লাহ বলেন, আসসালামু আলায়কা... 'হে নবী! আপনার উপরে শান্তি, আল্লাহ্র রহমত ও বরকত সমূহ নাযিল হৌক। তখন রাসূল (ছাঃ) বলেন, আসসালামু আলায়না... 'আমাদের উপরে এবং আল্লাহ্র নেককার বান্দাদের উপরে শান্তি বর্ষিত হৌক'। তখন জিব্রীল (আঃ) বলেন, আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু... 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল'।

উপরোক্ত বর্ণনাটির কোনরূপ সনদ বা সূত্র যাচাই না করেই মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (মৃঃ ১০১৪ হিঃ) মন্তব্য করেন যে, এ বক্তব্যের দ্বারা তাশাহহুদে রাসূলকে (হে নবী! বলে) সম্বোধন করার কারণ প্রকাশিত হয়েছে। আর এর মাধ্যমে ছালাতের শেষে রাসূলের মি'রাজের ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে, যা মুমিনদের জন্য মি'রাজ স্বরূপ'।[১২] সম্ভবতঃ তাঁকে অনুকরণ করেই পরবর্তী লেখকগণ স্ব স্ব গ্রন্থে এটা উদ্ধৃত করে গেছেন। বিংশ শতকের সুক্ষ্মদর্শী ভাষ্যকার আল্লামা ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (১৩২২-১৪১৪/১৯০৪-১৯৯৪) উক্ত বর্ণনাটি উল্লেখ করে মন্তব্য করেন, هذا المروى لم أقف على سنده فان كان ثابتاً فنعم التوجيه هذا, 'বর্ণনাটির সূত্র আমি খুঁজে পাইনি। যদি এটা প্রমাণিত হ'ত, তবে কতই না সুন্দর ব্যাখ্যা হ'ত এটা'।[১৩] অতএব ভিত্তিহীন বক্তব্য থেকে বিরত থাকাই উত্তম।

'ছিদ্দীক্ব' উপাধি লাভঃ

আয়েশা (রাঃ) বলেন, একরাতেই বায়তুল্লাহ থেকে বায়তুল মুক্বাদ্দাস যাতায়াতের অকল্পনীয় খবর শুনে নওমুসলিম অনেকে মুরতাদ হয়ে যায় (কেননা মক্কা থেকে বায়তুল মুক্বাদ্দাস যেতে তখন কমপক্ষে এক মাস সময় লাগত)।

৬. *ঐ, তাফসীর ৩/৮-২৫; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৬২-৬৬।*
৭. *তাফসীরে কুরতুবী ১০/২১১।*
৮. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮৬২ 'মি'রাজ' অনুচ্ছেদ।*
৯. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৬৫।*
১০. *মুসলিম, মিশকাত হা/২১২৪।*
১১. *মিরক্বাত ১১/১৫৬।*
১২. *মিরক্বাত ২/৩৩১।*
১৩. *মির'আত ৩/২৩৩, হা/৯১৫-এর ব্যাখ্যা 'তাশাহহুদ' অনুচ্ছেদ।*

তাদের অনেকে আবুবকর (রাঃ)-এর নিকটে এসে বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞেস করল, আপনার সাথীর কিছু হয়েছে কি? তিনি একরাতেই বায়তুল মুক্বাদ্দাস সফর করে এসেছেন বলে দাবী করছেন? আবুবকর বললেন, হ্যাঁ। যদি তিনি একথা বলে থাকেন, তবে তা অবশ্যই সত্য। এর চাইতে আরও দূরবর্তী আসমানের খবর আমি সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর কাছ থেকে শুনি ও বিশ্বাস করি'। আয়েশা বলেন, সেদিন থেকেই তাঁকে 'আছ-ছিদ্দীক্ব' বা 'অতীব সত্যবাদী' নামকরণ করা হয়।[১৪]

উল্লেখ্য যে, আবু জাহলের প্রস্তাবক্রমে মক্কার নেতাদেরকে কা'বা চত্বরে ডাকা হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের প্রশ্নসমূহের উত্তর দিতে থাকেন। যাতে তারা নিশ্চিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অবশ্যই স্বচক্ষে তা দর্শন করে এসেছেন। 'এসময় আল্লাহ পাক তাঁর চোখের সম্মুখে বায়তুল মুক্বাদ্দাসকে তুলে ধরেছিলেন'।[১৫] এতদসত্ত্বেও তারা ঈমান আনেনি।

উল্লেখ্য যে, মি'রাজকে বিজ্ঞান দিয়ে প্রমাণ করার অহেতুক কসরত করার চেয়ে নিশ্চিন্তে বিশ্বাস করার মধ্যেই আত্মিক প্রশান্তি ও বৈজ্ঞানিক উন্নতি নিহিত রয়েছে। যে যুগের লোকেরা এটা বিশ্বাস করে মুমিন হয়েছেন, আজকের রকেট ও ইন্টারনেটের যুগের তুলনায় সেটা খুবই কষ্টকর ছিল। আগামী দিনে বিজ্ঞান হয়ত আরও এগিয়ে যাবে। কিন্তু তখন আমরা থাকব না। অতএব বিজ্ঞানের প্রমাণের অপেক্ষায় না থেকে দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে মৃত্যু বরণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

মি'রাজ অবিশ্বাসীদের পরিণামঃ

মুসনাদে আহমাদে ছহীহ সনদে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, মি'রাজের ঘটনাকে অবিশ্বাসকারী মুরতাদ কাফিরগুলি আবু জাহলের সাথে (বদরের যুদ্ধে) নিহত হয়'।[১৬]

মি'রাজে কি রাসূল স্বীয় প্রভুকে দেখেছিলেন?

এ বিষয়ে চূড়ান্ত জবাব এই যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহকে স্বরূপে দেখেননি। অনুরূপ কথা কোন ছাহাবীও কখনো বলেননি।[১৭] বরং তিনি আল্লাহ্র নূর দেখেছিলেন।[১৮] আয়েশা (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি বলবে মুহাম্মাদ আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখেছেন বা তিনি যা আদিষ্ট হয়েছেন, তার কিছু লুকিয়েছেন বা আল্লাহ্র জন্য নির্ধারিত পাঁচটি অদৃশ্য বিষয় তিনি জানেন, ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বড় অপবাদ দিয়েছে। বরং তিনি জিব্রীলকে দু'বার দেখেছিলেন। শেষবার সিদরাতুল মুনতাহায় এবং প্রথমবার নিম্ন মক্কায় 'আজিয়াদ' নামক স্থানে (প্রথম অহী নাযিলের সময়) ৬০০ ডানা বিশিষ্ট তার মূল চেহারায়, যা দিগন্ত ঢেকে নিয়েছিল।[১৯] মৃত্যুর পূর্বে দুনিয়াতে কেউ আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখতে পারবে না *(আন'আম ১০৪, আ'রাফ ১৪৩)*।

মে'রাজ কয়বার ও কখন হয়েছেঃ

এ বিষয়ে ইবনু কাছীর বলেন, মে'রাজ সম্পর্কে বর্ণিত ছহীহ, হাসান, যঈফ সকল প্রকারের বর্ণনা একত্রিত করলে তার সারকথা দাঁড়ায় এই যে, মক্কা থেকে বায়তুল মুক্বাদ্দাসে 'ইসরা' অর্থাৎ মে'রাজের উদ্দেশ্যে রাত্রিকালীন সফর মাত্র একবার হয়েছিল, একাধিকবার নয়। যদি একাধিকবার হ'ত, তাহ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সে বিষয়ে উম্মতকে অবহিত করে যেতেন। খ্যাতনামা জ্যেষ্ঠ তাবেঈ ইবনু শিহাব যুহরীর বরাতে তিনি বলেন যে, হিজরতের এক বছর পূর্বে মে'রাজ সংঘটিত হয়েছিল'।

ছফিউর রহমান মুবারকপুরী এ বিষয়ে ৬টি মতামত উল্লেখ করেছেন। যথাঃ (১) নবুঅত প্রাপ্তির বছর। এটি ইমাম ইবনু জারীর ত্বাবারীর মত (২) ৫ম নববী বর্ষে। এটাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন ইমাম নববী ও ইমাম কুরতুবী (৩) ১০ম নববী বর্ষের ২৭শে রজবের রাতে। এটা পসন্দ করেছেন সুলায়মান মানছূরপুরী (৪) কেউ বলেছেন, হিজরতের ১৬ মাস পূর্বে ১২ নববী বর্ষের রামাযান মাসে (৫) কেউ বলেছেন, হিজরতের ১৪ মাস পূর্বে ১৩ নববী বর্ষের মুহাররম মাসে (৬) কেউ বলেছেন, হিজরতের এক বছর পূর্বে ১৩ নববী বর্ষের রবীউল আউয়াল মাসে।

অতঃপর মুবারকপুরী বলেন, প্রথম তিনটি মত গ্রহণযোগ্য নয় একারণে যে, খাদীজা (রাঃ) ১০ম নববী বর্ষের রামাযান মাসে মারা গেছেন, তখন পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয হয়নি। আর এ বিষয়ে সকলে একমত যে, ছালাত ফরয হয়েছে মি'রাজের রাত্রিতে (অতএব ২৭শে রজব তারিখে মি'রাজ হয়েছে বলে যে কথা চালু আছে, তার কোন ভিত্তি নেই)। বাকী তিনটি মত সম্পর্কে তিনি বলেন, এগুলির কোন্‌টিকে আমি অগ্রাধিকার দেব ভেবে পাইনা। তবে সূরা বনী ইসরাঈলে বর্ণিত আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক এ বিষয়টি প্রমাণ করে যে, ইসরা-র ঘটনাটি খুবই শেষের দিকে হয়েছিল'।[২০]

বলা বাহুল্য যে, আল্লামা মুবারকপুরীর এ মন্তব্য পূর্বে বর্ণিত তাবেঈ বিদ্বান মুহাম্মাদ বিন মুসলিম ওরফে ইবনু শিহাব যুহরী (৫০-১২৪হিঃ)-এর বরাতে ইবনু কাছীরের বক্তব্যকে সমর্থন করে। অর্থাৎ হিজরতের এক বছর পূর্বে মি'রাজ হয়েছে। তবে সঠিক তারিখ বা দিনক্ষণ জানা যায় না। আর সঠিক দিন-তারিখ অন্ধকারে রাখার কারণ এটাই, যাতে মুসলমান মি'রাজের শিক্ষা ও তাৎপর্য ভুলে একে

---

১৪. *বায়হাক্বী, তাফসীরে ইবনে কাছীর ৩/২৪; আর-রাহীকুল মাখতূম পৃঃ ১৪০।*
১৫. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮৬৬-৫৮৬৭; তাফসীর ইবনু কাছীর ৩/২৩।*
১৬. *তাফসীর ইবনু কাছীর ৩/১৬।*
১৭. *আর-রাহীক্ব পৃঃ ১৩৯।*
১৮. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৫৯ 'আল্লাহ দর্শন' অনুচ্ছেদ।*
১৯. *তিরমিযী, মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৬৬১-৬২; আর-রাহীক্ব পৃঃ ১৩৯।*
২০. *আর-রাহীকুল মাখতূম পৃঃ ১৩৭।*

কেবল আনুষ্ঠানিকতায় বেঁধে না ফেলে এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র আনুগত্যে থেকে আত্মিক ও জাগতিক উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণের চেষ্টায় রত থাকে। দুর্ভাগ্য যে, এখন সেটাই হচ্ছে। আমরা এখন মে'রাজের মূল শিক্ষা বাদ দিয়ে অনুষ্ঠান সর্বস্ব হয়ে পড়েছি। আমরা এখন উন্নয়ন মুখী না হয়ে নিম্নমুখী হয়েছি। মি'রাজের রূহ হারিয়ে তার অনুষ্ঠান নামক কফিন নিয়ে আমরা মেতে উঠেছি।

মি'রাজের শিক্ষা ও তাৎপর্যঃ

সূরা বনু ইসরাঈলের শুরুতে মাত্র একটি আয়াতে আল্লাহ পাক ইসরা ও মি'রাজের এ ঘটনা ও তার উদ্দেশ্য অতীব সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর ইহুদীদের অপকীর্তি সমূহের ভবিষ্যৎ পরিণাম ফল বর্ণনা করেছেন। এখানে মক্কা থেকে বায়তুল মুক্বাদ্দাসে ভ্রমণ করানোর তৎপর্য হ'তে পারে এই যে, অতি সত্বর পৃথিবী হ'তে ইহুদীদের কর্তৃত্ব ধ্বংস হয়ে যাবে এবং বায়তুল মুক্বাদ্দাসে ও পৃথিবী ব্যাপী সর্বত্র মুসলমানদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। ১৫ হিজরীতে এটা বাস্তবায়িত হয় ওমর ফারূকের হাতে বায়তুল মুক্বাদ্দাস বিজয়ের মাধ্যমে। রাসূলের মৃত্যুর মাত্র চার বছরের মাথায়। উল্লেখ্য যে, ইহুদী থেকে মুসলমান হওয়া ছাহাবী কা'ব আল-আহবারের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে ওমর ফারূক (রাঃ) ছাখরাকে পিছনে রেখে ক্বিবলার দিকে এগিয়ে গিয়ে সেখানেই ছালাত আদায় করেন, যেখানে মি'রাজের রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত আদায় করেছিলেন'।[২১] অতঃপর তৎকালীন বিশ্বের সকল পরাশক্তি মুসলিম বাহিনীর কাছে পরাজয় স্বীকারে বাধ্য হয়। অতঃপর উমাইয়া, আব্বাসীয়, স্পেনের উমাইয়া ও মিসরের ফাতেমীয় খেলাফত সারা বিশ্বকে নেতৃত্ব দিয়েছে। সর্বশেষ তুরস্কের ওছমানী খেলাফত বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মাত্র ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে শেষ হ'ল। মুসলমান আবারও তার হারানো কর্তৃত্ব ফিরে পাবে, যদি সে ইসলামের পথে ফিরে আসে।

সূরা ইসরায় বিশ্ব বিজয়ের এই ইঙ্গিতটি দেওয়া হয়েছিল এমন একটি সময়ে, যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনগণ কর্তৃক নিন্দিত ও পরিত্যক্ত অবস্থায় মক্কার পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। এতে বুঝা যায় যে, মূল বিজয় নিহিত থাকে সঠিক আক্বীদা ও আমলের মধ্যে। অর্থ-বিত্ত, জনশক্তি ও ক্ষাত্র শক্তির মধ্যে নয়।

২য় তাৎপর্য- মি'রাজের ঘটনা সংঘটিত হয় ১২ নববী বর্ষের হজ্জের মওসুমে আক্বাবায়ে উলার কিছু পূর্বে অথবা ১৩ নববী বর্ষের হজ্জের মওসুমে অনুষ্ঠিত আক্বাবায়ে কুবরার পূর্বে। অর্থাৎ মি'রাজের ঘটনার পরপরই ইসলামী বিপ্লবের পূর্বশর্ত হিসাবে ইমারত ও বায়'আতের ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হয় মিনা প্রান্তরে এবং তার পরেই তিনি মদীনায় হিজরত করেন। অতঃপর সেখানে ইসলামী সমাজের রূপরেখা বাস্তবায়িত হয়।

৩য়- মি'রাজের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন, 'যাতে আমি তাকে আমার কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই'। এটা একারণে যে, ليس الخبر كالعاينة 'সংবাদ কখনো স্বচক্ষে দেখার মত হয় না'। এর মধ্যে দ্বিতীয় আরেকটি বিষয় প্রতিভাত হয় যে, ইতিপূর্বে ইবরাহীম ও মূসাকে দুনিয়াতেই আল্লাহ স্বীয় কুদরতের কিছু নমুনা দেখিয়েছেন *(আন'আম ৭৬, ত্বহা ২৩)*। কিন্তু কোন নবীকে আখেরাতের দৃশ্য স্বচক্ষে না দেখিয়ে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে প্রত্যক্ষ করানোর মাধ্যমে এটাই বুঝিয়ে দেওয়া হ'ল যে, তিনিই সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। আর কেউ এই সুযোগ পায়নি এবং পাবেও না। তৃতীয়তঃ অদৃশ্য জগতের যেসব খবর নবীদের মাধ্যমে জগদ্বাসীর নিকটে পৌঁছানো হয়, অহি-র মাধ্যমে প্রাপ্ত সেই সব খবরের সত্যতা স্বচক্ষে যাচাইয়ের মাধ্যমে শেষনবীসহ বিশ্ববাসীকে নিশ্চিতভাবে আশ্বস্ত করা হ'ল। চতুর্থতঃ এর দ্বারা এটাও প্রমাণিত হয় যে, মানব জাতির জন্য অনুসরণীয় আল্লাহ প্রদত্ত সর্বশেষ দ্বীন হ'ল ইসলাম ও সর্বশেষ নবী হ'লেন মুহাম্মাদ (ছাঃ)।

৪র্থ- এর মধ্যে সবচেয়ে বড় ইঙ্গিত রয়েছে মানবজাতির উন্নতিকামী প্রতিভাবান, চিন্তাশীল ও কর্মঠ ব্যক্তিদের জন্য এ বিষয়ে যে, কুরআন-হাদীছ গবেষণা ও তা অনুসরণের মাধ্যমেই কেবল দুনিয়ায় সর্বোচ্চ উন্নতি ও আখেরাতে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। অন্য কোন পথে মানবজাতির সত্যিকারের উন্নতি ও মঙ্গল নিহিত নেই। বস্তুতঃ মি'রাজের পথ ধরেই মানুষ দুনিয়াতে কেবল চন্দ্র বিজয় নয়, সৌর বিজয়ের পথে উৎসাহিত হ'তে পারে। একইভাবে সে আখেরাতে জান্নাতুল ফেরদৌস লাভে ধন্য হ'তে পারে।

৫ম- মি'রাজের ঘটনায় একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, আল্লাহ নিজ সত্তায় সপ্ত আসমানের উপরে নিজ আরশে সমাসীন। তাঁর সত্তা সর্বত্র বিরাজমান নয়, বরং তাঁর ইল্ম ও কুদরত সর্বত্র বিরাজমান। তিনি নিরাকার নন, বরং তাঁর নিজস্ব আকার আছে। তবে তা কারু সাথে তুলনীয় নয়। তিনি কথা বলেন, তিনি শোনেন ও দেখেন।

৬ষ্ঠ- মে'রাজে নিজ সান্নিধ্যে ডেকে নিয়ে আল্লাহ পাক মানব জাতির জন্য পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের যে তোহফা প্রদান করলেন, এর দ্বারা একথাই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্র প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ও ভীতিপূর্ণ ভালোবাসার মাধ্যমেই কেবল প্রকৃত সৎ মানুষ তৈরী হ'তে পারে এবং প্রকৃত অর্থে সামাজিক শান্তি, উন্নতি ও অগ্রগতি সম্ভব হ'তে পারে। অতএব সমাজ বিপ্লবের আবশ্যিক পূর্বশর্ত হ'ল মানুষের নিজের মধ্যেকার আত্মিক ও নৈতিক বিপ্লব সাধন। ছালাতই হ'ল আত্ম সংশোধনের সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠান। অতএব 'তাযকিয়ায়ে নাফ্স' বা আত্মশুদ্ধির নামে কথিত অলি-আউলিয়া ও পীর-মাশায়েখদের তৈরী হরেক রকমের মা'রেফতী ও ছূফীবাদী তরীকা সমূহ দ্বীনের মধ্যে সৃষ্ট বিদ'আত বৈ কিছু নয়। যা থেকে দূরে থাকা কর্তব্য।

---

২১. আহমাদ, তাফসীরে ইবনে কাছীর ৩/১৯।

রজব মাসের ফযীলতঃ

এ মাসের সবচাইতে বড় ফযীলত এই যে, এটি চারটি সম্মানিত মাসের অন্যতম। বাকী তিনটি হ'ল যুলক্বা'দাহ, যুলহিজ্জাহ ও মহররম। এ চার মাসে মারামারি, খুনা-খুনি নিষিদ্ধ। জাহেলী আরবরাও এ চার মাসের সম্মানে আপোষে ঝগড়া-ফাসাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ রাখত। ইসলামেও তা বহাল রাখা হয়েছে *(তওবা ৩৬)*। অতএব এ মাসের সম্মানে মারামারি ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম থেকে দূরে থাকাই বড় নেকীর কাজ।

উল্লেখ্য যে, জাহেলী যুগে আরবরা রজব মাসের বরকত হাছিলের জন্য তার প্রথম দশকে তাদের দেব-দেবীর নামে একটি করে কুরবানী করত। 'আতীরাহ' বা 'রাজাবিয়াহ' (العتيرة او الرجبية) বলা হ'ত। ইমাম তিরমিযী বলেন, রজব মাসের সম্মানে তারা এ কুরবানী দিত। কেননা এটি ছিল চারটি নিরাপদ ও সম্মানিত মাসের প্রথম মাস'। কেউ কেউ তাদের পালিত পশুর প্রথম বাছুর দেব-দেবীর নামে কুরবানী দিত তাদের মাল-সম্পদে প্রবৃদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যে, যাকে ফারা' (فرع) বলা হ'ত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এগুলিকে নিষেধ করে দেন'।[২২] দুর্ভাগ্য আজকের মুসলমানেরা জাহেলী আরবদের অনুকরণে রজব মাসের নামে হরেক রকমের বিদ'আত করছে। অথচ আল্লাহ্র হুকুম মেনে তার সম্মানে আপোষে হানাহানি ও যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ রাখতে পারেনি।

রজব মাসের বিদ'আত সমূহঃ

রজব মাসের জন্য বিশেষ ছিয়াম পালন করা, ২৭শে রজবের রাত্রিকে শবে মে'রাজ ধারণা করে ঐ রাতকে ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করা, উক্ত উদ্দেশ্যে বিশেষ কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান করা, যিকর-আযকার, শাবীনা খতম ও দো'আর অনুষ্ঠান করা, মীলাদ ও ওয়ায মাহফিল করা, ঐ রাতের ছওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা, সরকারী ছুটি ঘোষণা করা ও তার ফলে জাতীয় অর্থনীতির বিশাল অংকের ক্ষতি করা, ছহীহ হাদীছ বাদ দিয়ে মে'রাজের নামে উদ্ভট সব গল্পবাজি করা, মে'রাজকে বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণ করতে গিয়ে অনুমান ভিত্তিক কথা বলা, ঐদিন আতশবাজি, আলোক সজ্জা, কবর যিয়ারত, দান-খয়রাত, এ মাসের বিশেষ ফযীলত লাভের আশায় ওমরাহ পালন ইত্যাদি সবই বিদ'আতের পর্যায়ভুক্ত। অনেক রাজনৈতিক মুফাসসিরে কুরআন বলেন, এরাতে ইসলামী শাসনতন্ত্রের ১৪ দফা মূলনীতি নাযিল হয়েছে। দলীল হিসাবে তাঁরা সূরা বনু ইসরাঈলের ২৩ থেকে ৩৫ আয়াত পর্যন্ত পড়তে বলেন। অথচ ঐ মুফাসসির এতটুকু নিশ্চয়ই জানেন যে, মি'রাজে মূলতঃ কেবল পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতই ফরয করা হয়েছিল।

অনেক জাহিল কুরআনের কিছু আয়াত ও কিছু ছহীহ হাদীছের দোহাই পেড়ে নিজেদের আবিষ্কৃত বিদ'আত সমূহকে প্রমাণসিদ্ধ করতে চান। যেমন আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا- وَّ سَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلاً- 'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ কর এবং সকাল-সন্ধ্যা তাঁর গুণগান কর' *(আহযাব ৪১-৪২)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللّٰهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ط يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْاعَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا- 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতা মণ্ডলী নবীর উপরে রহমত বর্ষণ করে থাকেন। অতএব হে ঈমানদারগণ! তোমরা তাঁর উপরে বেশী বেশী দরূদ ও সালাম পেশ কর' *(আহযাব ৫৬)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ ط أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْالِىْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ- 'যখন তোমাকে আমার বান্দারা আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, (তখন বলে দাও যে,) আমি (তার) অত্যন্ত নিকটবর্তী। আমি আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে থাকি, যখন সে আমাকে আহ্বান করে' *(বাক্বারাহ ১৮৬)*। وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ط إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ- 'তোমরা আমাকে ডাক। আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব' *(গাফের (মু'মিন) ৬০)*। একটি ছহীহ হাদীছে রয়েছে, الصلاةُ خيرُ موضوعٍ، فمن استطاعَ أن يستكثرَ فليستكثرْ- 'ছালাত আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তৈরী করা সর্বোত্তম বস্তু। অতএব যে ব্যক্তি ক্ষমতা রাখে, সে যেন বেশী বেশী তা করে' (অর্থাৎ যেন বেশী বেশী নফল ছালাত আদায় করে)।[২৩]

উপরোক্ত সাধারণ নির্দেশাবলী সম্বলিত আয়াত ও হাদীছের দোহাই দিয়ে রাসূলের সুন্নাত ও বাস্তব আমলের তোয়াক্কা না করে অসংখ্য ভিত্তিহীন যিকর, দো'আ ও ছালাত এদেশে আবিষ্কৃত হয়েছে এবং তা সমাজে ব্যাপকভাবে চালু হয়েছে কিছু সংখ্যক বিদ'আতী মৌলবী ও রেওয়াজপন্থী সমাজনেতাদের মাধ্যমে। অথচ তারা একবারও ভাবে না যে, এইসব আয়াত যে নবীর উপরে নাযিল হয়েছে এবং উক্ত হাদীছ যে নবীর মুখ দিয়ে বের হয়েছে, তিনি কখনো এসব বিদ'আতী অনুষ্ঠানের ধারে কাছে যাননি। অনেক বিদ'আতপন্থী ব্যক্তি বলে থাকে যে, 'রাসূল তো নিষেধ

২২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ মিশকাত হা/১৪৭৭; মির'আত হা/১৪৯১-এর ভাষ্য।*

২৩. *ত্বাবারাণী আওসাত্ব, হাদীছ হাসান, ছহীহুল জামে' হা/৩৮৭০।*

করেন নি'। অথচ শুরুতেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এসব থেকে নিষেধ করে গেছেন এই বলে যে, مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ– 'যে ব্যক্তি এমন আমল করল, যে বিষয়ে আমাদের হুকুম নেই, তা প্রত্যাখ্যাত'।[২৪] তিনি মৌলিকভাবে সকল প্রকার বিদ'আতকে নিষেধ করে গেছেন, নাম ধরে ধরে নয়। কেননা ক্বিয়ামত পর্যন্ত নানা রকমের বিদ'আত আবিষ্কৃত হবে। সে সবের নাম জানা কারু পক্ষে সম্ভব নয়।

অতএব বল হে দুনিয়াপূজারী বিদ'আতীরা! যে রাসূল মি'রাজে গিয়েছিলেন, তিনি কি কখনো এজন্য বিশেষ কোন দো'আ, ছালাত, ছিয়াম, ওয়ায মাহফিল, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, ওমরাহ পালন, দান-খয়রাত, কবর-যিয়ারত, ভাল খানা-পিনার ব্যবস্থা, রকমারি সাজ-সজ্জা, লেখাপড়া, কাজ-কাম সব বাদ দিয়ে ঘরে বসে ছুটি পালন ইত্যাদি করেছেন? তাহ'লে তিনি কি উপরে বর্ণিত আয়াত সমূহের নির্দেশ লংঘন করে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছেন? তাঁর শ্রেষ্ঠ চার জন খলীফাও কি ঐ আয়াত গুলির মর্মার্থ বুঝেন নি?

অতএব শারঈ বিষয়ে এ মূলনীতিটি সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, যে সকল ইবাদত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যেভাবে করেছেন, সেগুলি সেভাবে করাটাই সুন্নাত। অনুরূপভাবে যে সকল ইবাদত তিনি পরিত্যাগ করেছেন, সেগুলি পরিত্যাগ করাটাই সুন্নাত। যেমন সফরে তিনি যোহর-আছর এবং মাগরিব-এশা জমা ও ক্বছর করেছেন, সুন্নাত পড়েননি। আমাদেরও সেটা করা সুন্নাত। নিজের জন্য দিবস তিনি কখনোই পালন করেননি। আমাদেরও তা মীলাদের নামে পালন না করাটাই সুন্নাত। শা'বানে তিনি অধিকহারে ছিয়াম পালন করেছেন। আমরা সেটা করব। কিন্তু তিনি প্রচলিত 'শবেবরাত' পালন করেননি। খাছ করে ১৪ই শা'বান দিবাগত রাতে নফল ইবাদত ও ১৫ই শা'বান দিবসে নফল ছিয়াম পালন করেননি, করতে বলেননি। ছাহাবীগণও করেননি। অতএব আমাদের তা না করাটাই সুন্নাত। মি'রাজ উপলক্ষে তিনি কোন বাড়তি ইবাদত বা কোন অনুষ্ঠানাদি করেননি। অতএব আমাদেরও কিছু না করাটাই হবে সুন্নাত। আর করাটা হবে বিদ'আত। মোট কথা সুন্নাতের অনুসরণের মধ্যেই জান্নাত রয়েছে, বিদ'আতের মধ্যে নয়।

مسلك سنت پہ ایے سالك چلے جا بے دھڑك
جنت الفردوس تك سیدھی چلی گئی یہ سڑك

সুন্নাতের রাস্তা ধরে নিশ্চিন্তে চলো হে পথিক!
জান্নাতুল ফেরদৌসে সিধা চলে গেছে এ সড়ক।

২৪. মুসলিম হা/১৭১৮ 'বিচার কার্য সমূহ' অধ্যায়।

প্রবন্ধ

ইসলামের আলোকে স্ত্রীর উপার্জিত সম্পদ

মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক*

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বিভিন্ন ইবাদতগত সম্পদে মহিলাদের মালিকানাঃ

আর্থিক ইবাদত যেমন পুরুষের জন্য করণীয় তেমনি নারীদের জন্যও করণীয়। তারা যদি সম্পদের মালিক না হয়, তাহ'লে এসব ইবাদত তাদের করতে হবে কেন? স্বামীর কিংবা পিতৃসম্পদের দ্বারা তাদেরকে এগুলি পালনের কথা বলা হয়নি। তারা সম্পদের মালিক হয় বলেই শরী'আত তাদের উপর এসব আর্থিক ইবাদত ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাত সাব্যস্ত করেছে। এ মর্মে একটি হাদীছ নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল-

عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ (رضـ) أَنَّ زَيْنَبَ امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَتْ يَانَبِىَّ اللّٰهِ إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ وَكَانَ عِنْدِىْ حُلِىٌّ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ- فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ-

'আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, ইবনু মাস'উদ (রাঃ)-এর স্ত্রী যয়নাব (রাঃ) এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ছাঃ)! আপনি আজ ছাদাক্বা করার কথা বলেছেন। আমার কিছু গহনা আছে, আমি সেগুলি ছাদাক্বা করতে চাই। এদিকে ইবনু মাস'উদের ধারণা, আমি যাদের মাঝে এগুলি ছাদাক্বা করব, তাদের মধ্যে সে ও তার সন্তানেরাই ঐগুলি লাভের বেশি হকদার। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, ইবনু মাস'উদ ঠিকই বলেছে। তোমার স্বামী ও সন্তানেরা তোমার ছাদাকা লাভের বেশি উপযুক্ত'।[৯]

উক্ত হাদীছে বর্ণিত ছাদাক্বাকে আমরা যাকাতই বলি আর সাধারণ দানই বলি, দেখা যাচ্ছে- স্বামী-স্ত্রীর সংসারে স্ত্রীর হাতে গহনাপত্র যা আছে তার মালিক স্ত্রী নিজে। স্বামী গরীব হওয়া সত্ত্বেও স্ত্রীর ছাদাক্বার দ্রব্য নিজের বলে নিতে পারছে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও এমন কথা বলছেন না যে,

* কামিল (হাদীছ), এম,এ, বিএড; সহকারী শিক্ষক, ঝিনাইদহ সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।

৯. বুখারী, ফিক্বহুস সুন্নাহ, (বৈরুতঃ দারুল কিতাব আল-আরাবী, ৮ম সংস্করণ ১৯৮৭), ১/৩৫৮ পৃঃ।

স্বামীর সংসারে থেকে তুমি যে গহনা পরছ তা তোমার স্বামীরই, বিশেষতঃ যখন সে গরীব। তিনি বরং দানের অধিকার স্ত্রীকেই দিয়েছেন। এতে বুঝা গেল স্ত্রী সম্পদের স্বতন্ত্রভাবে মালিক হয় এবং সেজন্যই সম্পদশালী হ'লে তাকে হজ্জ, যাকাত, কুরবানী ইত্যাদি ইবাদত আদায় করতে হয়। চাই স্বামী ধনী হোক কিংবা গরীব।

এতে প্রমাণিত হ'ল যে, নারী স্বতন্ত্রভাবেই সম্পদের মালিক হয়। একই সংসারে বসবাস করলেও তার আয় ও উপার্জিত সম্পদ তারই থাকে। তাতে স্বামী কিংবা অন্যের কোন অধিকার থাকে না। সে সম্পদে সংসারের সকল সদস্যের যৌথ মালিকানাও সাব্যস্ত হয় না। আর একই সাথে এও প্রমাণিত হ'ল যে, সে সম্পদ ব্যয় করার মালিকও স্ত্রী। স্বামী কেবল পরামর্শক ও নির্দেশকের ভূমিকা পালন করতে পারেন, যেমনটা ছাহাবী ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) করেছেন।

স্ত্রী চাকুরী, ব্যবসা কিংবা অন্য কোন উৎস থেকে আয় করলে তার মালিক যখন স্ত্রী এবং বৈধ ক্ষেত্রে ব্যয় করার অধিকারও যখন তার, তখন সে নিজের, স্বামীর, সন্তানদের, নিজকুলের আত্মীয়-স্বজন, স্বামীর কুলের আত্মীয়-স্বজন বা অন্য কারও জন্য অর্থ ব্যয় করতে পারবে। কাউকে উপহার দেওয়া, কোন দাতব্য কাজ করা, স্বামীর হাতে সমুদয় অর্থ তুলে দেওয়া, এমনকি যৌথ পরিবার হ'লে পরিবার প্রধানের হাতে তা তুলে দেওয়ার অধিকারও তার রয়েছে। নিজের মাতা-পিতা, ভাই-বোন, স্বামীর মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন ইত্যাদিকে উপহার হিসাবে সে যেকোন কিছু কিনে দিতে পারবে। তাতে পরিবারের অন্য সদস্যদের বাধা দেওয়া কিংবা আপত্তি করার কিছু নেই। আবার সে কাউকে কিছু না দিয়ে নিজের তত্ত্বাবধানে অর্থ রেখে দিলেও কারও কিছু বলার নেই। তার উপর যাকাত, কুরবানী, হজ্জ ইত্যাদি ফরয কিংবা ওয়াজিব হ'লে তাকেই তা আদায় করতে হবে।

হ্যাঁ, আপত্তি শুধু এক জায়গাই প্রবলভাবে করার এখতিয়ার স্বামীর রয়েছে। সেটা হ'ল- দাম্পত্য জীবন ও সাংসারিক জীবনে বিঘ্ন দেখা দিলে প্রতিকারের উপায় হিসাবে স্ত্রীকে চাকুরী না করতে দেওয়া। যেমন স্ত্রীর চাকুরিতে সন্তান লালন-পালনে অসুবিধা দেখা দেওয়া, পারস্পরিক মানসিক দ্বন্দ্ব দেখা দেওয়া ইত্যাদি। কিন্তু এসব অসুবিধা না থাকলে কিংবা তা উপেক্ষা করে তাকে চাকুরি করতে দিলে অর্থের মালিক স্ত্রীই হবে। তারপর পূর্বোক্ত নিয়মে তার যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করতে পারবে। কোন চাপ দিয়ে কিংবা বাধ্য করে তার অর্থ নেওয়া যাবে না।

আল্লাহ বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ-

'হে মুমিনগণ! তোমরা পরস্পরের ধন-সম্পদ অবৈধ পন্থায় গ্রাস করো না। ব্যবসায়ের ধারায় তোমাদের পারস্পরিক সম্মতিক্রমে হ'লে তবেই খেয়ো' *(নিসা ২৯)*।

নবী করীম (ছাঃ) বলেন,

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ-

'প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অন্য মুসলমানের জান, মাল ও ইয্যতের উপর হস্তক্ষেপ হারাম'।[১০]

لاَ يَأْخُذْ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيْهِ جَادًّا وَّلاَ لاَعِبًا وَّإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ-

'তোমাদের কেউ যেন তার ভাইয়ের কোন দ্রব্য জবরদস্তি করে কিংবা খেলাচ্ছলে না নেয়। যখন তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের লাঠির মত একটা জিনিসও নেবে, তখন সে যেন তা ফেরৎ দেয়' (আহমাদ, আবুদাঊদ ও তিরমিযী। তিরমিযী হাদীছটিকে হাসান বলেছেন)।[১১]

أَنَسٍ مَرْفُوْعًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَيَحِلُّ مَالُ امْرِإٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيْبَةٍ مِّنْ نَّفْسِهِ-

'আনাস (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, কোন মুসলমানের সম্পদ তার স্বেচ্ছায় প্রদান ব্যতীত নেওয়া হালাল হবে না'।[১২]

مَنْ أَخَذَ مَالَ أَخِيْهِ بِيَمِيْنِهِ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ-

'যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্পদ জোর করে নেবে, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম অপরিহার্য করে দিবেন এবং জান্নাত হারাম করে দিবেন'।[১৩] উক্ত আয়াত ও হাদীছ পুরুষ ও নারী উভয়ের বেলায় সমান প্রযোজ্য। অতএব উপরোক্ত আয়াত ও হাদীছগুলি জানার পর বিষয়টির সুরাহা নিয়ে কোন প্রশ্ন থাকতে পারে না।

অবশ্য যে পরিবারে থেকে একজন নারী চাকুরি বা অন্যবিধ উপায়ে উপার্জন করছে সেই পরিবারের প্রতি তার দায় সে এড়াতে পারে না। এ প্রসঙ্গে হাদীছে এসেছেঃ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَّعِيَّتِهِ اَلْإِمَامُ الَّذِيْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ

১০. *মুসলিম, মিশকাতুল মাছাবীহ (কুতুবখানা রশিদিয়া, দিল্লী, ইণ্ডিয়া) পৃঃ ৪২২।*
১১. *আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/২৩৭ পৃঃ।*
১২. *দারাকুৎনী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৭।*
১৩. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/২৩৭ পৃঃ।*

عَنْ رَّعِـيَّـتِـهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْـتِـهِ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَّعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْؤُوْلَةٌ عَنْهُمْ- وَ عَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَ هُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْهُ أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَّعِيَّتِهِ-

'আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, সাবধান! তোমরা সকলেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে (আল্লাহ্র নিকটে) জিজ্ঞাসিত হবে। ইমাম লোকেদের (মুছল্লীদের) ব্যাপারে দায়িত্বশীল, তাকে সে দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল। তাকে সে দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। নারী তার স্বামীর পরিবারের সদস্য ও সন্তানদের উপর দায়িত্বশীল। তাকে তাদের প্রতি পালনীয় দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। বাড়ির চাকর তার মুনিবের সম্পদের উপর দায়িত্বশীল। সে এতদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। সাবধান! এভাবে তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে'।[১৪]

পরিবার গড়ে ওঠে নারী-পুরুষের বিবাহ বন্ধন থেকে। আর এর অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে আসে সন্তান। সন্তানসহ পরিবারের সদস্যদের দায়িত্ব কিন্তু অত্র হাদীছে স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই দেওয়া হয়েছে। সুতরাং পরিবার যাতে ভেঙ্গে না যায় কিংবা পরিবারস্থ সদস্যদের কারও কষ্ট না হয়, সেটা দেখার দায়িত্ব নারী পুরুষ উভয়ের।

ইসলাম এ জন্য পুরুষকে যাবতীয় অর্থনৈতিক দায়িত্ব কাঁধে তুলে দিয়েছে এবং নারীকে এ সম্পর্কিত সমস্ত চিন্তা থেকে মুক্ত করে গৃহে অভ্যন্তরে থেকে সন্তানদের মানুষ করার দায়িত্ব দিয়েছে। একান্ত প্রয়োজন না হ'লে, নারীদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে দেদারসে অংশগ্রহণ উচিৎ নয়। কেননা নারী পুরুষ উভয়ে বাইরে কাজ করলে পরিবার ব্যবস্থায় ভাঙ্গন ধরবে, যা মানব জাতির টিকে থাকার স্বার্থেই অনভিপ্রেত। পাশ্চাত্যের পারিবারিক ভাঙ্গন আমাদের সামনে নযীর হয়ে আছে। বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থাও দ্রুত ঐদিকে অগ্রসর হচ্ছে। আগে যেখানে যৌথ বা একান্নবর্তী পরিবার দেখা যেত অহরহ, এখন তা ভেঙ্গে একক পরিবারে রূপ নিচ্ছে। যে যার মত অর্থোপার্জন সূত্রে তারা যে পাশ্চাত্যের মত একাকী হোটেল জীবন যাপনে অভ্যস্থ হবে না, তা কে জানে?

সে যাই হোক, পুরুষ যেহেতু নারীর যাবতীয় ভরণপোষণ দিতে বাধ্য, তাই নারী যতই উপার্জনশীল হোক তার ব্যয়ভার পুরুষকেই বহন করতে হবে। অপরদিকে পুরুষের সম্মতিক্রমে নারী যে উপার্জন করবে তার বিধান বর্ণিত কুরআনের আয়াত ও হাদীছের আলোকেই হবে। নারী স্বেচ্ছায় না দিলে পুরুষ তা জোর করে নিতে পারবে না।

প্রসঙ্গত যৌথ পরিবার ব্যবস্থার কথা বলি। যে পরিবারে মা-বাবা, ভাই-বোন, চাচা-চাচী, দাদা-দাদী, সন্তানাদি একত্রে বাস করে তাকে যৌথ পরিবার বলে।

ইসলাম এরূপ পরিবারকে হারাম বলেনি, তবে তা ইসলামের মেজাযের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর একক পরিবারকেই বেশী সমর্থন করে। সন্তান প্রাপ্ত বয়স্ক হ'লে, সে ভিন্ন সংসার গড়বে। এটাই ইসলামের রীতি। অবশ্য সন্তানকে প্রতিষ্ঠা পেতে পিতা সাহায্য করতে বাধ্য- এক্ষেত্রে তার বয়স যতই হৌক।

ইসলাম নারীদের যে হিজাব বা পর্দার কথা বলে, তা যৌথ পরিবারে রক্ষা করা দুষ্কর। বয়ঃপ্রাপ্তির পর পিতার সংসার থেকে পৃথক হ'লে, পুত্রের স্বাবলম্বী হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে। যৌথ পরিবারে অনেক সময় একজনের আয়ে অনেকে বেকার বসে খায়। এটা দেশ ও সমাজ উন্নয়নের পরিপন্থী। তাছাড়া 'অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা' হিসাবে যৌথ পরিবারে থেকে অনেক যুবক সন্ত্রাসী হয়ে যায়। যৌথ পরিবারে আয়-উপার্জন নিয়ে তার সদস্যদের মধ্যে বনিবনারও অভাব দেখা দেয়, যা একক পরিবারে হওয়ার সুযোগ নেই।

এ সঙ্গে একক পরিবার গঠনকারী পুরুষকে কিন্তু একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, তার মাতা-পিতা ও অসহায় ভাই-বোনের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তার উপরই। মাতা-পিতার নিজস্ব আয়ে তাদের সংসার না চললে, সচ্ছল পুত্রের আয় থেকে গ্রহণের অধিকার ইসলাম তাদের দিয়েছে।

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ لِيْ مَالاً وَّوَلَدًا وَإِنَّ أَبِيْ يُرِيْدُ أَنْ يَّبْتَاحَ مَالِيْ- قَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيْكَ-

'জাবির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার সম্পদ ও সন্তান দুই আছে। কিন্তু আমার পিতা আমার মাল বা সম্পদ নিয়ে নিতে চান। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তুমি ও তোমার সম্পদ দু-ই তোমার পিতার' (*বুখারী, মুসলিম*)।

সুতরাং পরিবার একক হোক আর যৌথ হোক মাতা ও পিতা এবং তাদের অসহায় সন্তানদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব অবশ্যই স্বচ্ছল পুত্রের উপর বর্তায়।

১৪. *বুখারী, মাওলানা আহমাদ আলী সাহারানপুরীর টীকাসহ, ২/১০৫৭ পৃঃ।*

শবেবরাত

আত-তাহরীক ডেস্ক

আরবী শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতকে সাধারণভাবে 'শবেবরাত' বা 'লায়লাতুল বারাআত' (ليلة البراءة) বলা হয়।

'শবেবরাত' শব্দটি ফারসী। এর অর্থ হিস্‌সা বা নির্দেশ পাওয়ার রাত্রি। দ্বিতীয় শব্দটি আরবী। যার অর্থ বিচ্ছেদ বা মুক্তির রাত্রি। এদেশে শবেবরাত 'সৌভাগ্য রজনী' হিসাবেই পালিত হয়। এজন্য সরকারী ছুটি ঘোষিত হয়। লোকেরা ধারণা করে যে, এ রাতে বান্দাহ্‌র গুনাহ মাফ হয়। আয়ু ও রূযী বৃদ্ধি করা হয়। সারা বছরের হায়াত-মউতেরও ভাগ্যের রেজিষ্টার লিখিত হয়। এই রাতে রূহগুলো সব আত্মীয়-স্বজনের সাথ মুলাক্বাতের জন্য পৃথিবীতে নেমে আসে। আত্মীয়রা সব দলে দলে গোরস্থানে ছুটে যায়। হালুয়া-রুটির হিড়িক পড়ে যায়। ছেলেরা পটকা ফাটিয়ে আতশবাজি করে হৈ-হুল্লোড়ে রাত কাটিয়ে দেয়। সংক্ষেপে এই হ'ল এদেশে শবেবরাতের নামে প্রচলিত ইসলামী পর্বের বাস্তব চিত্র।

শবেবরাতের ছালাতঃ এই রাত্রির ১০০ শত রাক'আত ছালাত সম্পর্কে যে হাদীছ বলা হয়ে থাকে তা 'মওযূ' বা জাল। এই ছালাত ৪৪৮ হিজরীতে সর্বপ্রথম বায়তুল মুক্বাদ্দাস মসজিদে আবিষ্কৃত হয়। এই বিদ'আতী ছালাতের ব্যাপক জনপ্রিয়তা দেখে নেক্‌কার-পরহেযগার ব্যক্তিগণ আল্লাহ্‌র গযবে যমীন ধ্বসে যাওয়ার ভয়ে শহর ছেড়ে জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছিলেন'।

রূহের আগমনঃ এ সম্পর্কে সাধারণতঃ সূরায়ে ক্বদর -এর ৪ ও ৫ নং আয়াত দু'টি পেশ করা হয়ে থাকে। যেখানে বলা হয়েছে- 'সে রাত্রিতে ফিরিশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। সকল বিষয়ে কেবল শান্তি; ঊষার উদয়কাল পর্যন্ত' *(ক্বদর ৪-৫)*। এখানে 'সে রাত্রি' বলতে লায়লাতুল ক্বদর বা শবেক্বদরকে বুঝানো হয়েছে- যা এই সূরার ১ম, ২য় ও ৩য় আয়াতে বলা হয়েছে।

অত্র সূরায় 'রূহ' অবতীর্ণ হয় কথাটি রয়েছে বিধায় হয়তবা অনেকে ধারণা করে নিয়েছেন যে, মৃত ব্যক্তিদের রূহগুলি সব দুনিয়ায় নেমে আসে। অথচ এই অর্থ কোন বিদ্বান করেননি। 'রূহ' শব্দটি একবচন। এ সম্পর্কে হাফেয ইবনে কাছীর (রহঃ) স্বীয় তাফসীরে বলেন, 'এখানে রূহ বলতে ফিরিশতাগণের সরদার জিবরাঈলকে বুঝানো হয়েছে।

শা'বান মাসের করণীয়ঃ রামাযানের আগের মাস হিসাবে শা'বান মাসের প্রধান করণীয় হ'ল, অধিকহারে ছিয়াম পালন করা। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে রামাযান ব্যতীত অন্য কোন মাসে শা'বানের ন্যায় এত অধিক ছিয়াম পালন করতে দেখিনি। শেষের দিকে তিনি মাত্র কয়েকটি দিন ছিয়াম ত্যাগ করতেন'।

মোটকথা শা'বান মাসে অধিক হারে নফল ছিয়াম পালন করা সুন্নাত। ছহীহ দলীল ব্যতীত কোন দিন বা রাতকে ছিয়াম ও ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করা সুন্নাতের বরখেলাফ। অবশ্য যারা 'আইয়ামে বীয' -এর তিন দিন নফল ছিয়ামে অভ্যস্ত, তারা ১৩, ১৪ ও ১৫ই শা'বানে উক্ত নিয়তেই ছিয়াম পালন করবেন, শবেবরাতের নিয়তে নয়। নিয়তের গোলমাল হ'লে কেবল কষ্ট করাই সার হবে। কেননা বিদ'আতী কোন আমল আল্লাহ পাক কবুল করেন না এবং সকল প্রকার বিদ'আতই ভ্রষ্টতা ও প্রত্যাখ্যাত। আল্লাহ আমাদের সবাইকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে নিজ নিজ আমল সমূহ পরিশুদ্ধ করে নেওয়ার তাওফীক দান করুন! আমীন!!

[বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের প্রকাশিত 'শবেবরাত' বইটি পাঠ করুন- সম্পাদক]

দিশারী

কতিপয় অপপ্রচারের জবাব

মুযাফফর বিন মুহসিন

(৩য় কিস্তি)

চারঃ ফিক্বহ কুরআন-সুন্নাহ্‌র নির্যাস মাত্র। এর মধ্যে কুরআন, হাদীছ, ইজমা, ক্বিয়াস সবকিছুই পাওয়া যায়। তাই ফিক্বহই পূর্ণাঙ্গ দ্বীন। ফিক্বহ অমান্যকারী শয়তানের ন্যায়। ইজমা-ক্বিয়াস অমান্যকারী জাহান্নামী। (সূত্রঃ আহলে সুন্নাত বনাম আহলে হাদীস, পৃঃ ৮-১১)।

জবাবঃ সুধী পাঠক! মূলতঃ কুরআন-সুন্নাহ হ'তে উৎসারিত স্বচ্ছ জ্ঞানকে 'ফিক্বহ' বলা হয়, যা সকল যুগেই সুযোগ্য হক্বপন্থী ওলামায়ে কেরামের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা কোন যুগের মধ্যে এটি সীমাবদ্ধ নয়। পক্ষান্তরে আলোচ্য 'ফিক্বহ' হ'ল কিছু সংখ্যক ব্যক্তির দ্বারা রচিত প্রচলিত মাযহাব ভিত্তিক 'ফিক্বহ'। যাকে তার অনুসারীগণ অন্ধের মত অনুসরণ করে থাকেন মাযহাব কর্তৃক নির্ধারিত সংবিধান হিসাবে। যেগুলির অধিকাংশ রচিত হয়েছে ইমামের নামে পরবর্তীদের দলীল বিহীন 'রায়' সমূহের দ্বারা এবং কথিত ফক্বীহদের মস্তিষ্কপ্রসূত উছূল বা আইনসূত্রের আলোকে। বিশ্ববিখ্যাত মনীষী ইবনু খালদূন (৭৩২-৮০২হিঃ) সম্ভবতঃ এ দিকেই লক্ষ্য করে বলেছেন, وَانْقَسَمَ الْفِقْهُ فِيْهِمْ إِلَى طَرِيْقَتَيْنِ طَرِيْقَةُ أَهْلِ الرَّأْيِ وَالْقِيَاسِ وَهُمْ أَهْلُ الْعِرَاقِ وَطَرِيْقَةُ أَهْلِ الْحَدِيْثِ وَهُمْ أَهْلُ الْحِجَازِ وَكَانَ الْحَدِيْثُ قَلِيْلاً فِيْ أَهْلِ الْعِرَاقِ... فَاسْتَكْثَرُوْا مِنَ الْقِيَاسِ وَمَهَرُوْا فِيْهِ فَلِذَلِكَ قِيْلَ أَهْلُ الرَّأْيِ- 'বিদ্বানগণের মধ্যে 'ফিক্বহ' দু'টি ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়। একটি হ'ল রায় ও ক্বিয়াসপন্থী ধারা, তারা হ'লেন ইরাকের অধিবাসী। দ্বিতীয়টি হ'ল, হাদীছপন্থী বা আহলুল হাদীছগণের ধারা, তারা হ'লেন হেজায (মক্কা-মদীনা)-এর অধিবাসী। ইরাকীদের মধ্যে হাদীছ খুবই কম ছিল... ফলে তারা ক্বিয়াস বেশী করেন ও তাতে দক্ষতা অর্জন করেন। আর এজন্যই তারা 'আহলুর রায়' বা রায়পন্থী নামে অভিহিত হয়েছেন'।[২৫] অনুরূপ বক্তব্য পেশ করেছেন ইবনু হাযম ও শহরস্তানীও।[২৬] অর্থাৎ একটি হাদীছভিত্তিক ফিক্বহ আর একটি রায়ভিত্তিক ফিক্বহ'। যেমন- হাদীছের বিশাল

---

২৫. *ঐ, তারীখু ইবনে খালদূন (বৈরুতঃ মুওয়াসসাসাতুল আ'লামী, তাবি), ১ম খণ্ড (মুক্বাদ্দামা), পৃঃ ৪৪৬।*

২৬. *শহরাস্তানী, আল-মিলাল (বৈরুতঃ দারুল মা'রিফাহ, তাবি), ১/২০৬-৭ পৃঃ; ইবনু হাযম, আল-ফিছাল ফিল মিলাল (বৈরুতঃ মাকতাবা খাইয়াত্ব, ১৩২১ হিঃ), ২/৮৫ পৃঃ-* المجتهدون من أئمة الأمة محصورون فى صنفين لايعدوان إلى ثالث أصحاب الحديث وأصحاب الرأى...

গ্রন্থসমূহ তৃতীয় শতাব্দীতে সংকলিত হওয়ার প্রায় সোয়াশো বছর পর এবং ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মৃত্যুর দীর্ঘ প্রায় পৌনে তিনশ' বছর পর পঞ্চম শতাব্দী হিজরীতে আবুল হুসাইন বাগদাদী (৩৬২-৪২৮) কর্তৃক হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফিক্বহ গ্রন্থ 'আল-কুদূরী' রচিত হয়। অতঃপর বুরহানুদ্দীন মারগীনানী (৫১১-৫৯৩) কর্তৃক রচিত হয় তাদের প্রধান গ্রন্থ 'আল-হেদায়া' ষষ্ঠ শতাব্দী হিজরীতে। অনুরূপভাবে তাদের অন্যতম ফিক্বহ গ্রন্থ 'শরহে বেক্বায়াহ' ৭৪৭ হিজরীর কিছু পূর্বে রচিত হয়েছে। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে ইমামের মৃত্যুর অন্যূন পৌনে তিনশ', সাড়ে চারশ' ও ছয়'শ বছর পর উক্ত গ্রন্থগুলি রচিত। উক্ত গ্রন্থসমূহের রচনাকারীদের সাথে ইমামের সাক্ষাতের যেমন কোন প্রশ্নই উঠে না, তেমনি তাঁর কথা বা ফৎওয়া সংকলনের ধারাবাহিক কোন সনদও নেই। এরপরও তিনি স্বীয় জীবদ্দশায় কোন গ্রন্থ রচনা করে যাননি; বরং অন্যকে তাঁর কথা লিখতে দেখে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। যেমন তাঁর প্রধান শিষ্য আবু ইউসুফ (রহঃ)-কে ধমক দিয়ে বলেন,

وَيْكَ يَا يَعْقُوْبُ! لاَتَكْتُبْ كُلَّ مَا تَسْمَعُهُ مِنِّىْ فَإِنِّىْ قَدْ أَرَى الرَّأْىَ الْيَوْمَ فَأَتْرُكُهُ غَدًا وَأَرَى الرَّأْىَ غَدًا وَأَتْرُكُهُ بَعْدَ غَدٍ-

'সাবধান হে ইয়াকূব (আবু ইউসুফ)! তুমি আমার নিকট থেকে যা শোন তা-ই লিখে নিয়ো না। কেননা আমি আজকে যে রায় দেই, কালকে তা পরিত্যাগ করি; কাল যে রায় দেই, পরদিন তা প্রত্যাহার করি'।[২৭]

বলা আবশ্যক যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কথা, কর্ম ও সম্মতি হিসাবে তাঁর দিকেই সম্বন্ধ করে সনদসহ বর্ণিত হাদীছে সামান্য ত্রুটি থাকার কারণে তা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে যঈফ, মুনকার, মু'যাল, জাল ইত্যাদি পরিভাষায়। অথচ তা ছিল ছাহাবী, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈ ও তাঁদের নিকটতম রাবীগণের মধ্যে সামান্য সময়ের ব্যবধান মাত্র। আর পৌনে তিনশ' বছর পর ৪র্থ শতাব্দী হিজরীর নিন্দিত যুগে বিগত একজন মুজতাহিদ ইমামের কথা সংকলন বা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, অথচ তার কোন সনদ নেই। তাই আল্লামা মারজানী হানাফী বলেন, وَقَوْلُ الْفُقَهَاءِ يَحْتَمِلُ الْخَطَاءَ فِىْ أَصْلِهِ وَغَالِبُهُ خَالٍ عَنِ الْإِسْنَادِ وَرَفْعُهُ بِطَرِيْقٍ مَقْبُوْلٍ مُعْتَمَدٌ عَلَيْهِ... فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ مَوْضُوْعًا- 'ফক্বীহদের বক্তব্যে ভুল হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থেকে গেছে। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হ'ল, সেগুলি সনদ বিহীন এবং যার উপর ভিত্তি করে রচিত তা গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি বিহীন। নিঃসন্দেহে তা জাল হওয়ারই প্রমাণ বহন করে'।[২৮]

এজন্য এর অধিকাংশ মাসআলাই কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিরোধী। মূলতঃ এগুলি পরবর্তীদের রচিত, যা ইমামের নামে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে মাত্র। যে সমস্ত মাসআলার সঠিক কোন ভিত্তি নেই, ইমাম পর্যন্ত সনদের কোন প্রমাণ নেই, সেগুলির উপর স্রেফ 'তাক্বলীদ ওয়াজিব' এই ভ্রান্ত নীতির কারণেই সকলে আজও আমল করে যাচ্ছে।

আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌভী (রহঃ) উক্ত ফিক্বহ গ্রন্থসমূহ সম্পর্কে বলেন,

فَكَمْ مِنْ كِتَابٍ مُعْتَمَدٍ اِعْتَمَدَ عَلَيْهِ أَجِلَّةُ الْفُقَهَاءِ مَمْلُوٍ مِنَ الْأَحَادِيْثِ الْمَوْضُوْعَةِ وَلاَ سِيَّمَا الْفَتَاوَى فَقَدْ وَضَحَ لَنَا بِتَوْسِيْعِ النَّظْرِ أَنَّ أَصْحَابَهُمْ وَإِنْ كَانُوْا مِنَ الْكَامِلِيْنَ لَكِنَّهُمْ فِىْ نَقْلِ الْأَخْبَارِ مِنَ الْمُتَسَاهِلِيْنَ-

'অনেক বিশ্বস্ত কিতাব, যার উপর বড় বড় ফক্বীহগণ নির্ভরশীল, যেগুলি জাল হাদীছ সমূহ দ্বারা পরিপূর্ণ, বিশেষ করে ফাতাওয়ার কিতাব সমূহ। গভীরভাবে দৃষ্টি দিলে আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ঐ সকল গ্রন্থ প্রণয়নকারীগণ যদিও পূর্ণ ইলমের অধিকারী, তথাপি হাদীছ সমূহ সংকলনের ক্ষেত্রে তারা ছিলেন অলসতা প্রদর্শনকারী'।[২৯]

অন্যত্র তিনি আরো পরিষ্কারভাবে সকলকে সাবধান করে বলেন,

مِنْ هٰهُنَا نَصُّوْا عَلَى أَنَّهُ لاَعِبْرَةَ لِلْأَحَادِيْثِ الْمَنْقُوْلَةِ فِى الْكُتُبِ الْمَبْسُوْطَةِ مَالَمْ يَظْهَرْ سَنَدُهَا أَوْيُعْلَمُ اِعْتِمَادُ أَرْبَابِ الْحَدِيْثِ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَ مُصَنِّفُهَا فَقِيْهًا جَلِيْلاً... أَلاَ تَرَى إِلَى صَاحِبِ الْهِدَايَةِ مِنْ أَجِلَّةِ الْحَنَفِيَّةِ وَالرَّافِعِى شَارِحِ الْوَجِيْزِ مِنْ أَجِلَّةِ الشَّافِعِيَّةِ مَعَ كَوْنِهِمَا مِمَّنْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِالْأَنَامِلِ وَيَعْتَمِدُ عَلَيْهِ الْأَمَاجِدُ وَالْأَمَاثِلُ قَدْ ذَكَرَا فِىْ تَصَانِيْفِهِمَا مَالَمْ يُوْجَدْ لَهُ أَثَرٌ عِنْدَ خَبِيْرٍ بِالْحَدِيْثِ-

---

২৭. *আবুবকর আল-খত্বীব বাগদাদী, তারীখু বাগদাদ (মিছরঃ সা'আদাহ প্রেস, ১৩৪৯/১৯৩১ খৃঃ), ১৩/৪০২ পৃঃ।*

২৮. *নাযেরাতুল হক্ব-এর বরাতে আল-ইরশাদ, পৃঃ ১৪৬; দ্রঃ আল্লামা ইউসুফ জয়পুরী, হাক্বীক্বাতুল ফিক্বহ, সংশোধনেঃ দাউদ রায (বোম্বাইঃ ইদারা দা'ওয়াতুল ইসলাম, তাবি), পৃঃ ১৪৬।*

২৯. *ঐ, জামে' ছাগীর-এর ভূমিকা নাফে' কাবীর (লাক্ষ্ণৌঃ মুছতাফায়ী প্রেস, ১২৯১ হিঃ), পৃঃ ১৩।*

'এজন্যই ওলামায়ে কেরাম দ্ব্যর্থহীনভাবে বলে দিয়েছেন যে, ফিক্বহের বিশাল বিশাল কিতাবে যে সমস্ত হাদীছ সন্নিবেশিত হয়েছে সে সমস্ত হাদীছ সবই সার শূন্য (অকেজো), যতক্ষণ পর্যন্ত সেগুলির সনদ যাচাই না হবে অথবা মুহাদ্দিছগণের নিকট সেগুলি গৃহীত হয়েছে বলে জানা না যাবে। যদি'চ প্রণয়নকারীগণ মর্যাদাশীল ফক্বীহ।... (হে পাঠক!) তুমি কি হেদায়া রচনাকারীকে দেখ না যিনি শীর্ষস্থানীয় হানাফীদের অন্যতম? এবং 'আল-ওয়াজীয'-এর ভাষ্যকার রাফেঈকে, যিনি শাফেঈদের শীর্ষস্থানীয়? এই দু'জন ঐ সকল প্রধান ব্যক্তিত্বের অন্তর্ভুক্ত, যাদের দিকে অঙ্গুলির ইশারা করা হয় এবং যাদের উপরে শ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম ব্যক্তিগণও নির্ভর করে থাকেন। অথচ উক্ত কিতাবদ্বয়ে তারা এমন বর্ণনা সমূহ উপস্থাপন করেছেন যেগুলির কোন চিহ্ন পর্যন্ত মুহাদ্দিছেগণের নিকট পাওয়া যায় না'।[৩০]

শাহ অলিউল্লাহ (রহঃ) বলেন, আবু ত্বালিব আল-মাক্কী তার 'কূতুল কুলূব' গ্রন্থে বলেন, إِنَّ الْكُتُبَ وَالْمَجْمُوْعَاتُ مُحْدَثَةٌ 'নিশ্চয়ই (ফিক্বহের) কিতাব এবং ফাতাওয়ার কিতাব সমূহ সবই নতুন সৃষ্টি'।[৩১]

অনেক গবেষক বিদ্বান উক্ত ফিক্বহ গ্রন্থ সমূহের মিথ্যা, বানাওয়াট ও কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী মাসআলা সমূহের বিবরণ পেশ করেছেন। যেমন- মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী (১৮৯০-১৯৪১ খৃঃ) হানাফী মাযহাবের ৬০০ মাসআলা একত্রিত করেছেন, যা কুরআন-হাদীছের সরাসরি বিরোধী।[৩২] তিনি অন্যত্র ১৫০ টি এমন হাদীছ উল্লেখ করেছেন, যার সাথেই তার বিরোধী হানাফী মাসায়েল উল্লেখ করেছেন।[৩৩] তিনি তার 'হেদায়াতে মুহাম্মাদী' গ্রন্থে 'হেদায়া' কিতাবে বর্ণিত এমন ১০০ টি মাসআলা বর্ণনা করেছেন যা হাদীছের সম্পূর্ণ বিরোধী।[৩৪] হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) ও এমন ৮২টি ছহীহ হাদীছ সংকলন করেছেন, যে হাদীছগুলি নিজেদের রচিত রায় ও ক্বিয়াসের বিরোধী হওয়ায় 'আহলুর রায়' বিদ্বানগণ পরিত্যাগ করেছেন।[৩৫] এছাড়া আরো অসংখ্য বিদ্বান এরূপভাবে শাস্ত্রীয় ফিক্বহ সমূহে বর্ণিত অসংখ্য মাসআলাকে কুরআন-সুন্নাহ্র বিরোধী বলে প্রমাণ করেছেন।[৩৬]

আল্লামা ইবনু দাক্বীকুল ঈদ (রহঃ) চার মাযহাবের যেসমস্ত মাসআলা ছহীহ হাদীছের বিরোধী, সে সমস্ত মাসআলা একটি বিশাল গ্রন্থে সংকলন করেছেন এবং শুরুতেই এর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত মন্তব্য উল্লেখ করে বলেন, أَنَّ نِسْبَةَ هَذِهِ الْمَسَائِلِ إِلَى الْأَئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِيْنَ حَرَامٌ وَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْفُقَهَاءِ الْمُقَلِّدِيْنَ لَهُمْ مَعْرِفَتُهَا لِئَلاَّ يَعْزُوْهَا إِلَيْهِمْ فَيُكَذِّبُوْا عَلَيْهِمْ- 'এ সমস্ত মাসআলা মুজতাহিদ ইমামগণের দিকে সম্বন্ধ করা হারাম। তাই আবশ্যিকভাবে মুক্বাল্লিদ ফক্বীহগণের উপর ওয়াজিব হ'ল, সেগুলির ভিত্তি অনুসন্ধান করা। যাতে তারা এগুলিকে ইমামদের দিকে সম্বন্ধ না করেন। নচেৎ ফক্বীহগণ ইমামদের উপর মিথ্যারোপ করবেন'।[৩৭] অতএব 'ফিক্বহই পূর্ণাঙ্গ দ্বীন, ফিক্বহ অমান্যকারী শয়তানের ন্যায়' ইত্যাদি কথাগুলি যে ডাহা মিথ্যা ও চরম ধৃষ্টতাপূর্ণ তাতে সন্দেহ আছে কি? এই সত্যতা হানাফী মযহাবেরই শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের দ্বারা প্রমাণিত হ'ল।

ইজমা ও ক্বিয়াসঃ অতঃপর মুফতী ছাহেব বলেছেন, 'ইজমা-ক্বিয়াস অমান্যকারী জাহান্নামী'। অথচ ইজমা ও ক্বিয়াস নামের স্বরচিত দু'টি ভ্রান্ত নীতির মাধ্যমে হাদীছকে এড়িয়ে যাওয়ার অপকৌশল অবলম্বন করা হয়েছে মাত্র। কেননা নিজেদের হাদীছ বিরোধী কোন আমলকে প্রমাণসিদ্ধ করার জন্য তারা প্রায়ই বলে থাকেন, এই আমলের প্রতি পরে ইজমা হয়েছে, জমহূর বিদ্বানগণের এই মত, উক্ত হাদীছ মানসূখ হয়ে গেছে ইত্যাদি। অথচ বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, কোন মাযহাবী বিদ্বান নিজেই উক্ত ইজমা ঘোষণা করেছেন দ্বিতীয় অন্য কোন বিদ্বানের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ পর্যন্ত হয়নি। যেমন নবাব ছিদ্দীক্ব হাসান খান ভূপালী (১২৪৮-১৩০৭ হিঃ) বলেন,

---

৩০. আবদুল হাই লাক্ষ্ণোভী, আজওয়াবে ফাযেলাহ-এর বরাতে আল-ইরশাদ, পৃঃ ১৬৫; হাক্বীক্বাতুল ফিক্বহ, পৃঃ ১৫১-৫২।

৩১. হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ, পৃঃ ১৫৭ -দ্রঃ হাক্বীক্বাতুল ফিক্বহ, পৃঃ ১৫২।

৩২. ঐ, সায়ফে মুহাম্মাদী (উর্দূ) (দিল্লীঃ আযাদে বারকী প্রেস, ১৩৪৮/১৯৩২ খৃঃ), মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩৯।

৩৩. ঐ, শাম'এ মুহাম্মাদী (দিল্লীঃ হায়দার বারকী প্রেস, ১৩৫৩/১৯৩৭), মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১৬।

৩৪. ঐ, (দিল্লীঃ বাড়াহ সদর, ৫ম সংস্করণঃ তাবি), পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬।

৩৫. ই'লামুল মুওয়াক্কে'ঈন, ১/২৪৬-৪৮।

৩৬. এ জন্য বাংলা ভাষায় রচিত তাদের মাসআলা সংক্রান্ত বই-পত্রগুলিও অসংখ্য জাল-যঈফ ও বানাওয়াট বক্তব্যে ভরপুর। বিশেষ করে ছালাতের মাসায়েল সংক্রান্ত বই সমূহে। সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে পড়লেই জ্ঞানী ব্যক্তির সামনে স্পষ্ট হয়। এরূপ অসংখ্য প্রমাণের একটি হ'ল, গত জুন ২০০২ মদীনা পাবলিকেশন্স, ঢাকা হ'তে প্রকাশিত, সাতক্ষীরা শ্যামনগর মহাসিন ডিগ্রী কলেজের ইসলামী শিক্ষা বিভাগের শিক্ষক মাওলানা আবূ বকর সিদ্দীক কর্তৃক সম্পাদিত, 'হানাফীদের কয়েকটি জরুরী মাসায়েল' নামক পুস্তকে রাফউল ইয়াদায়েন না করা, ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা না পড়া, নাভির নীচে হাত বাঁধা, চুপে চুপে আমীন বলা, তারাবীহ্র ছালাত বিশ রাক'আত, ছয় তাকবীরে ঈদের ছালাত, জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা না পড়া ইত্যাদি বিষয়ে যত দলীল পেশ করা হয়েছে তার সবগুলিই অনুরূপ জাল-যঈফ, বানাওয়াট ও ভিত্তিহীন অথবা কোন বুযর্গ, পীর বা অন্য কারো বক্তব্য ও কেচ্ছা-কাহিনীতে পরিপূর্ণ। দু'একটি অস্পষ্ট ছহীহ হাদীছ পেশ করলেও ব্যাখ্যায় তার প্রাণনাশ করা হয়েছে। বড় দুঃখজনক হ'ল, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছহীহ হাদীছ সমূহের সম্পূর্ণ বিরোধী কদর্যপূর্ণ উদ্ভট বক্তব্যগুলি সাজাতে তার হৃদয় এতটুকুও প্রকম্পিত হয়নি। এতদ্ব্যতীত ২২ হাযার হাদীছের হাফেয বলে খ্যাত সৈয়দ নজরুল ইসলাম বাইশ হাজারী ফরিদপুরী রচিত 'সহীহ হাদীসের আলোকে হানাফীদের নামাজ', পিরোজপুর ছারছিনা মাদরাসার প্রধান মুহাদ্দিছ শাইখুল হাদিস মুস্তফা হামিদি, ডঃ সৈয়দ এরশাদ আহমদ আল-বুখারী (দিনাজপুর) প্রমুখ কর্তৃক 'তারাবীর নামায ২০ রাক'আত' মর্মে 'দশ লক্ষ' টাকার চ্যালেঞ্জ-এর লিফলেট। সেখানেও যত বর্ণনা পেশ করা হয়েছে সবই বানাওয়াট ও ভিত্তিহীন। তার মধ্যে এক অণু পরিমাণও ছহীহ বর্ণনা নেই। (দেখুনঃ মাসিক আত-তাহরীক, অক্টোবর ও নভেম্বর'০৩ সংখ্যা 'তারাবীহ' সংক্রান্ত প্রবন্ধ)। অতএব এসমস্ত বই, পত্রিকা, লিফলেট, নোংরা চ্যালেঞ্জ ইত্যাদি থেকে সাবধান।

৩৭. ছালেহ বিন মুহাম্মাদ আল-ফুল্লানী, ঈকাযু হিমাম উলিল আবছার (বৈরুতঃ দারুল মা'রেফাহ ১৩৯৮/১৯৭৮) পৃঃ ৯৯।

وَقَدْ حَصَلَ التَّسَاهُلُ الْبَالِغُ فِىْ نَقْلِ الْإِجْمَاعَاتِ وَصَارَمَنْ لاَيَجِبُ لَهُ مِنْ مَذَاهِبِ أَهْلِ الْعِلْمِ يَظُنُّ أَنْ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ أَهْلُ مَذْهَبِهِ أَوْ أَهْلُ قُطْرِهِ هُوَ إِجْمَاعٌ وَهَذِهِ مُفْسِدَةٌ عَظِيْمَةٌ–

'ইজমা সমূহ বর্ণনার ব্যাপারে চূড়ান্ত অবহেলা পরিলক্ষিত হয়েছে এবং অবস্থা এমন হয়েছে যা হওয়া কারো জন্যই উচিৎ ছিল না। যেমন মাযহাবপন্থী আলেমগণের ধারণা হ'ল, যে বিষয়ে মাযহাবের অনুসারীগণ অথবা কোন একটি অঞ্চলের অধিবাসীরা ঐক্যমত পোষণ করেছে, সেটাই ইজমা। অথচ এটা একটি মারাত্মক বিভ্রান্তি'।[৩৮]

মূলতঃ 'ছাহাবীগণের যুগে কোন বিষয়ে তাঁরা যে ইজমা বা ঐক্যমত পোষণ করেছেন এবং এর বিরুদ্ধে কেউ কোন বিরোধী মত ব্যক্ত করেননি এমন ইজমাই মুসলিম উম্মাহ্র জন্য পালনীয়। যাকে 'ইজমায়ে ছাহাবা' বলা হয়। তাই ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, مَنِ ادَّعَى الإِجْمَاعَ فَهُوَ كَاذِبٌ... 'যে ব্যক্তি (ছাহাবীগণের পরে) ইজমা-র দাবী করে, সে মিথ্যাবাদী...।[৩৯]

'তাক্বলীদ' শব্দের ন্যায় 'ক্বিয়াস' শব্দটিরও কুরআন-হাদীছে কোন অস্তিত্ব নেই। এর বিপরীতে হাদীছে 'ইজতিহাদ' শব্দ এসেছে।[৪০] কোন বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমায়ে ছাহাবার মধ্যে স্পষ্ট সমাধান না পেলে উক্ত মূলনীতিগুলির আলোকে সমাধান দানের সার্বিক প্রচেষ্টাকে 'ইজতিহাদ' বলে। পক্ষান্তরে ক্বিয়াস হ'ল অনুমান মাত্র। অন্য একটি বিষয়ের সাদৃশ্যের আলোকে অনুমান ভিত্তিক সিদ্ধান্ত। এক্ষেত্রে তারা যেহেতু নিজেদের রায় ও ইমামদের নামে রচিত দলীল বিহীন কথার মাধ্যমে সমাধান পেশ করেছেন, তাই তারা 'ইজতিহাদ' না বলে 'ক্বিয়াস' বলেছেন। আরো দুঃখজনক হ'ল, নিজেদের রচিত ক্বিয়াসী মাসআলা সমূহ ইমামগণের দিকে সম্বন্ধ করেছেন। যেমন হানাফী মাযহাবের ক্বিয়াস সমূহ ইমাম আবু হানীফার উপর চাপানো হয়েছে। মোল্লা মঈন সিন্ধী হানাফী এর বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ করে বলেন,

وَلَيْسَ كُلُّ مَايُنْسَبُ إِلَيْهِمْ مِنَ الْقِيَاسَاتِ الْبَعِيْدَةِ الَّتِىْ تَشْبَهُ التَّشْرِيْعَ الْجَدِيْدَ وَيُنْقَلُ فِىْ كُتُبِ مَذْهَبِهِمْ فَهُوَ ثَابِتُ النِّسْبَةِ إِلَيْهِمْ بَلْ أَكْثَرُ ذَلِكَ أَوْ كُلُّهُ مِمَّا ارْتَكَبَهُ مَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ الرَّأْىُ مِنْ أَتْبَاعِهِمْ–

'ইমামদের দিকে সম্বন্ধিত দূরবর্তী ক্বিয়াস সমূহ, যা নতুন শরী'আত রচনার শামিল এবং যা তাদের মাযহাবের কিতাব সমূহে সংকলিত হয়েছে, তার প্রত্যেকটিই ইমামের নয়; বরং তার অধিকাংশ বা সবগুলিই তাদের অনুসারীদের মধ্যকার কোন ব্যক্তির রচিত, যার উপরে 'রায়' বিজয়ী হয়েছে'।[৪১] ফিক্বহের এই কদর্যপূর্ণ করুণ পরিণতির জন্যই এর প্রভাব বিস্তারের সূচনা কালেই স্বয়ং আবু হানীফারই প্রধান দুই শিষ্য এসমস্ত রায়ভিত্তিক ফাতাওয়ার বিরুদ্ধাচরণ করে জগদ্বাসীকে রায়ের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নেওয়ার জন্য এক মহান দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। যেমন- ইমাম গাযালী (৪৫০-৫০৫ হিঃ) স্বীয় 'কিতাবুল মানখূল' গ্রন্থে বলেন, أَنَّهُمَا خَالَفَا أَبَاحَنِيْفَةَ فِىْ ثُلُثَىْ مَذْهَبِهِ 'ইমাম আবু ইউসুফ এবং মুহাম্মাদ তাঁদের উস্তায ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মাযহাবের দুই-তৃতীয়াংশ ফাতাওয়ার বিরোধিতা করেছেন'।[৪২] তবুও কি রায়পন্থী বিশ্ববাসী লক্ষ্য করবে?

বুঝা গেল যে, তাক্বলীদী ধাঁধা ও কথিত ইজমা-ক্বিয়াসের দ্বারা রচিত বিভিন্ন মাযহাবের ফিক্বহ গ্রন্থ সমূহ আল্লাহ প্রেরিত তো নয়-ই, ইমামগণেরও নয়; বরং সেগুলি পরবর্তী লোকদের রচিত। দুর্ভাগ্য হ'ল, তারা যদি মহামতি ইমামের শুধুমাত্র নিম্নের বক্তব্যটি গ্রহণ করতেন, তাহ'লে মাযহাবের নামে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচিত হ'ত না এবং মুসলিম উম্মাহ্র চিরস্থায়ী বিভক্তিও হ'ত না। যেমন ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন, لاَيَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِنَا مَالَمْ يَعْلَمْ مِنْ أَيْنَ أَخَذْنَاهُ– 'কোন ব্যক্তির জন্য আমাদের কোন কথা গ্রহণ করা হালাল নয়, যে ব্যক্তি জানে না ঐ কথাটি আমরা কোথা থেকে গ্রহণ করেছি'।[৪৩] উক্ত বক্তব্যের টীকায় শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন,

فَإِذَا كَانَ هَذَا قَوْلُهُمْ فِيْمَنْ لَمْ يَعْلَمْ دَلِيْلَهُمْ فَلَيْتَ شِعْرِىْ! مَاذَا يَقُوْلُوْنَ فِيْمَنْ عَلِمَ الدَّلِيْلَ خِلاَفَ قَوْلِهِمْ ثُمَّ أَفْتَى بِخِلاَفِ الدَّلِيْلِ؟ فَتَأَمَّلْ فِى هَذِهِ الْكَلِمَةِ فَإِنَّهَا وَحْدَهَا كَافِيَةٌ فِىْ تَحْطِيْمِ التَّقْلِيْدِ الْأَعْمَى–

'অতএব যে ব্যক্তি ইমামদের কথার দলীলগত ভিত্তি সম্পর্কে জানে না তার ব্যাপারে ইমামদের বক্তব্য যদি এরূপ হয়, তবে আমার বুঝে আসে না, ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে তারা কি বলবেন যে ব্যক্তি পুরোপুরি অবগত যে, দলীল ইমামদের কথার বিরোধী, অতঃপর ঐ দলীল বিরোধী বক্তব্য দ্বারাই তিনি ফৎওয়া দেন? অতএব তুমি কথাটি গভীরভাবে অনুধাবন কর! নিশ্চয়ই এই ছোট্ট বাক্যটিই অন্ধ তাক্বলীদের ভিত গুঁড়িয়ে দিতে সক্ষম'।[৪৪]

সুধী পাঠক! 'ফিক্বহ, ইজমা-ক্বিয়াস অমান্যকারী শয়তান ও জাহান্নামী' কথাটি এবার ঘুরিয়ে বললে এগুলির মান্যকারীরাই কি উক্ত উপাধির প্রকৃত হক্বদার প্রমাণিত হয় না? ৪র্থ শতাব্দী হিজরীর পূর্বে যখন মাযহাবী ফিক্বহ, ইজমা ক্বিয়াস ও বানোয়াট উছূলের অস্তিত্ব ছিল না তখনকার মুসলমানগণ কি শয়তান ও জাহান্নামী ছিলেন? (নাউযুবিল্লাহ)।

[চলবে]

৩৮. ঐ, আস-সিরাজুল ওয়াহহাজ মিন কাশফে মাতালিবি ছহীহ মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ, ১/৩ পৃঃ; দ্রঃ আলবানী, ছালাতুত তারাবীহ (বৈরূতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৫/১৯৮৫), পৃঃ ৭২-৭৩।

৩৯. ই'লামুল মুওয়াক্কে'ঈন ২/১৭৫ পৃঃ, 'দলীল গ্রহণে পরবর্তীদের পদ্ধতি' অনুচ্ছেদ।

৪০. বুখারী, নাসাঈ, মিশকাত হা/৩৭৩২।

৪১. দিরাসাতুল লাবীব, পৃঃ ১৫৬।

৪২. শারহু বেক্বায়াহ-এর ভূমিকা (দিল্লী ছাপা, ১৩২৭), পৃঃ ২৮।

৪৩. ইবনু আবেদীন, হাশিয়াঃ আল-বাহরুর রায়েক্ব ৬/২৯৩ পৃঃ; রাসমুল মুফতী, পৃঃ ২৯ ও ৩২; ইবনু মঈন, আত-তারীখ ৬/৭৭ পৃঃ;, ইমাম যুফার থেকে ছহীহ সনদে- দ্রঃ আলবানী, ছিফাতু ছালাতিন নবী (রিয়াযঃ মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১৪১১/১৯৯১), পৃঃ ৪৬।

৪৪. ঐ, ছিফাতু ছালাতিন নবী, পৃঃ ৪৭।

কবিতা

আহ্বান

-হাসানুয্যামান বিন সুলায়মান
রাজপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

মুসলিম তুমি শ্রেষ্ঠ জাতী রবের সেরা দান
চলবে তাঁর বিধান মত দিয়েছেন যে ফরমান।
তাঁর বিধানে চলবে সবই বিশ্ব জোড়া ভবে
কেউ ইহা লঙ্ঘিলে তারে উচিত শিক্ষা দিবে।
কাফির-বেদ্বীন চায় যে সদা উল্টাতে বিধান
তাদের বিধান কায়েম করতে দিচ্ছে তারা জান।
কাজ হ'ল ভবে তাদের ফিৎনা আর ফাসাদ
সর্বসমে মুমিন জনের বলবে সন্ত্রাসবাদ।
চায় যে তারা মোদের হাত অস্ত্র শূন্য থাক
কভু তারা রাখবেনা আপন হাতে ফাঁক।
তুমি কি তাই ভুলে যাবে দায়িত্ব তোমার?
ত্বাগূতী শক্তি নির্মূল করতে সেনা তুমি আল্লাহ্র।
তুমি তো সে জাতী তোমার ভয়ে কাঁপে ওরা থরথর
দ্বীনের দাওয়াতের প্রতি ক্ষণে ক্ষণে ওরা শত্রু তোমার।
বেদ্বীন-কাফিরের হৃদয় কাননের দ্বীন বিধ্বংসী সাধ
তছনছ করা তোমারই কাম্য করতে দ্বীন আবাদ।
কঠোর হস্তে দমন করবে ধ্বণি দিয়ে তাকবীর
ঈমানের বলে বলিয়ান হয়ে হাতে নিয়ে সমশের।
অথচ আজ! অবাক হ'তে হয় তোমার পরিচয়ে
কেমন তুমি দ্বীনের সেবক থাক যে সদা ভয়ে?
তুমি তো তাদের উত্তরসূরী যারা ছিল নির্ভীক
দূর করেছিল এ যমীন থেকে বাতিলের যত দিক।
অনেকে তাদের জেনেছিল ভবে ওরা হবে জান্নাতী
এনেছিল ওরাই আপন দখলে রবের বসুমতী।
দ্বীনের দাওয়াতে বাতিল দমনে তুমি হবে নির্ভীক
সৃজিবে তাদের হৃদয় কাননে তোলপাড় দ্বিগ্বীদিক।
কিন্তু তুমি ত্বাগূতের সাথে এমন করছ ভাব
ওদের সুরে সুর মিলিয়ে ওদের কথা কর জপ।
তোমার দাওয়াতে শত্রুতো নয় ওরা হ'ল বন্ধু
দ্বীন বিধ্বংসী কামান তুমি সন্দেহ নেই বিন্দু।
সময় থাকতে সুপথে এসো ভ্রান্ত পথ ছাড়
রবের বিধান মান্য করতে নবীর ত্বরীকা ধর।

***

তওবা

-মুহাম্মাদ শামিম সরকার

বলব না আর নোংরা কথা
গাইব না আর অশ্লীল গান,
করব না আর গীবত কারও
পড়ব সদা আল-কুরআন।
দেখব না আর নাটক, ছবি
মাথা নিচু করে চলব পথ,
শুনব না আর মাতাল-সুর
মানব সদা রাসূলের-মত।
রাখব না কারও গোপন খবর
করব না প্রবেশ পরের ঘরে,
খাবনা অন্যের হক মেরে আর
যদিও থাকি সদা অনাহারে।
অভাব যদি আসে ধেয়ে
আল্লাহ্র কাছে পাতব হাত,
দুঃখ যে সুখের বার্তাবাহী
দিন আসে শেষ হ'লেই রাত।

***

বন্যার্তদের পাশে দাঁড়াও

আবু রায়হান বিন শায়খ আব্দুর রহমান
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

বানের পানিতে ডুবিছে আজ
কত শত আলয়।
গৃহহীন ঐ নিরাশ্রয়দের
কে দেবে আশ্রয়?
মাঠ ভরা ফসল আর
গোলা ভরা ধান।
সবকিছুই ছিল ওদের
ভরা ছিল মাচান॥
সর্বনাশা বান এসে
সবি নিল কেড়ে।
আশ্রয় নিছে রাস্তার পরে
ঘর-দরজা ছেড়ে।
সবি ছেড়ে আজকে ওরা
বড়ই অসহায়।
বুক বেঁধে বসে আছে
ত্রাণের আশায়॥
তাদের ব্যথা ভাবার জন্য
নেই কি কোনই শুভাকাংখী?
নেই কি ওদের পাশে দাঁড়ানোর
কোনই হিতাকাঙ্খী?
নেই কি ওদের কোনই স্বজন?
ওদের দুঃখে কি আজ
কাঁদেনা কারো মন॥
ওরা সবাই বসে আছে ত্রাণ পাওয়ার আশে
এ দুর্দিনে আজ কে দাঁড়াবে ওদের পাশে।
যার যা আছে তাই নিয়ে যাই দুর্গতের কাছে
সবাই মিলে দাঁড়াই আজি বর্ন্যার্তদের পাশে॥

***

মহিলাদের পাতা

সন্তান প্রতিপালনঃ শরী'আতের দৃষ্টিভঙ্গি

*শরীফা বিনতে আব্দুল মতীন**

(শেষ কিস্তি)

তা'বীয ব্যবহার থেকে সন্তানকে বিরত রাখাঃ

তা'বীয প্রসঙ্গ আসতেই একটি ছোট্ট গল্প মনে পড়ে যায়। চার তরুণ বন্ধু। এরা যেন 'আমড়া কাঠের ঢেঁকি'। বারংবার পরীক্ষা দিয়ে ব্যর্থতায় তলিয়ে যাচ্ছে। কিভাবে পাস করবে এ নিয়ে পরামর্শ করছিল। অপরদিকে পেট পূজারী মানব শয়তান সব কান পেতে শুনেছে। মনে মনে ভাবছে, এবার একটা পথ হ'ল। ফন্দি এঁটে সে দরবেশ সাজে। পরিকল্পনা মাফিক প্রতিদিনই পার্শ্ববর্তী গোরস্থানের উপর বসে যিকির-আযকার ও কান্নাকাটি অব্যাহত রাখে। ২/৩ দিন যেতে না যেতেই তরুণরা ধোঁকায় পড়ে যায়। চার তরুণ নকল দরবেশের কাছে সব বর্ণনা করে বিনয়ের সাথে আর্তি জানায় এবং তার সহযোগিতা কামনা করে। দরবেশ বাবা (?) স্বাভাবিকতার অন্তরালে প্রফুল্ল মূর্তি চাপা দিয়ে বলল, তরুণরা জাতির মেরুদণ্ড। তরুণদের সহযোগিতার জন্য আজ আমি সংসার বিরাগী। যাযাবরের মত ঘুরে ঘুরে এ কাজই করি। তোমাদের মধ্যে সফলতার ঢেউ বইয়ে দিতে ৪টি তা'বীয দিব। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এক হাযার করে টাকা দিবে। তা'বীযের মান রক্ষা করতে পারলে সাফল্য আসবে কোন সন্দেহ নেই। তবে উপদেশ হ'ল- রেজাল্টের পর তা'বীয খুলে দেখবে। ব্যক্তিত্বকে অক্ষুণ্ন রেখে দৃঢ় কণ্ঠে কথাগুলি বলল দরবেশ বাবা। হুড়মুড় করে ৪ জন চার হাযার টাকা দিয়ে তা'বীয নিয়ে যায়। আনন্দে দিন যেতে লাগল। কিন্তু রেজাল্টের সময় দেখা গেল সবার 'ভরাডুবি'। তা'বীয খুলে দেখা গেল তাতে লেখা আছে 'পড়িলেই পাশ করিবে'।

প্রকৃতপক্ষে সকলেরই ধারণা বদ্ধমূল যে, তা'বীযের কার্যকরী ক্ষমতা নেই। তথাপিও ইবলীসের ধোঁকায় পড়ে টাকার বিনিময়ে এক গাদা শিরক কিনে নেয় মনের অভিলাষে। তা'বীয সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ 'যে তা'বীয লটকাল, সে শিরক করল' *(আহমাদ হা/১৬৭৭১)*।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিলেও শিরকের পাপ ক্ষমা করবেন না। শিরকের পাপের জন্য একনিষ্ঠভাবে ক্ষমা প্রার্থনা না করে মৃত্যুবরণ করলে উক্ত পাপের জন্য তাকে জাহান্নামের অগ্নি ভোগ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ اللَّهَ لاَيَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَالِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ– 'আল্লাহ পাক তার সাথে শিরক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন' *(নিসা ৪৮)*। শিরক পঙ্কিল জগতের হোতা। এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলেন, إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ 'নিশ্চয়ই শিরক মস্তবড় অপরাধ' *(লোক্বমান ১৩)*।

সচেতন ব্যক্তিমাত্র লক্ষ্য করে থাকবেন, যেখানে ছোট বাচ্চা সেখানেই তা'বীয। অধিকহারে কাঁদা, অনিদ্রা, ভয়, স্বাস্থ্যের অবনতি ও বদনযর হ'তে হেফাযতে থাকার উপায় হিসাবে তারা তা'বীয ব্যবহার করে থাকে। দেহে কেন তা'বীয ঝুলানো আছে প্রশ্ন করলে উত্তর পাওয়া যাবে, এটা তো ঔষধ মাত্র। আপনারা যেভাবে খুঁটিনাটি খোঁজা শুরু করেছেন, ক'দিন পর আপনাদের মাধ্যমে ঔষধও শিরক হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য যে, ঔষধ সেবন কিংবা ব্যবহারের মাধ্যমে তা দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে বিভিন্ন ধারাবাহিকতায় কার্যপ্রক্রিয়া চালায়। কিন্তু তা'বীয কোন প্রক্রিয়ায় রোগের উপর প্রভাব বিস্তার করে, সে সামান্য প্রশ্ন তা'বীযের ধারক-বাহকদের মনে সম্ভবতঃ কখনো উদ্রেক হয়নি। এজন্যই তা'বীযের অভিনবত্ব আনয়নে তাদের রকমারী প্রচেষ্টা চলছে অব্যাহত গতিতে। শিশুরা আমাদের যাবতীয় ভাবনার আঁধার। তাদেরকে যদি আমরা শুরুতেই ভুলের মধ্য দিয়ে গড়তে শুরু করি, হয়তবা এক সময় আমরা আফসোস করে কূল খুঁজে পাব না।

উত্তম শিক্ষা দানঃ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ (رض) قَالَ رَسُوْلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে তখন তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু ৩টি আমল অবশিষ্ট থাকে (১) ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ (২) এমন ইল্‌ম, যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় এবং (৩) নেক সন্তান, যে তার (পিতা-মাতার) জন্য দো'আ করবে'।[৪৭]

হাদীছে বর্ণিত 'ছাদাক্বায়ে জারিয়া' প্রতিটি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ইল্‌ম বা সুশিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত। আর পিতামাতা কর্তৃক এ শিষ্টাচার ও উত্তম শিক্ষা পাওয়া প্রত্যেক সন্তানের অন্যতম অধিকার।[৪৮]

৪৭. *মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৯৩।*
৪৮. *বায়হাক্বী, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩০০৩, ৬/১৬৪ পৃঃ।*

বান্দার উদ্দেশ্যে 'রাহমাতুল্লিল 'আলামীনে'র নিকটে আগত প্রথম 'অহি' ছিল اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ- 'পড়! তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন' *(আলাক্ব ১)*।

উক্ত আয়াত দ্বারা ইসলামী শিক্ষা ব্যতীত দেশে প্রচলিত সকল শিক্ষা খারিজ হয়ে গেছে। কেননা আয়াতে 'পড়াকে' শর্তযুক্ত করা হয়েছে প্রতিপালকের নামের সাথে। এ শর্তের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। এ শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে পার্থিব জীবনে কল্যাণ ও পরকালীন জীবনে মুক্তি লাভ। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা শোচনীয়ভাবে ব্যধিগ্রস্ত ও বিপর্যস্ত। এখানকার স্কুলের পাঠ্যসূচি এতটাই দুনিয়ামুখী যে, যারা স্কুলে পড়ে, তারা উঁকি মেরেও আখিরাতকে জানতে পারে না। আর মাদরাসা পড়ুয়া ছাত্ররাও দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কাজে অংশ নিতে পারে না। তথাপিও সন্তানকে দেশের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন দেখতে লাখ লাখ টাকা ডোনেশন দিয়ে ভাল স্কুলে ভর্তি করানোর জন্য ভর্তি যুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছে মানুষ। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

لاَ يَتَعَلَّمُهُ إِلاَّ لِيُصِيْبَ بِهِ عَرَضًا مِّنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِى رِيْحَهَا-

'যে ব্যক্তি ইল্‌ম শিক্ষা করবে দুনিয়ার সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে, ক্বিয়ামাত দিবসে সে জান্নাতের 'আরফ বা তার সুগন্ধিও পাবে না'।[৪৯] তবে আমরা কিসের পিছনে ছুটে চলেছি? মৃত্যু, আখেরাত ও জাহান্নামকে একবারও কি গভীরভাবে ভেবে দেখেছি? কবরে কি বলা চলবে, আমি ইসলামী শিক্ষা লাভ করিনি?

দুনিয়ায় সুন্দরভাবে জীবন যাপন করতে ও আখেরাতে মুক্তি পেতে ইলম বা শিক্ষার প্রয়োজন কল্পনাতীত। সন্তানকে এমন শিক্ষা দিতে হবে যাতে আদর্শের কোন দিকে ঘাটতি থাকবে না। স্কুলের ছাত্র আদর্শবান হ'লে যেমন তার নিকট থেকে কোনরূপ অকল্যাণের আশংকা থাকে না, তেমনি মাদরাসার ছাত্র আদর্শহীন হ'লে তার নিকট থেকেও ভাল কিছু আশা করা যায় না। আমরা সন্তানকে যে পদ্ধতিতেই শিক্ষা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিই না কেন ইসলামী শিক্ষাকে প্রাধান্য দিতে হবে সর্বাগ্রে।

উপযুক্ত সময়ে বিবাহ দানঃ

ইসলাম 'বিবাহ পদ্ধতির' মাধ্যমে বংশ রক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট ও সুশৃংখল এক অনন্য বিধান জারী করেছে। বিবাহকে আমভাবে শুধু জায়েযই করা হয়নি বরং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'বিবাহ আমার সুন্নাত। যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে অগ্রাহ্য করবে, সে আমার (উম্মতের) মধ্যে গণ্য নয়'।[৫০] কারণ সব যুগেই এমন কিছু সন্ন্যাসীর সন্ধান পাওয়া যায়, যারা সহজাত প্রবৃত্তির কামনাকে গলা টিপে হত্যা করতে চায়। ফলতঃ এদের হাতেই আবার তিন বছরের শিশু ধর্ষণের ঘটনা শুনা যায়। বর্তমানে মুসলিম সমাজে এ ধরনের ভণ্ডদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এদেরকে উদ্দেশ্যে করে মুহাম্মাদ বুরহানুদ্দীন সাম্ভলী বলেন,

گمان مبرك به پايان كار مغان

بزار باده ناخو رده درگ تلكست-

'মনে করোনা মুরশিদদের কাজ তার সর্বোচ্চ চূড়ায় উপনীত হয়েছে, এখনও ধমনীতে রক্তের প্রবাহ সৃষ্টির লক্ষ্যে অনেক শ্রম সাধনা অসমাপ্ত রয়েছে'।[৫১]

সুতরাং পরিণত বয়সে উপনীত হ'লে অবস্থা বিবেচনা করে বিবাহ কার্য সম্পাদন করে নেয়াই উত্তম। অধিকাংশ পিতা-মাতাই সন্তানের যথাযথ দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ। শুধু মা-বাবা হবেন আর দায়িত্ব সম্পর্কে উদাসীন থাকবেন, এমনটি কখনোই সমীচীন নয়। সন্তানের যাবতীয় দায়িত্ব পূরণে সচেষ্ট হ'তে হবে। তবে সে এমনিই হাতের মুঠোয় চলে আসবে। নতুবা সার্বিক দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহিতার জন্য হাশরের ময়দান তো মওজুদ আছেই!

দ্বীনি বোনদের উদ্দেশ্যে কিছু কথাঃ

সন্তান দাম্পত্য জীবনের পুষ্প বিশেষ। তার যথাযথ লালন-পালন ও হেফাযতে অবজ্ঞা করা অনুচিত। একটি শিশুর উপর পরিবারের সকলের প্রভাব পড়ে। আপনি বাবা, মামা, চাচা বলে 'সন্তান পালন মায়ের কর্তব্য' ভেবে পাশ কাটিয়ে যাবেন সে সুযোগ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রাখেননি। সার্বিক দায়িত্ব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَّعِيَّتِهِ-

'তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। আর এ দায়িত্ব সম্পর্কে তোমরা সকলেই জিজ্ঞাসিত হবে'।[৫২] শিশুর বিন্যাসে কোনরূপ ত্রুটি দেখা দিলে তা সামগ্রিকভাবে পরিবারের সকল সদস্যের উপর বর্তায়। এ পর্যায়ে আমরা দ্বীনি বোনদের উদ্দেশ্যে কিছু উপদেশ মূলক কথা পেশ করতে চাচ্ছি।-

(১) বাচ্চাদেরকে প্রথমে মহান আল্লাহ পাকের একত্ববাদের স্বীকারোক্তি لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ শিক্ষা দিন। কিছু বড় হ'লে উক্ত কালিমার মর্মার্থ বুঝিয়ে দিতে হবে।

(২) সন্তানকে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান ও ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং আল্লাহ প্রদত্ত নে'মত স্মরণ করিয়ে দিয়ে এই বলে বুঝাতে হবে যে, যিনি তোমার অঙ্গসৌষ্ঠব গঠন করেছেন, রিযিক দান করেছেন, সুস্থতা দান করেছেন এবং বিপদাপদে সাহায্য করছেন; তার প্রতি রাযী থাক, তিনিও তোমার প্রতি রাযী থাকবেন।

---

৪৯. আহমাদ, আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২১৪, ২/১৬ পৃঃ।

৫০. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, আলবানী-মিশকাত হা/১৪৫।

৫১. আবুল কাসেম মুহাম্মাদ ছিফাতুল্লাহ, পারিবারিক সংকট নিরসনে ইসলাম, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ২০০৩), পৃঃ ১৩।

৫২. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, রিয়াযুছ ছালেহীন, ১/২২৭ পৃঃ।

(৩) বাচ্চারা অল্প বয়স্ক থাকতে তাদেরকে শালীন পরিধেয় পরাতে হবে। ছেলে-মেয়েদের ইসলামী পোষাক পরাতে হবে। মেয়েদেরকে শরীর আবৃত রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। কোনক্রমেই যেন অপসংস্কৃতির নগ্ন পোষাক তাদের মা'ছুম হৃদয়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি না করে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কারণ পোষাক ভদ্রতার বাহ্যিক লক্ষণ।

(৪) সন্তানদেরকে কথায়, কাজে সত্যবাদিতা শিক্ষা দিতে হবে। গল্পচ্ছলেও তাদের সাথে মিথ্যা বলা যাবে না। তাদেরকে খাওয়াতে, ঘুম পাড়াতে, কান্না থামাতে ও ভয় দেখাতে সর্বদা মিথ্যা উপমা ও গল্প থেকে বেঁচে থাকুন। তদস্থলে হাদীছের গল্প ও বাস্তব ঘটনা তুলে ধরুন।

(৫) পরিবারে বসবাসরত বয়ঃজ্যেষ্ঠগণ শিশুকে ভাল কাজের জন্য অভিনন্দন জানাবেন ও মন্দ কাজের জন্য অধিক্ষেপ না করে বুঝিয়ে দিবেন। এতে শিশুর কমল মনে ভাল কাজের প্রতি প্রেরণা জাগবে এবং মন্দ কাজের প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি হবে।

(৬) শিশুদের খেলাচ্ছলে ধোঁকা দেওয়া উচিত নয়। যেমনভাবে গৃহপালিত পশু-পাখীর সাথে করা হয়। এতে শিশুর আস্থা নষ্ট হয়ে যায়।

(৭) শিশুদের মাঝে স্থবিরতা বজায় রাখতে খেলার বিকল্প নেই। তার অবারিত মন চায় আরো দু'চারটা শিশুর সঙ্গে খেলতে, ঘুরে বেড়াতে। এটা তার মনের খোরাক। খেলার মধ্য দিয়েই তার কল্পনা সম্প্রসারিত হয়; আবিষ্কার করে সে নিজেকে। প্রতিনিয়তই সে নতুনত্বে বিশ্বাসী। সারাক্ষণ এক জায়গায় থেকে তার ভাবাবেশ ঘটতেই পারে। তার নিঃসঙ্গতা কাটাতে তাকে নিকটস্থ কোথাও বেড়াতে নিয়ে যান, আপনিও তার খেলার সাথী হৌন।

(৮) শিশুদেরকে আজেবাজে কথা ও গালমন্দ থেকে দূরে রাখুন। অশালীন কথাবার্তা ও কর্মকাণ্ড আদর্শ সমাজে কালিমা লেপন করে। তাদের সামনে দাম্পত্য কলহও অনভিপ্রেত। পিতামাতার বিবাদ-বিসম্বাদ প্রত্যক্ষ করে তারা তাদের কাছে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। যতটা সম্ভব তাদের সামনে আদর্শ অভিভাবক হিসাবে আবির্ভূত হৌন এবং নিজের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

(৯) সন্তানদেরকে উদার মনোভাবাপন্ন হ'তে সহায়তা করুন। অন্যজন সম্পর্কে কুধারণা পোষণ থেকে তাদের বিরত রাখুন। কুধারণা পোষণের কুফল সম্পর্কিত কুরআনের বাণীটি *(হুজুরাত ১২)* তাদের বুঝিয়ে বলুন।

(১০) প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ভাব রাখতে সন্তানকে অনুপ্রেরণা দিন। প্রতিবেশীর সুখে-দুঃখে পাশে দাঁড়ানোর সুযোগ দিন। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ قَالَ إِنَّ خَلِيْلِىْ أَوْصَانِىْ إِذَا طَبَخْتَ مَرَقًا فَأَكْثِرْ مَاءَهُ ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ جِيْرَانِكَ فَأَصِبْهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوْفٍ-

আবু যার (রাঃ) বলেন, 'আমার বন্ধু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে উপদেশ দিয়েছেন যখন তুমি ঝোল রাঁধ, তাতে বেশী পানি দাও, অতঃপর প্রতিবেশীর পরিবারের খোঁজ-খবর নাও এবং তা (ঝোল) থেকে তাদেরকে উত্তমভাবে দাও'।[৫৩] সুতরাং ব্যক্তিত্বকে উন্নত করার লক্ষ্যে অপর মুসলিম ভাইয়ের বাড়ী যাওয়া থেকে বিরত রাখার মানসিকতা নিঃসন্দেহে পরিত্যাজ্য।

(১১) সন্তানের বন্ধু নির্বাচনের ক্ষেত্রে আপনি সক্রিয় থাকুন। বন্ধুত্বের মূল্যায়নে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুকাফফা' বলেন, বন্ধু জীবনের স্তম্ভ, বন্ধু হ'ল দুই দেহে এক আত্মা কিংবা বন্ধু হ'ল সামনে তুলে ধরা এক স্বচ্ছ আয়না। হৃদয়ের বদ্ধ কপাট খুলে নিশ্চিন্তে যার সামনে প্রকাশ করা যায় মনের গোপনীয় চিন্তা, বন্ধু হ'ল সেই পরমাত্মীয়।[৫৪] সন্তানের জীবনের স্তম্ভরূপ বন্ধু নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভ্রমে পতিত হ'লে আপনার সকল উদ্দেশ্যই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। সুতরাং সন্তানের বন্ধুকে খতিয়ে পরখ করে নিন।

(১২) সন্তানদেরকে 'জাহান্নামের আখড়া' তথা টিভি থেকে দূরে রাখুন। প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখায় ঝাঁপ দেয়া আর সন্তানের টিভি দেখায় নিরব ভূমিকা পালন করা একই কথা। পাশ্চাত্য ধারায় বেগবান টিভি প্রোগ্রাম দেখে বর্তমানে ৫ বছরের শিশুও নারী-পুরুষ সম্পর্কিত তথ্যাদি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল, যা সভ্য সমাজের জন্য এক লজ্জাজনক অধ্যায়।

(১৩) অধিকাংশ অভিভাবককেই দেখা যায়, তারা সন্তানদেরকে দৈহিক শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষা দিতে উদ্যত হন। এটা এক ধরনের জঘন্য সিদ্ধান্ত। উক্ত শাস্তি তাকে শিক্ষা না দিয়ে বরং আপনাকে 'নির্দয় অভিভাবক' রূপে গণ্য করবে।

(১৪) বাচ্চারা গোছানো ঘর এলোমেলো করতে বেশ আনন্দবোধ করে। শত নিষেধ সত্ত্বেও তাকে বিরত রাখা যায় না। এমতাবস্থায় না রেগে ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করার পরামর্শ দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের উইস্প হাইসার নার্সারী স্কুলের ডিরেক্টর জুলি রিয়েস (পি,এইচ, ডি) বলেন, 'যদি আপনার শিশু ধাতব তৈজসপত্র মেঝেতে এলোমেলো করে ফেলে, তাৎক্ষণিকভাবে না রেগে মৃদু হেসে বলুন, দেখি আর কত এলোমেলো করতে পার তুমি? তবে তা আর করতে দেবেন না। তাকে সরিয়ে নিন, গোছানো শুরু করুন'।[৫৫] অর্থাৎ তার সুযোগ থাকবে সীমাবদ্ধ।

(১৫) স্নেহভরে আপনার সন্তানকে 'তুমি' কিংবা 'আপনি' বলে সম্বোধন করুন। এতে আপনার যাবতীয় আদেশ, উপদেশ তার কোমল মনে আশানুরূপ প্রভাব ফেলবে। সেই সাথে ভদ্র আচরণ প্রকাশ স্বরূপ তাকে 'জী' বলতে অভ্যস্ত করুন। বর্তমানে মুষ্টিমেয় পরিবার ব্যতীত উক্ত শিষ্টাচারের (জী) ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় না।

সন্তানকে শিক্ষা দেওয়ার মত এমন বহুবিদ বিষয় বাকী রয়েছে যেগুলি উল্লেখ করলে কলেবর আরো দীর্ঘ হয়ে পড়বে। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি তুলে ধরা হ'ল মাত্র। উল্লিখিত দিকগুলি আপনার সন্তানের মাঝে দক্ষতার সাথে ফুটিয়ে তোলার জন্য তুলে ধরা হয়েছে। বলা বাহুল্য যে, সন্তান তখনি আপনার কথায় আমল দিবে, যখন সেটি আপনার মাঝে বর্তমান থাকবে। সন্তানকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ঘোষণা অনুযায়ী 'ছাদাক্বায়ে জারিয়া'র অন্তর্ভুক্ত করতে হ'লে সর্বাগ্রে অভিভাবক মহলকে সচেতন হ'তে হবে। আল্লাহ আমাদের সকল অভিভাবককে স্ব স্ব সন্তানদের ব্যাপারে আরো অধিক দায়িত্বপরায়ণ ও যত্নশীল হওয়ার তাওফীক্ব দান করুন - আমীন!!

৫৩. মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন, ১/২২৯ পৃঃ।
৫৪. ডঃ আহমদ আমীন, যুহা আল-ইসলাম, বঙ্গানুবাদঃ পৃঃ ১৮৭-১৮৮।
৫৫. দৈনিক ইনকিলাব, ৪ঠা জুলাই ২০০৪, পৃঃ ১৬।

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সঠিক উত্তরদাতাদের নাম

❑ **পলিকাদোয়া, বানিয়াপাড়া, জয়পুরহাট থেকেঃ** রূহুল আমীন, মাহফূযুর রহমান, যোবাইর হোসাইন, মু'আয, আম্মার, রাসেল, নাঈম, ফাহিম, সায়মা ও ফাতেমা।

❑ **বর্ষাপাড়া, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ থেকেঃ** তরীকুল, শহিদুল, ফিরোজ ও এবাদুল।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান-এর সঠিক উত্তর

১। ভুটান। ২। নিকোটিন।
৩। বক্স জেলি ফিস। ৪। ঢাকা শহর। ৫। শ্রীমঙ্গল।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (বর্ণজট)

১। কুকাজচওয়া। ২। লাথিঅশাতি। ৩। কাতারীনইছি।
৪। অর্যকাতকৃ। ৫। মনিরয়াহামো।

❑ *ইমামুদ্দীন*
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান

১। 'ভূমিকম্পের দেশ' বলা হয় কোন্ দেশকে?
২। 'বাতাসের শহর' বলা হয় কোন্ শহরকে?
৩। চিরশান্ত দেশ বলা হয় কোন্ দেশকে?
৪। নীরব শহর বলা হয় কোন্ শহরকে?
৫। 'সাদা হাতির দেশ' বলা হয় কোন্ দেশকে?

❑ *আব্দুল্লাহিল কাফী*
আলিম ফলপ্রার্থী, নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

সোনামণি সংবাদ

প্রশিক্ষণঃ

নাটোর, ১৬ জুলাই শুক্রবারঃ অদ্য স্থানীয় শুকুলপট্টি হোসেন বিশ্বাস সালাফিয়া মাদরাসা সংলগ্ন মসজিদে সকাল ১০.৪৫ মিনিট হ'তে সোনামণি রেযাউল করীমের কুরআন তেলাওয়াত ও আব্দুস সালামের জাগরণী পরিবেশনের মাধ্যমে সোনামণি প্রশিক্ষণ শুরু হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ দান করেন 'সোনামণি' নওদাপাড়া মারকায শাখার সহ-পরিচালক হুমায়ুন কবীর। সমাপণি বক্তব্য পেশ করেন স্থানীয় ডাঃ হাবীবুর রহমান। বৈঠক পরিচালনা করেন অত্র মাদরাসা শাখার সোনামণি পরিচালক ও অত্র মাদারাসার শিক্ষক মাহবুবুর রহমান।

রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ২৯ জুলাই বৃহস্পতিবারঃ অদ্য সকাল ৭-টা ৪৫ মিনিট হ'তে স্থানীয় খয়রাবাদ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মাহিদুর রহমানের কুরআন তেলাওয়াত ও মাছের আলীর জাগরণী পরিবেশনের মাধ্যমে সোনামণি প্রশিক্ষণ শুরু হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম, রাজশাহী যেলার সহ-পরিচালক যিয়াউর রহমান, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা তোফাযযল হক, আফছার বিন ইমাদুদ্দীন, হাফেয ইবরাহীম খলীল ও কায়েমুদ্দীন বিন ইউনুস। বৈঠক পরিচালনা করেন গোমস্তাপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদের ইমাম মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম। বৈঠক শেষে সোনামণি শাখা গঠন করা হয়।

ভোলাহাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ২৯ জুলাই বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ আছর মুশরীভূজা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'সোনামণি' রাজশাহী যেলার সহ-পরিচালক যিয়াউর রহমান, স্থানীয় সুধী আফছার বিন ইমাদুদ্দীন, অত্র এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি দূররুল হুদা বিশ্বাস। প্রশিক্ষণে কুরআন তিলাওয়াত করেন শিহাবুদ্দীন এবং ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন তরীকুল ইসলাম।

শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ৩০ জুলাই শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ৭-টা ১৫ মিনিটে কানসাট এলাকার বিশ্বনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি লুৎফর রহমান (শাহিন)-এর কুরআন তেলাওয়াত ও মোস্তাফীযুর রহমানের জাগরণী পরিবেশনের মাধ্যমে সোনামণি প্রশিক্ষণ শুরু হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী যেলার সহ-পরিচালক যিয়াউর রহমান, নেফাউর রহমান ও অত্র যেলা 'যুবসংঘে'র প্রশিক্ষণ সম্পাদক যয়নুল আবেদীন। প্রশিক্ষণ শেষে অত্র সোনামণি শাখা পুনর্গঠন করা হয়।

সোনামণি দায়িত্বশীলদের প্রশিক্ষণঃ

নওদাপাড়া, রাজশাহী ৩১ জুলাই শনিবারঃ অদ্য বাদ আছর প্রস্তাবিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে মারকায শাখা ও উপশাখার দায়িত্বশীলদের নিয়ে এক বিশেষ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষক ছিলেন সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ ও আব্দুল হালীম। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ পেশ করেন মারকায মূল শাখার সোনামণি পরিচালক আব্দুল হালীম। বৈঠক পরিচালনা করেন মারকায মূল শাখার সোনামণি সহ-পরিচালক হুমায়ুন কবীর। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন আব্দুল ওয়াদূদ এবং জাগরণী পরিবেশন করেন মুনীরুয্যামান।

নন্দলালপুর, কুষ্টিয়া ৬ আগষ্ট শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ৮-টা ৩০ মিনিটে নন্দলালপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পাথরবাড়িয়া মজিবুর রহমান হাইস্কুলের সিনিয়র শিক্ষক হাশেমুদ্দীন সরকার-এর সভাপতিত্বে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক ইমামুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষক ছিলেন রাজশাহী যেলা 'সোনামণি' সহ-পরিচালক যিয়াউর রহমান। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন অত্র মসজিদের ইমাম জনাব মুনীরুল ইসলাম। কুরআন তেলাওয়াত করেন রবীউল ইসলাম এবং জাগরণী পরিশেন করেন আসাদুল্লাহ আল-গালিব। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কুষ্টিয়া যেলা পরিচালক আমীনুর রহমান।

একই দিন বাদ জুম'আ নন্দলালপুর শাখা পরিচালক ওমর ফারূক এর পরিচালনায় বাছাইকৃত সোনামণিদের নিয়েও এক বিশেষ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

রাজধানীর হারিয়ে যাওয়া ২৬টি খাল অবিলম্বে পুনরুদ্ধারের সিদ্ধান্ত

রাজধানী ঢাকা ছিল এক সময় খালের শহর। ব্রিটিশ শাসনামলের শেষ দিকেও এই শহরে ছিল প্রায় অর্ধশত খাল। ঢাকার চারদিকের বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, তুরাগ, বালু প্রভৃতি নদীগুলির সাথে জালের মত ছড়িয়ে ছিল এসব খাল। ধানমণ্ডি লেক, গুলশান লেক, বনানী লেক এমনকি রমনা পার্কের আভ্যন্তরীণ লেকগুলি হচ্ছে এসব খালেরই অংশ। দু'পাশ জুড়ে দখলের কারণে ভরাট হয়ে সংকীর্ণ হ'তে হ'তে অবশেষে বাংলাদেশ আমলের প্রথম দিকেও ঢাকা শহরে ২৬টি খালের অস্তিত্ব ছিল। আর এসব খালের সর্বমোট দৈর্ঘ্য ছিল ২৫৬ কিলোমিটার। বেদখল হ'তে হ'তে শুধু বড় বড় ড্রেনের রূপ নিয়ে এই খালগুলি এখন কোন রকমে টিকে আছে এবং ২৫৬ কিঃ মিঃ এর স্থলে এই খালের দৈর্ঘ্য দাঁড়িয়েছে বর্তমানে ১২৫ কিঃ মিঃ।

ফলে বর্ষা-বন্যা ও সুয়ারেজের পানি অপসারিত হ'তে না পেরে ঢাকায় এখন ব্যাপক পানিবদ্ধতা এবং অনাকাংখিত প্লাবনের সৃষ্টি হচ্ছে। বিশেষ করে এবারের বন্যায় রাজধানী ঢাকার ভয়াবহ পানিবদ্ধতা দেখে বর্তমান সরকারের টনক নড়েছে। তারা এখন ঢাকার হারিয়ে যাওয়া ২৬টি খালের সন্ধান ও তা পুনরুদ্ধারে নেমেছেন। এ লক্ষ্যে গত ৭ আগস্ট স্থানীয় সরকার বিভাগের উদ্যোগে সচিবালয়ের মন্ত্রীপরিষদ সম্মেলন কক্ষে এক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে বলা হয়, কোন খালের এলাকায় যদি ২০ তলা ভবনও থাকে তবুও তা ভেঙ্গে ফেলা হবে এবং ঢাকার আশপাশের খাল জলাভূমি ও নীচু ভূমি অধিগ্রহণ করারও সুপারিশ করা হয়।

[ধন্যবাদ সরকারকে এই চমৎকার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত যেন লালফিতায় বন্দী না থাকে (স.স)]

বাংলাদেশের আর্থিক খাত দখলে সুদূর প্রসারী ভারতীয় পরিকল্পনা

ডাম্পিংসহ নানামুখী পন্থায় বাংলাদেশের পণ্যের বাজার একচেটিয়াভাবে দখলের পর এবার বাংলাদেশের আর্থিক খাত দখলের সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে কার্যক্রম শুরু করেছে ভারত। দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয় বাণিজ্যিক ব্যাংক 'স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া' বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা করলেও এ খাতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাণিজ্যিক ব্যাংক 'ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ক্রেডিট এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া' (আইসি আইসি আই)। এবার আর্থিক খাত দখলে নিতে আরো ৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংক বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম শুরুর জন্য তোড়জোড় চালাচ্ছে। এদের মধ্যে 'ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া'র উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিরা গত জুন মাসে বাংলাদেশে এসে তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতা যাচাই করে গেছে। খুব শিগগিরই এ ব্যাংকটিও বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করবে।

[সব খাতই প্রায় তাদের দখলে। বাকীটা দিয়ে দিলেই তারা খুশী হবে। তারা এখন কেবল চায় একজন লেন্দুপ দর্জি (স.স)]

কুমড়ায় ফেনসিডিল!

অভিনব পন্থায় মিষ্টি কুমড়ার মধ্যে লুকিয়ে ভারতীয় ফেনসিডিল বাংলাদেশে চালানের ঘটনা ধরা পড়েছে। গত ৪ আগস্ট ভোরে চৌগাছা-ঝিকরগাছা সড়কের পিতম্বরপুর মোড়ে একটি টেম্পোতে মিষ্টি কুমড়ার মধ্যে করে ফেনসিডিল সীমান্ত থেকে যশোর আনার পথে বিডিআর সদস্যরা আটক করেছে। সূত্র জানায়, ওপার সীমান্ত থেকে চোরাচালানীরা প্রতিটি বড় মিষ্টি কুমড়ার মুখ কেটে ভেতর থেকে বিচি ও কুমড়া বের করে তাতে ২০/২৫টি ফেনসিডিলের বোতল ভর্তি করে এপারে চালান করে। ৭টি বড় কুমড়া থেকে দেড় শতাধিক ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়। বিডিআর ঐ টেম্পো থেকে আরো ২৫০ বোতল ফেনসিডিল, ভারতীয় হরলিক্স, চিনি, লবণ ও সার সহ মোট লক্ষাধিক টাকার মালামাল আটক করে। তবে চোরাচালনীরা টের পেয়ে টেম্পো থেকে দৌড়ে পালালে কাউকেই গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি।

[দেশপ্রেমহীন নৈতিকতাহীন এইসব জানোয়ারগুলিকে যেকোন ভাবেই হৌক দমন না করলে দেশ শেষ হয়ে যাবে। সীমান্ত রক্ষীগণ আরও সজাগ হৌন (স.স.)]

ভাড়া বাড়ীতে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল করা যাবে না

কোন ভাড়া বাড়ীতে বেসরকারী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন করা যাবে না। মেট্রোপলিটন শহরে ন্যূনতম আড়াই একর এবং মেট্রোপলিটন শহরের বাইরে হ'লে ন্যূনতম পাঁচ একর নির্মাণযোগ্য জমি কলেজের অনুকূলে রেজিস্ট্রি দলীল মূলে দান অথবা ক্রয় করতে হবে। ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীর আসন বিশিষ্ট বেসরকারী মেডিকেল কলেজ স্থাপনের জন্য এই শর্তের কোন বিকল্প নেই। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি হ'লে পরবর্তীতে আনুপাতিক হারে জমির পরিমাণ এবং অবকাঠামো সম্প্রসারণ করতে হবে। এর উদ্যোক্তাদের জন্য নির্ধারিত ছকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে আবেদন করতে হবে এবং আবেদন পত্রের সাথে অফেরতযোগ্য ৫০ হাযার টাকা ফিস হিসাবে জমা দিতে হবে। এছাড়া কোন ব্যক্তিবিশেষের নামে নামকরণের ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত মেডিকেল কলেজের তহবিলে উক্ত ব্যক্তির বা ব্যক্তির পক্ষে ন্যূনতম এক কোটি টাকা অনুদান থাকতে হবে। নতুন কোন বেসরকারী মেডিকেল কলেজ এমন নামে স্থাপন করা যাবে না, যে নামে একটি বিদ্যমান সরকারী অথবা বেসরকারী মেডিকেল কলেজ কিংবা অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইতিপূর্বে স্থাপিত হয়ে উক্ত নামেই বহাল আছে অথবা যে নামের সাথে প্রস্তাবিত নামের সাদৃশ্য আছে। কোন উদ্যোক্তাই স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্তি পাবার পূর্বে মেডিকেল কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করতে পারবে না। আরো বলা হয়েছে যে, চিকিৎসা বিভাগের উল্লেখযোগ্য কমপক্ষে ১২টি বিভাগ থাকতে হবে। কলেজে প্রতি একশ' জন ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তির ক্ষেত্রে ৮৫ জন দেশী ও ১৫ জন বিদেশী নেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। তাছাড়া দুই কোটি টাকার আমানত কোন তফসীলী ব্যাংকে রাখতে হবে।

[টাকার অংকে সবকিছু পরিমাপ করলে কালো টাকার মালিকেরাই সবকিছুর প্রতিষ্ঠাতা এবং হর্তাকর্তা বনে যাবে। তাতে হিতে বিপরীত হবে। অতএব নামকরণ বা প্রতিষ্ঠাতার জন্য টাকার অংকের শর্ত প্রত্যাহার করুন (স.স)]

রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগ উচ্চশিক্ষাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে

-অর্থমন্ত্রী

অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী এম. সাইফুর রহমান বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে রাজনৈতিক বিবেচনায় শিক্ষক নিয়োগ এবং শিক্ষক রাজনীতি উচ্চশিক্ষা ধ্বংস করে দিচ্ছে। তিনি রাজনীতি মুক্ত ভাবে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার আহ্বান জানান। গত ১লা আগস্ট বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদের স্থায়ী কমিটির সদস্যরা তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তিনি একথা বলেন। জানা গেছে, অর্থমন্ত্রী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিকে উদ্দেশ্য করে বলেন, পত্র-পত্রিকায় দেখলাম আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক বিবেচনায় অনেক শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এভাবে নিয়োগ না দিয়ে মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া উচিত। তিনি বলেন, আমি তো সিলেটের মানুষ। আমি শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন হস্তক্ষেপ করি না। আমি যদি একটি রাজনৈতিক দলের অর্থমন্ত্রী হয়ে হস্তক্ষেপ না করি, তাহ'লে আপনারা কেন পারবেন না। এ সময় রাবি ভিসি বলেন, আওয়ামী লীগ আমলে রাজনৈতিক বিবেচনায় ৩০০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। উল্লেখ্য, অর্থ মন্ত্রণালয়ের উক্ত বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ওছমান ফারুক সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি উপস্থিত ছিলেন।

[ধন্যবাদ মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে। এ সিদ্ধান্তটি রাজনৈতিকভাবে নিন এবং বাস্তবে সর্বত্র প্রয়োগ করুন। এ বিষয়ে ফেব্রুয়ারী'০৪-এ প্রকাশিত আমাদের লিখিত শিক্ষা ব্যবস্থায় ধ্বসঃ কিছু পরামর্শ প্রবন্ধটি পাঠ করার অনুরোধ রইল (স.স)]

এ কেমন সন্ত্রাস?

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপযেলার হোগলবাড়িয়া ইউনিয়নের ফারাকপুর গ্রামের দিনমজুর বেলাল হোসাইনকে এলাকার চিহ্নিত আ'লীগ ক্যাডাররা ১০ হাযার টাকা চাঁদার দাবীতে শরীরের বিভিন্ন স্থানে পেরেক ফুটিয়ে বর্বরোচিত নির্যাতন শেষে হাতুড়ি ও লোহার রড দিয়ে হাত-পা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। গত ২০ আগস্ট শুক্রবার বেলা ২ টার সময় বেলাল হোসাইন ভ্যান-রিক্সা নিয়ে তারাগুনিয়া বাজারে আসার পথে চিহ্নিত সন্ত্রাসী শুকুর (৪০), মূসা (২৫), রুপচাঁদ (২৬), নযরুল (৪২), শহীদুল (২৫), হযরত সহ ৮/১০ জন সন্ত্রাসী তার গতিরোধ করে ১০ হাযার টাকা চাঁদা দাবী করে। সন্ত্রাসীদের দাবীকৃত চাঁদার টাকা দিতে অপারগতা প্রকাশ করলে ঐ সকল সন্ত্রাসী প্রকাশ্যে জনসমক্ষে হাতুড়ি ও লোহার রড দিয়ে তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে পেরেক ফুটিয়ে পৈশাচিক নির্যাতন চালায়। তার আর্তচিৎকারে এলাকাবাসী ঘটনাস্থলে ছুটে আসলেও সন্ত্রাসীদের ভয়ে তাকে কেউ উদ্ধার করতে সাহস পায়নি। সন্ত্রাসীরা তার হাত-পা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়ে ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে পেরেক ফুটিয়ে হত্যার চেষ্টা করে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হ'লে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়। মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে দৌলতপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার সাথে জড়িত শুকুর আলীকে আটক করেছে। এ ব্যাপারে থানায় অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে।

[এইসব নরপশুকে সাথে সাথে বিচার করে প্রকাশ্যে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করুন, এরা যেন আইনের ফাঁক দিয়ে জামিনে বেরিয়ে না আসে (স.স)]

চর জীবিকায়ন কর্মসূচী চালু হচ্ছে

নদীমাতৃক বাংলাদেশে নদ-নদীর 'একুল ভেঙ্গে ওকুল গড়া'র নিষ্ঠুর খেলায় ভাগ্যবিড়ম্বিত অন্ততঃ ৭০ লাখ জনগোষ্ঠীর উন্নতির লক্ষ্যে সরকার 'চর জীবিকায়ন কর্মসূচী' নামক এক ব্যতিক্রমধর্মী কার্যক্রম চালু করতে যাচ্ছে। সাড়ে ৫ হাযার বর্গকিলোমিটার চরাঞ্চলে বসবাসকারী দরিদ্র মানুষের জীবন-জীবিকার মান উন্নয়নে এই প্রথমবারের মত গৃহীত সরকারী কর্মসূচী বাস্তবায়নে ৫০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। প্রথম পর্যায়ে ৮ বছর মেয়াদী কর্মসূচীতে ৫ যেলার ২৮টি উপযেলাধীন ১৪৯টি ইউনিয়নকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কর্মসূচীর আওতায় চরবাসীরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গৃহায়ন, সুপেয় পানি, উন্নত যোগাযোগ ও পয়ঃনিষ্কাশন সেবা পাবে। গত ১৮ আগস্ট বুধবার প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বগুড়া পল্লী উন্নয়ন একাডেমীতে এই কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন। প্রাথমিকভাবে কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া ও জামালপুর যেলার চরাঞ্চলকে কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে 'চরজীবিকায়ন কর্মসূচী' সারা দেশের চরাঞ্চলে বিস্তৃত করা হবে বলে সরকারের সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র আরো জানিয়েছে, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর পাশে জেগে ওঠা চর এলাকার আয়তন প্রায় ৫ হাযার ৬শ' ৮৫ বর্গকিলোমিটার। দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫ ভাগ বা আনুমানিক ৭০ লাখ জনগোষ্ঠী এই চরাঞ্চলে বসবাস করছে। বন্যা, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, খরা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে তারা নিরন্তর সংগ্রাম করে বেঁচে আছে। এদের জীবনযাত্রার মান ও আর্থিক অবস্থা খুবই করুণ। প্রতিবছর ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপন্ন হয় এদের জীবন। দুর্যোগকালীন সময়ে ক্ষেত্রবিশেষে নামে মাত্র সাহায্য গেলেও আজন্ম দুর্ভাগা চরবাসীদের নিরাপদ জীবন-জীবিকার নিশ্চয়তা দিতে এ পর্যন্ত কোন সরকারই পরিকল্পিত কোন উদ্যোগ নেয়নি।

[আমরা সরকারের এই শুভ উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি যেন সরকারী কর্মকর্তা ও দলীয় মধ্যস্বত্ব ভোগীরা সব শেষ না করে দেয় (স.স)]

আ'লীগ সমাবেশে স্মরণকালের ভয়াবহ বোমা হামলা

গত ২১ আগস্ট শনিবার বিকেলে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউর দলীয় কার্যালয়ের সামনে বিস্ফোভপূর্ব সমাবেশে বক্তৃতা শেষে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা মঞ্চ হিসাবে ব্যবহৃত ট্রাক থেকে নামার মুহূর্তে তাকে লক্ষ্য করে একের পর এক শক্তিশালী গ্রেনেড নিক্ষিপ্ত হ'তে থাকে। এ সময় উপস্থিত দলের নেতা-কর্মীরা মানব বর্ম হয়ে শেখ হাসিনাকে সেখান থেকে নিরাপদে সরিয়ে নেয়। উপর্যুপরি বিস্ফোরণে মঞ্চ ও সমাবেশে উপস্থিত আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের মধ্যে তাৎক্ষণিকভাবে শেখ হাসিনার দেহরক্ষী মাহবুব সহ ১৪ জন নিহত হয়। পরবর্তীতে মহিলা আ'লীগের সভানেত্রী আইভি রহমান সহ মৃতের সংখ্যা ১৮তে দাঁড়ায়। আহত হয় প্রায় ৩ শতাধিক।

জানা যায়, বিকেল ৫-টা ২২ মিনিট থেকে এক-দেড় মিনিটের ব্যবধানে মোট ১৩টি গ্রেনেডের বিস্ফোরণ ঘটে। সভার মঞ্চ হিসাবে ব্যবহৃত ট্রাকের পাশে, সমাবেশ স্থলে এসব বিস্ফোরণ ঘটে। পরে সাংবাদিকরা সেখানে অবিস্ফোরিত অবস্থায় দু'টি গ্রেনেড দেখতে পান। বিস্ফোরণের পরপর ধোঁয়ার কুণ্ডলী, মানুষের চিৎকার, ছুটাছুটিতে পুরা এলাকার অবস্থা পাল্টে যায়।

মানুষ প্রাণ ভয়ে দিগ্বিদিক ছুটতে থাকে। খানিক পরে রাস্তায় পড়ে থাকা হতাহতদের হাসপাতালে নেওয়া শুরু হয়। রিক্সা, ভ্যান, এমনকি কাঁধে করে অনেককে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বিক্ষুব্ধ আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরা পল্টন, মতিঝিল, গুলিস্তান সহ বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক গাড়ী ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ শুরু করে। আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হয় অন্তত ২০টি বাস, ৩টি জীপ ও ৫টি প্রাইভেট কার সহ অন্যান্য যানবাহন। এছাড়া পরদিন সিলেট থেকে ঢাকা গামী আন্তঃনগর শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ট্রেন সুবর্ণ এক্সপ্রেসে অগ্নি সংযোগ করে ১৭টি বগির ১৪টিই পুড়িয়ে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, এ সময়ে ট্রেনের গার্ড মাহবুব ট্রেনের টয়লেটে আটকা পড়ে পুড়ে কয়লা হয়ে যায়।

এদিকে গ্রেনেড বিস্ফোরণের ঘটনা তদন্তের জন্য সরকার এক সদস্য বিশিষ্ট একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করেছে। সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের সিনিয়র বিচারপতি মুহাম্মাদ জয়নুল আবেদীনকে নিয়ে এই কমিশন গঠন করা হয়েছে। উক্ত হামলার তদন্তে সহযোগিতার জন্য সরকারের আহ্বানে আন্তর্জাতিক পুলিশ সংস্থা ইন্টারপোলের ২ জন সদস্যও গত ২৯ আগস্টে ঢাকায় পৌঁছেছেন। ২.৯.০৪ তারিখে আরও দু'জন যোগ দিয়েছেন। সেই সাথে আমেরিকা থেকে এফবিআই গোয়েন্দা সংস্থার দু'জন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিও ঢাকায় এসে তদন্তে যোগ দিয়েছেন। সর্বশেষ খবর অনুযায়ী সরকার উক্ত বোমা হামলাকারীকে ধরিয়ে দেওয়া অথবা সুনির্দিষ্ট তথ্য সরবরাহকারীর জন্য এক কোটি টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে।

[দেশের ইতিহাসে এটাই সর্বোচ্চ পুরস্কার হিসাবে বিবেচিত। তথ্য দাতার নাম-ঠিকানা গোপন রাখা হবে। আমরা এই কাপুরুষোচিত হামলার তীব্র নিন্দা করছি এবং নিহতদের আত্মার শান্তি ও আহতদের আশু আরোগ্য কামনা করছি (স.স)]

পঞ্চগড়ে হিল্লার শিকার নুরিমা এখন চার শিশুকন্যা নিয়ে পথে

পঞ্চগড়ের বোদা উপযেলার পল্লীতে মিথ্যা ফতোয়ার শিকার হয়ে গত তিন মাস ধরে দুর্বিসহ জীবনযাপন করছে এক গৃহবধু ও তার চার শিশু সন্তান। এনজিও সংস্থা আরডিআরএস-এর পক্ষ থেকে একাধিকবার বিষয়টি মীমাংসার চেষ্টা করা হ'লেও ধাপ্পাবাজদের একই কথা, গৃহবধুর হিল্লা না হওয়া পর্যন্ত তাকে একঘরে হয়েই থাকতে হবে। ময়দানদীঘি ইউপির সোনাপাড়া গ্রামের দরিদ্র দিনমজুর মফীযুল ইসলাম ও তার স্ত্রীসহ গোটা পরিবারটি এখন সমাজচ্যুত এবং একঘরে। বিয়ের একযুগ পরও রাগের মাথায় স্বামীর সামান্য ভুলের মাসুল দিতে হচ্ছে মফীযুলের স্ত্রী নরিমাকে। স্থানীয় মসজিদের ইমামসহ কতিপয় দোর্দণ্ডপ্রতাপ সমাজনেতা নরিমাকে তার স্বামীর নিকট থেকে আলাদা করে রেখেছে প্রায় তিন মাস ধরে। তাদের একই কথা, মফীযুল তালাক দেওয়ার পর নুরিমা হারাম হয়ে গেছে। তাই নুরিমার হিল্লা বিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত মফীযুল ও নুরিমাকে আলাদাভাবেই বসবাস করতে হবে। বিবরণে প্রকাশ, তিন মাস আগে রাগের মাথায় মফীযুল তার স্ত্রী নুরিমাকে মারধর করে মৌখিকভাবে তালাকের কথা বলে। এ ঘটনা এলাকায় জানাজানি হ'লে ওই গ্রামের প্রভাবশালী নবিরুদ্দীন, স্থানীয় মসজিদের ইমাম মাওলানা ছাদেকুল সহ কতিপয় মাতব্বর হিল্লা বিয়ে ছাড়া স্বামীর সঙ্গে একত্রে বসবাস করা যাবে না বলে ফতোয়া জারি করে। নুরিমা জানায়, এরপর থেকে তারা স্বামী-স্ত্রী আলাদাভাবে বসবাস করছে। নুরিমার আবেদনে আরডিআরএস-এর উদ্যোগে বিষয়টি মীমাংসার জন্য কয়েকবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তাতে কোন লাভ হয়নি। চার শিশু সন্তান নিয়ে নুরিমা এখন দুর্বিসহ জীবনযাপন করছে পথে পথে।

[অশিক্ষিত মৌলবী ও ধুরন্ধর সমাজনেতারা এভাবে মিথ্যা ফৎওয়ার দোহাই দিয়ে বহু পরিবারকে পথে বসিয়েছে। বহু সংসার ধ্বংস করেছে। এজন্য ফৎওয়া দায়ী নয়, দায়ী ফৎওয়াদাতা মূর্খ মৌলবীগণ। যারা স্ব স্ব মাযহাবী সিদ্ধান্তকে ছহীহ হাদীছের উপরে স্থান দিয়ে ইসলামের বদনাম করেছে ও করে চলেছে। এদের থেকে দূরে থেকেই জান্নাত তালাশ করতে হবে এবং সর্বাবস্থায় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দিকে ফিরে যেতে হবে (স.স)]

ফিরে চলো কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র দিকে

-আমীরে জামা'আত

ঢাকা ২৫শে জুলাই রবিবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব 'আল-হিকমাহ দাওয়াত ও কল্যাণ সংস্থা' কর্তৃক ঢাকার বড় মগবাজারে আয়োজিত 'ওলামা ও দাঈ প্রশিক্ষণে' মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** 'ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ইসলাম' বিষয়ের উপরে একটি সারগর্ভ ও দিক নির্দেশনামূলক আলোচনা পেশ করেন। তিনি বলেন, আদম ও হাওয়ার সন্তান হিসাবে বিশ্বের সকল মানুষ এক জাতি। কিন্তু যখন নবীগণের মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বিধান এলো, তখন একদল মানুষ একে বিশ্বাস করে মুমিন হ'ল এবং একদল মানুষ একে যিদবশে প্রত্যাখ্যান করে কাফির হ'ল। আরেক দল মুনাফিক হয়ে রইল। ফলে মানুষ বিভক্ত হ'ল স্ব স্ব যিদ ও অহংকারের বশবর্তী হয়ে।

এক্ষণে ঐক্য দাঁড়ালো দু'ধরনেরঃ (১) মানবিক ঐক্য (২) বিশ্বাসগত ঐক্য। স্ব স্ব আক্বীদা ও আমলকে অক্ষুণ্ন রেখে সামাজিক ঐক্য সকল মানুষের সাথেই সম্ভব। যদি না সেখানে দুনিয়াবী স্বার্থ বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বাকী রইল মুসলিম ঐক্য। এটা খুবই সহজ, আবার খুবই কঠিন। সহজ এ কারণে যে, আমরা সবাই মুসলমান। কঠিন এজন্য যে, আমরা বিভিন্ন মাযহাব ও তরীকায় বিভক্ত। এমনকি একটি মাসআলাতেও কাউকে ছাড় দিতে প্রস্তুত নই। ফলে একথা এখন প্রবাদ বাক্যের রূপ ধারণ করেছে যে, 'আলেমগণ একমত হয়েছেন যে, তারা কোন বিষয়ে একমত হবেন না'। আলেমদের বিভক্তির কারণে জনগণ বিভক্ত হয়ে আছে। একইভাবে রাজনীতিকদের অনৈক্যের কারণে জনগণ বিভক্ত হয়ে আছে। এ থেকে বাঁচার জন্য একটাই মাত্র পথ খোলা আছে- 'ফিরে চলো কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র দিকে'। 'আব্দুল্লাহ'কে বাদ দিকে 'হাবলুল্লাহ'-কে আঁকড়ে ধরো। যে ব্যাখ্যা ছাহাবায়ে কেরাম থেকে বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া গেছে, তা গ্রহণ কর। বাকী সব ছেড়ে দাও। এজন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হ'ল আন্তরিকতার। যদি আমরা আন্তরিকভাবে মুসলিম ঐক্য কামনা করি, তবে উপরোক্ত ফর্মূলা ধরেই এগোতে হবে। আশা করি তাতে আল্লাহ্র রহমত নাযিল হবে। তবে কোন প্রচেষ্টাই কাজে আসবে না, যদি না দুনিয়াবী স্বার্থ অগ্রাধিকার পায়।

প্রকৃত ইসলামী শিক্ষাই দেশকে অধঃপতনের হাত থেকে বাঁচাতে পারে

-আমীরে জামা'আত

ঢাকা ২রা আগস্ট সোমবারঃ অদ্য আছর ঢাকার বড় মগবাজারে 'আল-হিকমা দাওয়াত ও কল্যাণ সংস্থা' আয়োজিত 'ওলামা ও দাঈ প্রশিক্ষণে' 'ইসলামী শিক্ষা' বিষয়ে প্রদত্ত এক সারগর্ভ ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত মন্তব্য করেন। তিনি বলেন,

বাংলাদেশের বিগত সরকারগুলি বিভিন্ন সময়ে যেসব কমিটি গঠন করেছেন, দেখা গেছে সবারই মূল টার্গেট ছিল ইসলামী শিক্ষাকে সংকুচিত করা। তিনি বলেন, শতকরা ৫০ ভাগ মুসলিম প্রধান দেশ মালয়েশিয়ায় শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক। ফলে মালয়েশিয়া আজ সর্বক্ষেত্রে উন্নত। অথচ শতকরা ৯০ ভাগ মুসলিম প্রধান বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা সবচেয়ে অবহেলিত। ফলে আমরা আজ সর্বক্ষেত্রে অধঃপতিত। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য তিনি অনেকগুলি প্রস্তাব পেশ করেন।

তিনি বলেন, ইংরেজ প্রবর্তিত দ্বিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা বাতিল করে সর্বস্তরে ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করে দেশে একক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। তাওহীদ ও রিসালাতের ভিত্তিতে শিক্ষার আখেরাতমুখী জাতীয় লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে। বর্তমানের ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সংশোধন করতে হবে এবং দলীয় রাজনীতিকে অবশ্যই শিক্ষাঙ্গন থেকে বিদায় করতে হবে। কিণ্ডারগার্টেন, ক্যাডেট মাদরাসা, প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি শিক্ষা বাণিজ্যিক গলাকাটা প্রতিষ্ঠান সমূহকে অবশ্যই জাতীয় শিক্ষানীতির অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। তিনি বলেন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মত জনগুরুত্বপূর্ণ সেক্টরকে কখনোই লাগাম ছাড়া করা যাবে না। করলে স্বার্থান্বেষীরা সুযোগ নিবে। এমনকি দেশদ্রোহীরা সংগোপনে এসবের আড়ালে তাদের স্বার্থ হাছিলে মেতে উঠতে পারে।

পরিশেষে তিনি বলেন, আখেরাত মুখী একক শিক্ষা ব্যবস্থা না হ'লে সৎ ও একমুখী শিক্ষিত নাগরিক সৃষ্টি হবে না। পক্ষান্তরে বর্তমানের দ্বিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু থাকলে অসৎ ও হ-য-ব-র-ল শিক্ষিত শ্রেণী সৃষ্টি হবে, যেমনটি এখন হচ্ছে। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে ভেবে দেখার জন্য তিনি কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান।

আ'লীগ সমাবেশে হামলাকারীরা দেশ ও জাতির শত্রু

-আমীরে জামা'আত

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** গত ২১ আগষ্ট'০৪ শনিবার অপরাহ্নে ঢাকায় আওয়ামী লীগের সমাবেশে সন্ত্রাসীদের পৈশাচিক গ্রেনেড হামলার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়েছেন। তিনি মহিলা আওয়ামী লীগের সভানেত্রী মিসেস আইভি রহমান সহ নিহতদের রূহের মাগফেরাত কামনা করেন ও তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবার বর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন।

তিনি ঘাতক হামলাকারীদেরকে দেশ ও জাতির শত্রু আখ্যায়িত করে বলেন, জনসভায় বোমা মেরে মানুষ হত্যা কোন সুস্থ রাজনীতির পরিচয় নয়। এটি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রের অংশবিশেষ। দেশের অভ্যন্তরে ঘাপটি মেরে থাকা দেশী ও বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীদের একটি বিশেষ চক্র দেশের বিভিন্ন স্পর্শকাতর স্থানে একের পর এক বোমা মেরে মানুষ হত্যার মাধ্যমে অরাজকতা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম এই স্বাধীন মুসলিম দেশটিকে বিশ্ব দরবারে ব্যর্থ, অকার্যকর, সন্ত্রাসী ও মৌলবাদী রাষ্ট্র হিসাবে তুলে ধরার হীন প্রচেষ্টায় লিপ্ত। তিনি অনতিবিলম্বে এদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের জন্য জোট সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। খবর প্রেস বিজ্ঞপ্তির

বিদেশ

নেপালে দারিদ্র্য মোকাবেলায় কিডনী বিক্রির হিড়িক

বিশ্বের ১০টি দরিদ্রতম দেশের মধ্যে একটি হচ্ছে নেপাল। নেপালের পর্যটন শিল্প বিশেষ করে হিমালয় ও এভারেস্ট আকর্ষণ করে বিশ্ববাসীকে। কিন্তু এই পর্যটন শিল্পের আয় ও অন্যান্য সুবিধা অর্জন সত্ত্বেও নেপালে দারিদ্র্য রয়ে গেছে সীমাহীনভাবে। আড়াই কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত নেপাল এখনো মোট জনসংখ্যার বিপুল অংশ সীমাহীন দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করে। তাদের অনেকেরই এখনও দৈনিক আয় এক ডলারের নিচে। এই দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও কর্মহীনতা নেপালের জনগণকে ঠেলে দিয়েছে দেহের অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ কিডনী বিক্রি করে আয় করার দিকে। সারা দেশের কথা বাদ দিলেও নেপালের একটি গ্রামেই ৩৪ জন কিডনী বিক্রেতার সন্ধান পাওয়া গেছে। এ কারণেই মান ধজ তামাং নামের ৪২ বছরের একজন ২০০০ সালে ঋণ পরিশোধ ও রাজধানী কাঠমণ্ডুর ৬০ কিঃমিঃ দূরে শিকারপুর গ্রামে এক খণ্ড জমি কেনার জন্য ৭০ হাযার রূপীর বিনিময়ে কিডনী বিক্রি করেন। দুর্ভাগ্য হ'ল, এরপরও তিনি জমি পাননি এক দালালের খপ্পরে পড়ার কারণে। তিনি জানান, তার গ্রামের ৩ হাযার বাসিন্দার মধ্যে এ পর্যন্ত আরো ৩৩ জন কিডনী বিক্রি করেছে।

[প্রতিবেশী বৃহৎ দেশটির ইঙ্গিতে পরিচালিত সেদেশের অস্থির রাজনৈতিক অবস্থাই এর মূল কারণ। এদের এই দুরবস্থা থেকে বাংলাদেশেরও শিক্ষা অর্জন করা উচিত (স.স)]

অভিনব পন্থায় অন্ধকে অন্ধ খুন করল

ফিলিপাইনের জাম্বোয়াঙ্গা প্রদেশে এক অন্ধ আরেক অন্ধকে হত্যা করেছে। এ অন্ধ তার কয়েকজন অন্ধ বন্ধুর সহযোগিতায় নিজের স্পর্শশক্তির সাহায্যে ঐ অন্ধ লোকটিকে হত্যা করে। গত ১১ আগস্ট পুলিশ একথা জানিয়েছে। এডমান্ডো গারালদিস্কো নামের অন্ধ রেনান্ডো কনকোরডিয়াকে সন্দেহ করত যে, তার ফুঁসলানিতে স্ত্রী তাকে তালাক দিয়েছে। এতে তার ক্রোধ জন্ম নেয়। গারালদিস্কো গত ১০ আগস্ট তার কয়েকজন বন্ধু সহ কনকোরডিয়ার বাড়ীতে গিয়ে সে বন্ধুদের কাছে জানতে চায় আমার সামনে যে দাঁড়িয়ে আছে সে কনকোরডিয়া কি-না। তখন হ্যাঁ সূচক জবাব পাওয়া মাত্রই ছুরির আঘাতে তাকে হত্যা করে।

অপরাধ না করেই জীবনের মূল্যবান ২২ বছর কারাগারে

অপরাধ না করেই যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক উইলন এডেজ এর জীবনের মূল্যবান ২২ বছর কেটে গেছে কারাগারে। ধর্ষণের দায়ে তাকে এই দণ্ড ভোগ করতে হয়েছে। অথচ তিনি সেই অপরাধ করেননি। দীর্ঘদিন জেল খাটার পর জানা গেল যে, তিনি প্রকৃতপক্ষে অপরাধী ছিলেন না। ডিএনএ পরীক্ষায় এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি ঐ মহিলার হামলাকারী নন। ফলে গত ১২ আগস্ট'০৪ তাকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা রাজ্যের নাগরিক ৪২ বছর বয়সী উইলন এডেজ ডিএনএ পরীক্ষার ফলাফল পাওয়ার কয়েক ঘন্টার মধ্যে তার পিতা-মাতার সঙ্গে ব্রেভারড কাউন্টি জেল থেকে বেরিয়ে আসেন। গত মাসে বিচারক ডিএনএ পরীক্ষার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ২০০১ সালে অঙ্গরাজ্যের আইনসভা বিভিন্ন মামলার ডিএনএ টেস্টের অনুমতি দিয়ে একটি আইন পাস করে। যার সুফল পেলেন এখন উইলন। ১৯৮১ সালে এক মহিলা

অভিযোগ করেছিলেন যে, এক ব্যক্তি তাকে ছুরি নিয়ে আক্রমন করে এবং হত্যার ভয় দেখিয়ে তাকে ধর্ষণ করে। কিন্তু অন্য কোন প্রমাণ প্যাওয়া যায়নি। মহিলা বলেছিলেন, তিনি তাকে চিনতে পারবেন না। তবে এটুকু বলতে পারবেন যে, লোকটি ৬ ফুট লম্বা ছিল। মহিলার দাবী অনুযায়ী কেবল ৬ ফুট উচ্চতার ভিত্তিতে তাকে দোষী সাব্যস্ত করে তার বিরুদ্ধে এই কারাদণ্ডের রায় দেওয়া হয়েছিল। ভুল বিচারের জন্য তার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান ২২টি বছর কেটে গেল কারাগারে। তাও আবার কলংকের বোঝা মাথায় নিয়ে।

[সর্বাধুনিক প্রযুক্তির অধিকারী এবং বিশ্ব মানবাধিকারবাদী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই বিচার ব্যবস্থা থেকে মুসলিম দেশগুলির শিক্ষা নেওয়া উচিত। শুধুমাত্র সন্দেহের ভিত্তিতে কাউকে শাস্তি দিতে ইসলামে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। ঐ অন্যায় বিচারকের শাস্তি কি হবে, তার কোন ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রে আছে কি? ইসলামে তার জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে (স.স)]

সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী দেশে সন্তান বাড়ানোর জন্য মহিলাদের আরো সুযোগ-সুবিধা দেবেন

সিঙ্গাপুরের নয়া প্রধানমন্ত্রী লি সিয়েন লুং নগর রাষ্ট্রটিতে শিশু জন্মদানের হার অনেক হ্রাস পাওয়ায় পরিস্থিতি পরিবর্তনের লক্ষ্যে আরও জন্মদানে দেশের মহিলাদের বেশী সুযোগ-সুবিধা দেবেন। নগর রাষ্ট্রের শিশু ঘাটতি বিষয়ক কমিটির প্রধান বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী লিম হং কিয়াং বলেন, নগদ অর্থসহ নতুন সুযোগ-সুবিধার মধ্যে থাকবে আরও দীর্ঘ সময় প্রসূতিকালীন ছুটি এবং উন্নত শিশু সেবা।

উল্লেখ্য যে, সিঙ্গাপুরের অধিকাংশ কর্মরত মা এখন আট সপ্তাহের মাতৃত্বকালীন ছুটি পাচ্ছেন। লিম বলেন, অবিলম্বে কার্যকর নতুন ব্যবস্থায় মাতৃত্বকালীন ছুটি ভোগের ক্ষেত্রে আরও নমনীয়তা এবং কর্মচারী ও শ্রমিকদের কাজের বিঘ্ন হ্রাসের ব্যবস্থা থাকবে। গত বছর প্রকাশিত রিপোর্টে মহিলাপ্রতি শিশু জন্মদানের হার ১.২৩-এ নেমে আসায় দেশে শিশুর অভাব উদ্বেগের বিষয়ে পরিণত হয়। গত বছর দেশটিতে মাত্র ৩৬ হাযার শিশু জন্ম নিয়েছেন। সিঙ্গাপুরের স্বাভাবিক জনসংখ্যা ৩৪ লাখ বজায় রাখার জন্য ৫০ হাযার শিশুর জন্ম হওয়া দরকার ছিল। দীর্ঘস্থায়ী, অর্থনৈতিক, প্রতিরক্ষা ও অন্যান্য প্রয়োজনেও এ পরিমাণ জনসংখ্যা দরকার। আশির দশকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী সফল প্রমাণিত হওয়ার পর সরকার গড়ে দু'টি সন্তানের পরিবর্তে আরও বেশী সন্তান নিতে দম্পতিদের উৎসাহিত করতে আর্থিক ও কর সুবিধা দিতে শুরু করে।

তৃতীয় সন্তান গ্রহণের জন্য দম্পতিদের আরও আর্থিক সুবিধাসহ ২০০০ সালে 'বেবী বোনাস' ঘোষণা করা হ'লেও প্রবণতা পাল্টাতে ব্যর্থ হয়। সিঙ্গাপুরের জন্মদান হার বাড়াতে ব্যর্থ হ'লে আগামী কয়েক দশকে কর্মক্ষম নাগরিকের চেয়ে বয়স্ক লোকের সংখ্যা বেড়ে যাবে, যা রাষ্ট্রের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবে।

[একেই বলে ঠেলার নাম বাবাজী। ম্যালথাসের থিওরী আওড়িয়ে কথিত জন্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সন্তান বন্ধ করে এখন সন্তানের জন্য হাহাকার শুরু হয়েছে। এ অভিজ্ঞতা থেকে মুসলিম দেশগুলিরও শিক্ষা নেওয়া উচিত (স.স)]

ভারতে ফাঁসির বিকল্প হবে ইনজেকশন!

কলকাতায় সাড়া জাগানো হত্যা ও ধর্ষণ মামলার আসামী ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের ফাঁসির পর গোটা ভারতে ফাঁসি বন্ধের দাবি জোরদার হয়েছে। বহু মানবাধিকার ও সামাজিক সংগঠন ইতিমধ্যে দাবি তুলেছে, ফাঁসি নয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হোক অভিযুক্তকে। ফাঁসির বদলে প্রাণঘাতী ইনজেকশন দিয়ে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করারও দাবী তুলেছেন কেউ কেউ। আর এ নিয়ে শুক্রবার ভারতের লোকসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে বাদানুবাদ হয়।

সংসদ সদস্যরা আইনমন্ত্রীর কাছে জানতে চান, সরকার কি মৃত্যুদন্ড তুলে দেওয়ার ব্যাপারে আইন সংশোধনের কথা ভাবছে? নাকি ফাঁসির পরিবর্তে প্রাণনাশক ইনজেকশন চালুর ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে চলেছে? জবাবে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী হংসরাজ ভরদ্বাজ বলেছেন, মৃত্যুদন্ড তুলে দেওয়ার বিষয়ে আইন সংশোধন করার দায়িত্ব আইন মন্ত্রীর নয়, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। আর ফাঁসির বদলে প্রাণঘাতী ইনজেকশন দিয়ে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে নিতে হবে।

আইনমন্ত্রী আরো বলেছেন, আইন কমিশন ইনজেকশন ব্যবহারের যে সুপারিশটি করেছে তা আবার মেডিকেল কাউন্সিল অনুমোদন করে না। কাউন্সিলের মতে, চিকিৎসকরা মানুষকে বাঁচাতে পারেন, মারার অধিকার তাদের নেই।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি তিন জনের একজন উচ্চ রক্তচাপে ভুগছে

গত ২৩ আগস্ট প্রকাশিত সরকারী পরিসংখ্যানে তথ্য পাওয়া যায় যে, যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি তিন জনের একজন উচ্চ রক্তচাপে ভুগছে। এতে বিগত ১০ বছরে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য অবনতির চিত্র ধরা পড়ে। ১৯৮৮ ও ১৯৯৪ সালের মধ্যে পূর্ববর্তী সরকারী সমীক্ষায় জানা যায়, দেশে ৫ কোটি বয়স্ক লোক হাইপার টেনশনে আক্রান্ত। জনসংখ্যার অনুপাতে পরবর্তী দশকে প্রায় ৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে এ সংখ্যা প্রায় ৬ কোটি ৫০ লাখে দাঁড়িয়েছে। মোট জনসংখ্যার ৩০ ভাগ এই রোগে আক্রান্ত। উচ্চ রক্তচাপ হৃদরোগের অন্যতম কারণ। এতে হৃদরোগ ও স্ট্রোক ছাড়াও কিডনী সমস্যা বাড়িয়ে দেওয়ার আশংকা রয়েছে বলে মার্কিন সেনসাস ব্যুরো ও অন্যান্য জনস্বাস্থ্য সূত্রে জানা যায়। অতিরিক্ত ওযন ও বয়স্ক লোকজনের সংখ্যা বৃদ্ধি উচ্চ রক্তচাপের স্বাভাবিক কারণ বলে উল্লেখ করা হয়।

[নোংরা কূটনীতি ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে বিশ্বের সর্বত্র মানুষের মধ্যে টেনশনের সৃষ্টি করেছে, অপ্রতিদ্বন্দ্বী এই পরাশক্তির বিরুদ্ধে দুর্বলদের পক্ষ হ'তে আল্লাহ্র গযব নাযিল হ'লে এজন্য সেদেশের রাষ্ট্র নেতারাই দায়ী হবেন (স.স)]

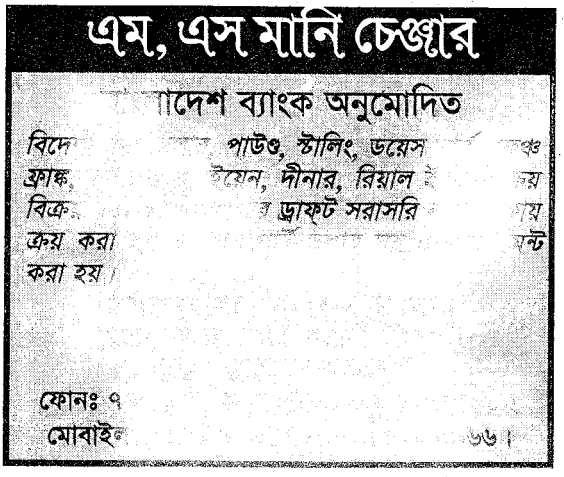

মুসলিম জাহান

সঊদী নারীরা ভোট দিতে পারবে

সঊদী আরবে মহিলারা ভোট দিতে পারবে। নতুন জারী করা এক পৌরনির্বাচন আইনে মহিলাদের ভোট দানের ব্যাপারে কোন বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়নি। তবে এই আইনে এ সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলাও হয়নি। গত ৯ আগস্ট সঊদী পৌরসভা বিষয়ক মন্ত্রণালয় এই আইন অনুমোদন করে। উল্লেখ্য, এর আগে সঊদী আরবে নির্বাচনে মহিলাদের যেকোন ধরনের অংশগ্রহণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। আগামী নভেম্বর মাসে সমগ্র সঊদী আরবে কয়েক ধাপে ভোট গ্রহণ করা হবে। গত কয়েক দশকের মধ্যে এই প্রথমবারের মত সেখানে এ ধরনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হ'তে যাচ্ছে। তবে নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাসীরা এই আইনকে একেবারে নাকচ করে দিচ্ছে না, যদিও এতে মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। তারা বলছে, এটি নারীদের অধিকার দেয়ার বিষয়ে একটি প্রথম পদক্ষেপ। নির্বাচনের উদ্যোগ এবং এই আইনকে সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কার এবং নারী অধিকারের ক্ষেত্রে তাদের আহ্বানের প্রতি সঊদী সরকারের একটি সতর্ক সাড়া হিসাবে সবাই মনে করছে। সঊদী আরব যুক্তরাষ্ট্রের পরামর্শে সেদেশের রাজনৈতিক কাঠামোয় কিছু সংস্কার সাধনের উদ্যোগ নিতে পারে। এক্ষেত্রে পার্লামেন্ট গঠিত হ'তে পারে এবং পার্লামেন্টে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থাও থাকতে পারে।

[যুক্তরাষ্ট্রের পরামর্শ ইসলামের বিরোধী বিধায় তা অগ্রাহ্য করাই সঊদী আরবের কর্তব্য হবে। ইহুদী-নাছারারা কখনোই মুসলিম উম্মাহ্র বন্ধু নয়। শীর্ষস্থানীয় ইসলামী দেশ হিসাবে সঊদী আরবকে অবশ্যই ইসলামী রাজনীতির মডেল অনুসরণ করতে হবে, যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক মডেল নয় (স.স)]

সাদ্দামের বিচারে নিয়োজিত ট্রাইব্যুনাল প্রধান সালেম ছালাবির বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা

যুক্তরাষ্ট্রের এক সময়ের ঘনিষ্ঠ দোসর আহমাদ ছালাবি ও তার ভ্রাতুষ্পুত্র সালেম ছালাবির বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করা হয়েছে। ইরাকী একটি আদালত অর্থ জালিয়াতির অভিযোগে আহমাদ ছালাবি এবং খুনের অভিযোগে তার ভ্রাতুষ্পুত্র সালেম ছালাবির বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করেছে। আহমাদ ছালাবি ও সালেম ছালাবী উভয়ে এক সময় দখলদার যুক্তরাষ্ট্র ও সে দেশের গোয়েন্দা সংস্থা 'সিআইএ'র অত্যন্ত আস্থাভাজন ছিলেন। এ আস্থা থেকেই দখলদার কর্তৃপক্ষ সালেম ছালাবিকে ইরাকের ভাগ্যবিড়ম্বিত নেতা সাদ্দাম হোসেনের বিচারে নিয়োজিত ট্রাইব্যুনালের প্রধান হিসাবে নিয়োগ করেছিল। সালেম ছালাবির তত্ত্বাবধানেই ইরাকী নেতা সাদ্দাম হোসেন গত ১ জুলাই অবৈধ ট্রাইব্যুনালে হাযির হয়েছিলেন। গত ৭ আগস্ট বিচারক যুহায়ের আল-মালেকি আহমাদ ছালাবী ও তার ভাতিজা সালেম ছালাবীর বিরুদ্ধে এ গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করেন। উল্লেখ্য যে, সালেম ছালাবি গত জুনে ইরাকী অর্থ মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক হাইথেম ফদহিলকে হত্যা করেন। এ খুনের অভিযোগেই তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করা হয়। অপরদিকে আহমাদ ছালাবীর বিরুদ্ধে ইরাকের সাবেক মুদ্রা দীনার জাল করে বাজারে ছাড়ার অভিযোগ রয়েছে। তার বাসভবনে তল্লাশি চালানোকালে জাল দীনার পাওয়া গিয়েছিল। এ ছাড়া ইরানে গোয়েন্দা তথ্য পাচারের জন্যও তাকে অভিযুক্ত করা হয়।

[১২৫৮ খৃষ্টাব্দে কুখ্যাত হালাকু খাঁকে ডেকে এনে বাগদাদ ধ্বংসের মূল নায়ক প্রধানমন্ত্রী ইবনুল আলক্বামীকে পরে হালাকু যেভাবে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল, আমেরিকার দালাল আহমাদ ছালাবীর একই দশা হওয়াটাই কাম্য। এ থেকে মীরজাফরদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত (স.স)]

আল-আক্বছা মসজিদে জুম'আর ছালাত আদায়ে নিষেধাজ্ঞা

ইসরাঈলী পুলিশ গত ২০ আগস্ট ৪৫ বছরের কম বয়সী ফিলিস্তীনীদের জেরুযালেমের আল-আক্বছা মসজিদে প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছে। তবে এই নিষেধাজ্ঞা মহিলাদের ব্যাপারে কার্যকর হবে না বলে জানানো হয়েছে। একই সাথে ফিলিস্তীনী ভূ-খণ্ডে ইসরাঈলী সেনাদের দমন অভিযানও অব্যাহত রয়েছে। এই দমন অভিযানের অংশ হিসাবে আগের দিন বৃহস্পতিবার ইসরাঈলের আগ্রাসী সৈন্যরা গাজা ভূ-খণ্ডে বুলডোজার দিয়ে ফিলিস্তীনীদের ১৩টি বসতবাড়ী গুঁড়িয়ে দেয়। পবিত্র আল-আক্বছা মসজিদে ছালাত আদায়ের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের ব্যাপারে পুলিশ বিশৃংখলার অজুহাত দেখালেও এ বিষয়ে তারা বিশদ কোন ব্যাখ্যা দেয়নি।

[আল-আক্বছা চিরকাল নবীদের চারণ ভূমি ও শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মি'রাজ ভূমি। এখানে আল্লাহদ্রোহী, নবীদ্রোহী ও তাওহীদের শত্রু ইহুদী-নাছারাদের কোন অধিকার নেই। সত্বর তারা নিশ্চিহ্ন হবেই। আল-কুদ্স মুসলমানদেরই (স.স)]

ঝলক জুয়েলার্স

প্রোঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান

আধুনিক রুচিসম্মত স্বর্ণ রৌপ্য অলঙ্কার প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী।

সাহেব বাজার, রাজশাহী।

ফোনঃ দোকানঃ ৭৭৩৯৫৬

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

সুপারি থেকে সাবধান!

মার্কিন গবেষকরা বলেছেন যে, সব সময় সুপারি চিবানোর ফলে মুখের ভেতরে ক্যান্সার হ'তে পারে। তারা সুপারির এই ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে লোকজনকে সচেতন করে তোলার জন্য স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। সুপারির ব্যবহার এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় বিভিন্ন দ্বীপে সংস্কৃতিরই অঙ্গ। এসব দেশে অতিথি আপ্যায়নের একটি অন্যতম অনুষঙ্গ হচ্ছে পান-সুপারি পরিবেশন করা। মার্কিন স্বাস্থ্য গবেষকরা তাদের দীর্ঘ গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, যারা সুপারি ব্যবহার করেন, মুখে ক্যান্সারে আক্রান্ত হবার হার তাদের মধ্যে অনেক বেশী। তাদের মতে, এশিয়ায় বিশেষ করে ভারতীয় উপমহাদেশে এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় বিভিন্ন দেশে লোকজনের মধ্যে এটা চিরাচরিত অভ্যাস। মহিলারা তুলনামূলকভাবে পুরুষদের চেয়ে বেশী মাত্রায় সুপারি ও খয়ের ব্যবহার করে। ফলে তাদের ঝুঁকির মাত্রাও বেশী।

কিউলেক্স মশা শনাক্তকরণের উপায়

পৃথিবীর অন্যান্য গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কিউলেক্স মশার প্রাদুর্ভাব খুব বেশী। এরা অ্যানোফিলিস এবং এডিস নামক মশার চেয়ে আকারে অপেক্ষাকৃত বড়। এদের ডানা ধূসর রঙ বিশিষ্ট। ডানায় কোন রকম দাগ থাকে না। শৃঙ্গ অন্যান্য মশার চেয়ে ঘন। নিঃশব্দে আমাদের গায়ে এসে বসে। ওড়ার সময়ও অ্যানোফিলিসের মত ভন ভন শব্দ করে না। সারাদিন এদের দেখা মেলে না। সূর্যাস্তের পর ওরা দলে দলে, ঝাঁকে ঝাঁকে অভিযানে বেরোয়। যে জায়গায় এরা বসে তার সঙ্গে সমান্তরালভাবে বসে। অর্থাৎ এদের দেহটি ভূমির সঙ্গে সমান্তরালে থাকে।

আমরা চোখ দিয়ে দেখি কিভাবে?

কোন কিছুর দিকে তাকালে তার থেকে প্রতিফলিত আলো তারারন্ধ্র দিয়ে চোখের ভিতরে এসে চোখের মধ্যে যে লেন্স থাকে তার ভিতর দিয়ে প্রতিসৃত হয় এবং অক্ষিপটের উপর উল্টো প্রতিবিম্ব গঠন করে। এই বার্তা নার্ভ দিয়ে মস্তিষ্কে গেলে মস্তিষ্ক সেই প্রতিবিম্ব মুহূর্তের মধ্যে মোজা করে নিয়ে 'দেখার' কাজটি সম্পন্ন করে।

যে মাছ সবচেয়ে বেশী ডিম পাড়ে

'ওসান আন ফিশ' নামক এক ধরনের মাছ বিশ্বে সবচেয়ে বেশী ডিম পাড়ে। এই মাছ প্রতিবারে ৩০ মিলিয়নেরও অধিক ডিম প্রসব বরে। প্রতিটি ডিমের ব্যাস .০৫ ইঞ্চি। এর বৈজ্ঞানিক নাম Molo Mola.

বের হয়েছে! বের হয়েছে!! বের হয়েছে!!!

দেশের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উত্তরবঙ্গের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী কর্তৃক ২০০৫ সালে আলিম পরীক্ষার্থীদের জন্য 'দিশারী প্রশ্নপত্র সাজেশান্স' বের হয়েছে। আপনার কপির জন্য সত্বর যোগাযোগ করুন।

যোগাযোগের ঠিকানা

সাজেশান্স প্রস্তুত কমিটি
দিশারী প্রশ্নপত্র সাজেশান্স'
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া (বিমানবন্দর রোড)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন (০৭২১) ৭৬১৭৪১, ৭৬১৩৭৮।

"আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল সূদকে করেছেন হারাম"

শিকদার এন্টারপ্রাইজ
Shikder Enterprise

ত্রিপল তাঁবু ক্যানভাস পলিফেব্রিক্স
রেইনকোর্ট গামবুট লাইফজ্যাকেট
ইত্যাদি প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী।

ফোনঃ ৭১১৯০০৭/৭১১২৯৯, ফ্যাক্স ঃ ৯৫৫৯৩৬২, মোবাইলঃ ০১১৮৩৬২৪১।

১ নং চিত্তিচরণ বোস স্ট্রীট
(মাওয়া বাস ষ্ট্যান্ডের পার্শ্বে)
ওয়ারী, ঢাকা-১২০৩।

বি আর টি সি মার্কেট
দোকান নং -২
ফুলবাড়ীয়া, ঢাকা-১০০০।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

আহলেহাদীছ আন্দোলন আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র বিধান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

দিনাজপুর, ২০শে আগষ্ট শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর দিনাজপুর শহরস্থ লালবাগ ১নং আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সুধী সমাবেশে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, যারা সত্যিকার অর্থে জান্নাত লাভের উদ্দেশ্যে আন্দোলন করতে চান, আহলেহাদীছ আন্দোলন তাদের স্বাগত জানাচ্ছে। তিনি কর্মবিমুখ ও চেতনাহীন অনুসারী এবং গোঁড়া ও চরমপন্থী উভয়ের মধ্যপন্থী পথ অবলম্বনে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সুস্পষ্ট অবস্থান ব্যাখ্যা করেন।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা আব্দুর রাযযাক-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার শিক্ষক ও দারুল ইফতা সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ জনাব এস,এম, আব্দুল লতীফ প্রমুখ।

জুম'আর খুৎবাঃ রাজশাহী থেকে সকাল সাড়ে ৬-টায় রওয়ানা হয়ে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বেলা ১২.১৫ মিনিটে শহরের লালবাগ ১নং আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পৌঁছেন। অতঃপর উক্ত মসজিদে প্রদত্ত জুম'আর খুৎবায় তিনি সমবেত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে বলেন, ছালাতের সময় যেমন আমরা আল্লাহ্র ঘরে আল্লাহ্র নিকটে মাথা নত করছি ও তাঁর রহমত কামনায় সিজদায় লুটিয়ে পড়ছি, ছালাতের বাইরের বৈষয়িক জীবনটা যদি অনুরূপভাবে অহীর বিধানের অনুগত হ'ত, তবে কতই না সুন্দর হ'ত! তিনি বলেন, মানব রচিত মতাদর্শের বিপরীতে অহীর বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদী মনোভাবাপন্ন ও নিবেদিতপ্রাণ কিছু আল্লাহভীরু ও যোগ্য মানুষ প্রয়োজন। আসুন! আমরা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দিকে ফিরে যাই ও তাঁর বিধান নিজের জীবনে, নিজের পরিবার ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় রত হই।

দায়িত্বশীল বৈঠকঃ বাদ মাগরিব মুহতারাম আমীরে জামা'আত যেলা 'আন্দোলন'-এর দায়িত্বশীলদের নিয়ে যেলা কার্যালয়ে এক বিশেষ বৈঠকে মিলিত হন। মাঝে এশার ছালাতের বিরতি দিয়ে তিনি রাত ১০.৩০ মিনিট পর্যন্ত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সংগঠনের বিভিন্ন বিষয়ের খোঁজখবর নেন এবং দায়িত্বশীলগণকে গঠনতান্ত্রিক নিয়মে ও কেন্দ্র কর্তৃক প্রদত্ত পরিকল্পনা মোতাবেক সুশৃংখলভাবে দাওয়াতী কাজ চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। অতঃপর যেলা 'আন্দোলন'-এর বিশিষ্ট সুধী জনাব মুহাম্মাদ মা'ছুম এর দাওয়াতে ষ্টেশন রোডে তার নিজস্ব আবাসিক হোটেল 'শীতল প্লাজায়' তিনি সফর সঙ্গীদের নিয়ে রাত্রী যাপন করেন।

২১শে আগষ্ট, শনিবারঃ ফজরের ছালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে হোটেল শীতল প্লাজা থেকে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ষ্টেশন বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে গমন করেন। সেখানে বাদ ফজর সমবেত মুছল্লী ও অত্র মসজিদ কমপ্লেক্স পরিচালিত আহলেহাদীছ মাদরাসার ছাত্র ও শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, মানুষ তৈরীর এই ছোট্ট কেন্দ্রে হঠাৎ করে এসে আমি অত্যন্ত আনন্দবোধ করছি। তিনি তরুণ ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরাই আমাদের ভবিষ্যৎ, তোমরা দ্বীন ও সমাজের যোগ্য খাদেম হয়ে গড়ে উঠবে, এটাই আমাদের একান্ত দো'আ থাকবে। তিনি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তাদেরকে আক্বীদা বিষয়ক কিছু প্রশিক্ষণ দেন।

অতঃপর 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ জনাব এস.এম. আব্দুল লতীফ তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে 'আন্দোলন'-এর বিভিন্নমুখী দাওয়াতী তৎপরতা ব্যাখ্যা করেন।

ব্রহ্মপুর-সাহাপুর ফাযিল বহুমুখী মাদরাসা পরিদর্শনঃ সকাল ৯.৩০ মিনিটে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সফরসঙ্গীদের নিয়ে চিরিরবন্দর উপযেলাধীন ব্রহ্মপুর-সাহাপুর ফাযিল মাদরাসার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে ১০-টায় মাদরাসা ক্যাম্পাসে পৌঁছেন। তিনি ক্লাশে ক্লাশে গিয়ে ছাত্রদের লেখা-পড়ার খোঁজ-খবর নেন এবং শিক্ষক মণ্ডলীর সাথে এক মতবিনিময় বৈঠকে মিলিত হন। অতঃপর মাদরাসার প্রিন্সিপালে জনাব মাওলানা আব্দুস সালামের সভাপতিত্বে মাদরাসা প্রাঙ্গনে আয়োজিত ছাত্র-শিক্ষক গণসমাবেশে তিনি ও তার সফরসঙ্গী মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, মুবাল্লিগ মাওলানা আব্দুল লতীফ ও যেলা সহ-সভাপতি মাওলানা আব্দুর রাযযাক বক্তব্য রাখেন। হানাফী পরিচালিত মাদরাসায় আহলেহাদীছ নেতাকে আহ্বানের জন্য মুহতারাম আমীরে জামা'আত মাদরাসা কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান এবং প্রকাশ্য জনসমাবেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের উদার বক্তব্য তুলে ধরেন।

তাবলীগী সভা

গোদাগাড়ী, রাজশাহী ৬ই আগষ্ট শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ রাজাবাড়ী হাট সংলগ্ন খাজিরাগাতী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ কমিটির সভাপতি জনাব আব্দুল আউয়াল-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর একনিষ্ঠ কর্মী মুহাম্মাদ শামসুল হক।

সভা শেষে কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ উপস্থিত মুছল্লীদের সাথে পরামর্শক্রমে জনাব আব্দুল আউয়ালকে সভাপতি ও জনাব হাবীবুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট শাখা কমিটি ও ৫ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা কমিটি গঠন করেন।

পবা, রাজশাহী ১৩ই আগষ্ট শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর দারুসা হাট জামে মসজিদে আলহাজ্জ মুহাম্মাদ কাসেম আলীর সভাপতিত্বে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া শিক্ষক ও দারুল ইফতা সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ জনাব এস.এম. আব্দুল লতীফ ও রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আবুল কালাম আযাদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অত্র এলাকার কর্মী ও শাহাপুকুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা রেযাউল করীম, কদম শহর জামে মসজিদের খত্বীব মাওলানা শহীদুল ইসলাম এবং সাহাপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদের পেশ ইমাম ফযলে রাব্বী প্রমুখ।

নওগাঁ, ১৮ই আগষ্ট বুধবারঃ অদ্য সকাল ১১ টায় নওগাঁ যেলার মান্দা থানার অন্তর্গত মজিদপুর বহুমুখী সিনিয়র (ফাযিল) মাদরাসার অফিস কক্ষে এক কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদরাসার উপাধ্যক্ষ ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মজিদপুর মাদরাসা শাখার সভাপতি জনাব মাওলানা হারূণ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ জনাব এস.এম. আব্দুল লতীফ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অত্র এলাকার দায়িত্বশীল জনাব মাওলানা ছানাউল্লাহ ও হাফেয মাওলানা মুখলেছুর রহমান প্রমুখ।

ইসলামী সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

সাতক্ষীরা ৮ই আগষ্ট'০৪ রবিবারঃ অদ্য সকাল ১০ ঘটিকায় 'কাকডাঙ্গা সিনিয়র মাদরাসা' প্রাঙ্গনে ইসলামী সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। উক্ত গ্রামের সন্তান বর্তমানে সঊদী আরবের রাজধানী রিয়াযের 'আস-সুলাই দাওয়া সেন্টারে' দাঈ হিসাবে কর্মরত জনাব আবুল কালাম আযাদের উদ্যোগে উক্ত সেন্টারের পক্ষ হ'তে উক্ত প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। আক্বীদা ও আমল বিষয়ক ৪০টি ছোট ও ২০টি বড় প্রশ্ন সম্বলিত ছাপানো প্রশ্নপত্র পূর্বেই সাতক্ষীরা, কলারোয়া ও তালা উপযেলাধীন বিভিন্ন মাদরাসা, হাইস্কুল ও কলেজে বিতরণ করা হয়। প্রতিযোগিতা ছাত্র-শিক্ষক সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল। ১ম থেকে ৬ষ্ঠ স্তরে মোট ৫৮টি আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করা হয়। এছাড়াও ৯টি উৎসাহ পুরস্কার দেওয়া হয়। সর্বমোট ৫৮টি পুরস্কারের মধ্যে ২য় পুরস্কারসহ মোট ১২টি পুরস্কার লাভ করে 'দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ' বাঁকাল, সাতক্ষীরা, ৩য় পুরস্কারসহ মোট ১৭টি লাভ করে 'কাকডাঙ্গা সিনিয়র মাদরাসা' এবং বাকী ২৯টি লাভ করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকগণ। প্রতিযোগিতাটি এলাকায় ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়।

[প্রবাসী দাঈগণ যদি দেশে এসে এমনিভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তাহ'লে তা গণজাগরণে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে এবং জনগণ বিশুদ্ধ দাওয়াত লাভে ধন্য হবে। যদিও দেশের কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি এটাকে পসন্দ করবে না। তথাপি হক প্রচারে সাহসী ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে আসলে আল্লাহ পাক অবশ্যই বরকত দিবেন। আমরা জনাব আবুল কালামের এই শুভ উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং অন্যান্য দাঈ ও ইসলামী প্রতিষ্ঠানগুলিকে অনুরূপ দৃষ্টান্ত স্থাপনের আবেদন জানাচ্ছি (স.স)]

দেশব্যাপী যেলা দায়িত্বশীল, অগ্রসর কর্মী প্রশিক্ষণ ও যেলা অফিস অডিট

নীলফামারী ২১ ও ২২ শে জুলাই বুধ ও বৃহস্পতিবারঃ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক ইসমাঈল হোসাইন-এর সভাপতিত্বে ও যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রহমানের পরিচালনায় স্থানীয় বাঁশওয়াপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ২ দিন ব্যাপী যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র যৌথ কর্মী প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ জনাব এস,এম, আব্দুল লতীফ।

সিরাজগঞ্জ ২২ ও ২৩শে জুলাই বৃহস্পতি ও শুক্রবারঃ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ মুর্তযা-এর সভাপতিত্বে স্থানীয় কান্দাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ২ দিন ব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ ও অফিস অডিট অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর শিক্ষক ও দারুল ইফতা সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ প্রমুখ।

রংপুর ২২ ও ২৩শে জুলাই বৃহস্পতি ও শুক্রবারঃ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার-এর সভাপতিত্বে ও অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ সেকেন্দার আলীর পরিচালনায় স্থানীয় পীরগাছা দারুস সালাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ২ দিন ব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ জনাব এস,এম, আব্দুল লতীফ।

সোহাগদল, পিরোজপুর ২২, ২৩ জুলাই বৃহস্পতি ও শুক্রবারঃ স্থানীয় সোহাগদল আহলেহাদীছ জামে মসজিদ ও আদর্শ বয়া জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল হামীদের সভাপতিত্বে ২ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' কর্তৃক আয়োজিত উক্ত কর্মী প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক জনাব গোলাম মোক্তাদির, বাগেরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব সরদার আশরাফ হোসাইন ও বাগেরহাট যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মাওলানা যুবায়ের বিন সিরাজ প্রমুখ।

সাতক্ষীরা ২৯ ও ৩০শে জুলাই বৃহস্পতি ও শুক্রবারঃ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান-এর সভাপতিত্বে স্থানীয় বাঁকাল ইসলামিক সেন্টার জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র ২ দিন ব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ ও অফিস অডিট অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** ও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম প্রমুখ।

ঠাকুরগাঁ ২৯শে জুলাই বৃহস্পতিবারঃ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুয্যাম্মিল-এর সভাপতিত্বে স্থানীয় রাণীশংকৈল আল-ফুরক্বান ইসলামিক সেন্টার মিলনায়তনে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র যৌথ কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ জনাব এস,এম, আব্দুল লতীফ ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন।

পাবনা ৫ ও ৬ই আগষ্ট বৃহস্পতি ও শুক্রবারঃ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীন-এর সভাপতিত্বে স্থানীয় খয়েরসূতী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র যৌথ কর্মী প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত

হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম।

দিনাজপুর-পশ্চিম ১৯ ও ২০শে আগষ্ট বৃহস্পতি ও শুক্রবারঃ যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা ও সাবেক সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ জসীরুদ্দীন-এর সভাপতিত্বে ও যেলা প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ ওবায়দুল্লাহ্‌র পরিচালনায় লালবাগ ১নং আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে কর্মী প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ গোলাম আযম ও কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ জনাব এস,এম, আব্দুল লতীফ।

মেহেরপুর ১৯ ও ২০শে আগষ্ট বৃহস্পতি ও শুক্রবারঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে বামন্দি বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ২ দিন ব্যাপী 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র যেলা কর্মী প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম।

যুবসংঘ

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারী কলেজ এলাকা পুনর্গঠন

গত ১১ই আগষ্ট ২০০৪ বুধবার সকাল ১১.৩০ মিনিটে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারী কলেজ এলাকা পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে এক বৈঠক ১০৩, কবি নজরুল ইসলাম হ'লে অনুষ্ঠিত হয়। বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ আবদুর রহমানের সভাপতিত্বে ও পরিচালনায় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদূদ। বৈঠকের শুরুতে কুরআন তেলাওয়াত করেন ইসলামের ইতিহাস বিভাগের কৃতিছাত্র মুহাম্মাদ ফায়েযুর রহমান। প্রধান অতিথি সিনিয়র দায়িত্বশীলদের সাথে পরামর্শের মাধ্যমে জনাব মুমিনুল হককে সভাপতি এবং ফয়েযুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করেন। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হ'লেন- সাংগঠনিক সম্পাদক- মুনীরুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক- কাউছার আহামাদ তাওহীদ, তাবলীগ সম্পাদক- মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক- রফীকুল ইসলাম সুমন ও দফতর সম্পাদক- মুহাম্মাদ বিল্লাল হোসাইন শাকিল। নতুন দায়িত্বশীলদের শপথ বাক্য পাঠ করান কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক। সবশেষে প্রতি মঙ্গলবার বাদ যোহর কলেজ মসজিদে বৈঠকের সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

বন্যা দুর্গতদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলার সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদের নেতৃত্বে বন্যাদুর্গত বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ত্রাণ সামগ্রী ও নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়। তিনি ঢাকার পার্শ্ববর্তী বেরাইদ, উত্তরখান, মাদারটেক, নাসিরাবাদ, গৌড়নগর, ধর্মসুর, গোড়াদিয়া মল্লিকাটেক, অমরপুর, পোড়াবাড়ী ও সাভার এলাকার বিভিন্ন স্থানে এবং নারায়ণগঞ্জ যেলার আড়াই হাযার থানার পাঁচরুখী, পাঁচগাঁও, পুরিন্দা এবং রূপগঞ্জ থানার রাণীপুরা, চড়পাড়া পূবের গাঁও, দেহলপাড়া, দক্ষিণ চৌধুরী পাড়া ও কাঞ্চন এলাকার বিভিন্ন স্থানে এবং কিশোরগঞ্জ যেলার ইটনা থানায় ত্রাণ সামগ্রী ও নগদ অর্থ বিতরণ করেন। এ সময়ে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার, যেলা 'যুবসংঘে'র সহ-সভাপতি হাফেয শামসুল হক শিবলী, আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আলী হোসাইন, হাফেয মা'ছূম, নূরুল আলম, শফীকুল ইসলাম, আলহাজ্জ মুহাম্মাদ কামরুল আহসান, মুহাম্মাদ আযীমুদ্দীন, মুহাম্মাদ ওছমান প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

মারকায সংবাদ

লণ্ডন প্রবাসী ভাইয়ের মারকায পরিদর্শন

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর শুভাকাংখী, মাসিক আত-তাহরীক-এর অন্যতম পাঠক, সিলেট যেলার অধিবাসী, লণ্ডনে জনগ্রহণকারী ও স্থায়ীভাবে বসবাসকারী জনাব আব্দুল মুন'ইম গত ১৮ আগস্ট বুধবার সকাল ১০-টায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব-এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাতের জন্য মারকাযে আগমন করেন। দেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি মারকায সফরের ইচ্ছা প্রকাশ করলে সিলেট যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আব্দুছ ছবূর চৌধুরী তাকে নিয়ে আসেন। বাদ মাগরিব মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সাথে সাক্ষাতে তিনি লণ্ডনে প্রবাসী মুসলমানদের জীবন যাত্রা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আল্লাহ পাকের মেহেরবানীতে লণ্ডনে মুসলমানদের সংখ্যা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্‌র দাওয়াত অনেকটা পিছিয়ে আছে। মুহতারাম আমীরে জামা'আত এ সময়ে তাঁকে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত এক সেট বই উপহার দেন এবং লণ্ডনে মাসিক আত-তাহরীক-এর প্রচার ও গঠনতান্ত্রিক নিয়মে 'আন্দোলন'-এর কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে দাওয়াতী কাজ জোরদার করার আহ্বান জানান। তিনি যথারীতি সেখানে দাওয়াতের কাজে আত্মনিয়োগ করবেন বলে ওয়াদা দেন।

পরদিন সকালে তিনি 'আন্দোলন'-এর নায়েবে আমীর ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর অধ্যক্ষ শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। অতঃপর মাদরাসার বিভিন্ন ভবন, মাসিক আত-তাহরীক অফিস, কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি' অফিস ঘুরে ঘুরে দেখেন।

এছাড়া রাজশাহীর ঐতিহ্যবাহী সিল্ক কারখানা সহ মহানগরীর গুরুত্বপূর্ণ স্থানও ঘুরে দেখেন। মারকায পরিদর্শনে এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর বিভিন্ন মুখী সংস্কার ধর্মী কার্যক্রম দেখে তিনি খুশি হন এবং সার্বিক অগ্রগতি ও সাফল্য কামনা করেন। অতঃপর ১৯ আগস্ট বিকালে তারা ঢাকার উদ্দেশ্যে রাজশাহী ত্যাগ করেন।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/৪৪১)ঃ 'যেহার' কাকে বলে যেহারের কাফফারা কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল হামীদ
মাদারটেক, ঢাকা।

উত্তরঃ 'যেহারুন' 'যাহারুন' মাদ্দাহ থেকে এসেছে। যার অর্থ পিঠ। শারঈ পরিভাষায় 'যেহার' অর্থ হ'ল স্বামী কর্তৃক নিজ স্ত্রীকে একথা বলা যে, اَنْتِ عَلَىَّ كَظَهْرِ اُمِّىْ 'তুমি আমার উপরে আমার মায়ের পিঠের ন্যায়' (হারাম)' *(নায়লুল আওত্বার ৮/৬০; বুলূগুল মারাম পৃঃ ৩২৫, হা/১০৮৭-এর ব্যাখ্যা)*। যেহারের ফলে স্ত্রী সহবাস বা সহবাসের প্রতি ধাবিত করে এমন সকল কাজ হারাম হয়ে যায়। যেহারের কাফফারা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যেসকল লোক তাদের স্ত্রীদের সাথে যেহার করে। অতঃপর তারা সংশোধন করতে চায়, তাদেরকে স্ত্রী স্পর্শ করার পূর্বে একটি গোলাম আযাদ করতে হবে। সেটা সম্ভব না হ'লে স্ত্রীকে স্পর্শ করার পূর্বে একটানা দু'মাস ছিয়াম পালন করতে হবে। এটিও সম্ভব না হ'লে ৬০ জন মিসকীনকে খাওয়াতে হবে' *(মুজাদালা ২)*।

যদি কেউ কাফফারা আদায় না করেই স্ত্রী সহবাস করে, তবে তাকে একইভাবে কাফফারা আদায় করতে হবে। কাফফারা আদায় না করে পুনরায় স্ত্রীর নিকটবর্তী হওয়া যাবে না *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ; সনদ ছহীহ, বুলূগুল মারাম হা/১০৯১)*।

প্রশ্নঃ (২/৪৪২)ঃ নিষিদ্ধ সময়ে অর্থাৎ আছরের পর থেকে মাগরিবের পূর্ব পর্যন্ত এবং সূর্য ওঠা ও ডোবার সময় ও ঠিক দুপুরে মসজিদে প্রবেশ করলে বসার পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে হবে কি?

-আব্দুল কুদ্দুস
মুহাম্মাদপুর জামে মসজিদ, ঢাকা।

উত্তরঃ দিবা-রাত্রির যে কোন সময়ে মসজিদে প্রবেশ করলে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে হবে। আবু ক্বাতাদা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যখন তোমাদের কোন ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করবে, তখন সে যেন বসার পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭০৪)*। এটি কারণবিশিষ্ট নফল ছালাতের অন্তর্ভুক্ত, যা যেকোন সময়েই পড়া যায়। যেমন ত্বাওয়াফের ছালাত, চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের ছালাত, জানাযার ছালাত ইত্যাদি। জুম'আর খুৎবা শ্রবণ করা যরূরী হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উক্ত দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায়ের পূর্বে কাউকে মসজিদে বসে খুৎবা শুনার অনুমতি দেননি *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪১১; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ২৯)*।

প্রশ্নঃ (৩/৪৪৩)ঃ সূরা মুহাম্মাদের শেষাংশে বলা হয়েছে, 'যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। এরপর তারা তোমাদের মত হবে না'। এখানে অন্য জাতি বলতে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-লুনা
উলনিয়া, মেহেন্দীগঞ্জ, বরিশাল।

উত্তরঃ হাফেয ইবনু কাছীর বলেন, তারা এমন এক জাতি হবে, যারা আল্লাহ্র আদেশ সমূহের অনুগত হবে *(ইবনে কাছীর, সূরা মুহাম্মাদ শেষ আয়াতের তফসীর দ্রষ্টব্য)*। অত্র আয়াত দ্বারা পারস্যবাসীদেরকে বুঝানো হয়েছে বলে যে হাদীছ রয়েছে তা 'যঈফ' *(ঐ, ৪/১৯৬ পৃঃ; তিরমিযী, মিশকাত হা/৬২৪৪, 'মানাক্বিব' অধ্যায়, সনদ যঈফ)*। অনুরূপ ভাবে ইমাম আবু হানীফা এবং তাঁর সহচরদেরকে বুঝানো হয়েছে *(তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন, বঙ্গানুবাদ পৃঃ ১২৬৩)* বলে যে বিবরণ তাফসীরে মাযহারীতে রয়েছে তা ভিত্তিহীন। অতএব যারা আল্লাহ্র আদেশ পালন করবে ও তাঁর নিষেধ বর্জন করবে, তারাই এজাতির অন্তর্ভুক্ত হবে।

প্রশ্নঃ (৪/৪৪৪)ঃ কোন পুরুষ বা নারী বিবাহিত অবস্থায় যেনা করলে তাদের বিবাহ বাতিল হবে কি?

-সোহেল রানা
সাতনি-ঢেকড়া
আদমদীঘি, বগুড়া।

উত্তরঃ উক্ত অবস্থায় বিবাহ বাতিল হবে না। তবে তাদেরকে তওবা করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, নিশ্চয়ই আমি বড় ক্ষমাশীল ঐ ব্যক্তির জন্য যে তওবা করে, ঈমান আনে ও সৎ আমল করে' *(ত্বহা ৮২)*। খালেছ অন্তরে তওবা না করে মারা গেলে সে জাহান্নামী হবে।

প্রশ্নঃ (৫/৪৪৫)ঃ বেতনভুক কাজের মেয়ের সাথে দাসীর মত মেলামেশা করা যাবে কি? জনৈক ব্যক্তি যাবে বলেন এবং দলীলে কুরআনের আয়াত পেশ করেন। বিষয়টি প্রমাণ সহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-জেসমিন
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

উত্তরঃ বেতনভুক কাজের মেয়ের সাথে ক্রীতদাসীর মত মেলামেশা করা যাবে না। এমন কাজ কারো দ্বারা সংঘটিত হলে তা স্পষ্ট 'যেনা' হবে। কেননা কাজের মেয়ে দাসী নয়। তারা মুক্ত স্বাধীন মেয়ে। তারা ইচ্ছামত যেকোন সময়ে চলে যেতে পারে। তাদের সঙ্গে পর্দা করা ফরয। কুরআনে বর্ণিত সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলি ক্রীতদাসীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যা জাহেলী আরবেও তৎকালীন বিশ্বের সর্বত্র চালু ছিল। তখন দাস-দাসী ক্রয়-বিক্রয় হ'ত। তাদের কোনরূপ মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতা ছিল না। ইসলাম একে কঠিনভাবে নিরুৎসাহিত করেছে। এ বিষয়ে 'ইসলাম ও দাসপ্রথা' নামক নিবন্ধটি পাঠ করুন *(মূলঃ মুহাম্মাদ কুতুব, বেড়াজালে ইসলাম (ঢাকাঃ বুক ফোরাম ১ম সংস্করণ ১৯৭৫), পৃঃ ৩৫-৬০)*।

প্রশ্নঃ (৬/৪৪৬)ঃ আয়েশা (রাঃ)-এর বিবাহের পূর্বে তাঁকে স্ত্রী হিসাবে স্বপ্নযোগে রাসূল (ছাঃ)-কে দেখানো হয়েছিল, মর্মের কথাটি কি সত্য? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আহসান হাবীব
চরকুড়া, জামতৈল, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ কথাটি সত্য। আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বললেন, তোমাকে তিন রাত স্বপ্নযোগে আমাকে দেখানো হয়েছে। একজন ফেরেশতা তোমাকে রেশমী কাপড়ে জড়িয়ে নিয়ে আসেন এবং আমাকে বলেন, ইনি আপনার স্ত্রী। তখন আমি তোমার মুখের কাপড় খুলে দেখি তুমিই। এ সময় আমি মনে মনে বলেছিলাম এ স্বপ্ন যদি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয়, তাহ'লে অবশ্যই পূর্ণ হবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬১৭৯, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণের মর্যাদা অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৭/৪৪৭)ঃ জিবরাঈল (আঃ) আয়েশা (রাঃ)-কে সালাম দিতেন, একথা কি সত্য?

-শামীম
চরকুড়া, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ কথাটি সত্য। আবু সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হে আয়েশা ইনি জিবরাঈল, তোমাকে সালাম দিচ্ছেন। আয়েশা (রাঃ) তখন বললেন, وعليك السلام ورحمة الله। আয়েশা (রাঃ) বলেন, তিনি আমাদের দেখতে পেতেন; কিন্তু আমি তাকে দেখতে পেতাম না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬১৭৮)*।

প্রশ্নঃ (৮/৪৪৮)ঃ আয়েশা (রাঃ) কি খাদীজা (রাঃ)-কে ঈর্ষা বা হিংসা করতেন। এরূপ কোন হাদীছ থাকলে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আশরাফুল আনাম
বড়কুড়া, জামতৈল, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ হিংসা করা নাজায়েয। কিন্তু ঈর্ষা করা জায়েয। কেননা ঈর্ষা ঐ বস্তুকে বলে যা অন্যের ভাল দিকটার সাথে যুক্ত এবং এর দ্বারা ঐরূপ ভাল হওয়ার আকাংখা করা হয়। খাদীজা (রাঃ)-এর সাথে আয়েশা (রাঃ)-এর ঈর্ষা করা মর্মে ছহীহ হাদীছ রয়েছে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, খাদীজা (রাঃ)-এর প্রতি আমার যতটা ঈর্ষা হ'ত, ততটা ঈর্ষা নবী করীম (ছাঃ)-এর আর কোন স্ত্রীর প্রতি হ'ত না। অথচ তাকে আমি দেখিনি। (ঈর্ষার কারণ হচ্ছে) নবী করীম অধিকাংশ সময় তাঁর কথা বলতেন। কোন সময় ছাগল যবহ করলে তার বিভিন্ন অঙ্গ কেটে খাদীজার বান্ধবীদের জন্য হাদিয়া পাঠাতেন। আমি কখনও কখনও নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতাম মনে হয় দুনিয়াতে খাদীজা ব্যতীত আর কোন স্ত্রীলোক নেই। তিনি বলতেন, নিশ্চয়ই সে এরূপ এরূপ ছিল। আর তার পক্ষ থেকেই আমার সন্তানাদি রয়েছে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬১৭৭)*।

প্রশ্নঃ (৯/৪৪৯)ঃ 'আল্লাহ্‌র রাস্তায় এক রাত পাহারা দেওয়া এক হাযার বছর রাতে ইবাদত করা এবং দিনে ছিয়াম পালন করার চেয়েও উত্তম'। উক্ত মর্মের হাদীছটি ছহীহ কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবু তাহের
পল্লী বিদ্যুৎ অফিস, ঠাকুরগাঁ।

উত্তরঃ উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি মওযূ বা জাল *(যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৬০৯, সিলসিলা যঈফাহ হা/১২৩৪)*।

প্রশ্নঃ (১০/৪৫০)ঃ আমি কলা বাগান বিক্রি করে ১৪,০০০/= টাকা পেয়েছি। উক্ত টাকা থেকে আমাকে কত টাকা যাকাত দিতে হবে?

-আশরাফ আলী
দুবইল, নারায়ণপুর, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ উক্ত টাকা এক বছর থাকলে এবং নিছাব পরিমাণ হ'লে তাতে যাকাত দিতে হবে। স্বর্ণের নিছাব (সাড়ে সাত ভরি) হিসাবে ধরলে উক্ত টাকায় যাকাত আসে না।

প্রশ্নঃ (১১/৪৫১)ঃ এশার ছালাত শেষে বিতরের পূর্বে তাহাজ্জুদের নিয়তে চার রাক'আত নফল ছালাত আদায় করলে তা তাহাজ্জুদের স্থলাভিষিক্ত হবে কি?

-আহমাদ
টুঙ্গীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ বিতরের পূর্বে তাহাজ্জুদের নিয়তে চার রাক'আত নফল ছালাত আদায় করলে তা তাহাজ্জুদের স্থলাভিষিক্ত হবে এর প্রমাণে কোন ছহীহ হাদীছ দেখা যায় না। তবে এশা ও বিতরের পর দু'রাক'আত ছালাত আদায় করলে তা রাতের ছালাতের স্থলাভিষিক্ত হ'তে পারে বলে হাদীছে এসেছে। ছাওবান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, নিশ্চয়ই রাতে ছালাত আদায় করা কষ্টকর কাজ। অতএব যখন তোমাদের কেউ বিতর পড়ে নিবে, অতঃপর সে যেন দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে। যদি রাতে উঠতে পারে, তাহ'লে তাহাজ্জুদ পড়বে। নইলে এই দু'রাক'আত তার রাতের ছালাত হিসাবে গণ্য হবে' *(দারেমী, মিশকাত, হাদীছ ছহীহ হা/১২৮৬)*। ছাহেবে মির'আত অন্য হাদীছের বরাতে বলেন, বিষয়টি সফরের জন্য খাছ' *(মির'আত ৪/২৯৮ হা/১২৯৪-এর ব্যাখ্যা 'বিতর' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১২/৪৫২)ঃ যদি বাড়ীর নিকটে বিদ'আত পন্থীদের মসজিদ থাকে, আর দূরে ছহীহ হাদীছ পন্থীদের মসজিদ থাকে, তাহ'লে নিকটের মসজিদ ছেড়ে দূরের মসজিদে যাওয়া যাবে কি?

-ফায়ছাল
দত্তবাগ, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ এমতাবস্থায় নিকটস্থ মসজিদে ছালাত আদায় করা যাবে। যদি তাদের ইমাম ছহীহ হাদীছের বিরোধী তরীকায় ছালাত আদায় করায়, তবে তার গোনাহ উক্ত ইমামের উপরে বর্তাবে, মুক্তাদীর উপরে নয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যারা তোমাদের ছালাত আদায় করাবে, তারা যদি ঠিকমত আদায় করায়, তাহ'লে

তোমাদের নেকী হবে। আর যদি তারা বেঠিক করে, তাহ'লে তোমাদের নেকী হবে এবং তাদের গুনাহ হবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/১১৩৩)*। তবে নিয়মিতভাবে এখানে ছালাত আদায় করা যাবে না। কেননা এর দ্বারা প্রকারান্তরে মুনকারকে সমর্থন করা হয় ও বিদ'আতীকে সম্মান করা হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি বিদ'আতীকে সম্মান করল, সে ইসলাম ধ্বংসে সহায়তা করল' *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/১৮৯ হাদীছ হাসান)*।

প্রশ্নঃ (১৩/৪৫৩)ঃ ফজরের আযানের পূর্বে মাইকে নবীর উপরে ১০০ বার দরূদ পাঠ করা হয়, যেমন আছ-ছালাতু ওয়াস সালামু ইয়া রাসূলুল্লাহ ইত্যাদি

-মুযাফফর
আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ এগুলি বিদ'আতী রেওয়াজ মাত্র। শরী'আতে এর কোন ভিত্তি নেই। শুধু ফজর নয়, কোন আযানের পূর্বেই দরূদ পাঠ, কুরআন পাঠ বা আহ্বানসূচক অন্য কিছু পাঠ করা বা বক্তব্য রাখা কিছুরই কোন ভিত্তি নেই। ইসলামের স্বর্ণযুগে এগুলির কোন রেওয়াজ ছিল না।

দ্বিতীয়তঃ ফজরের পূর্বে মাইকে শব্দ করে এসব করা মারাত্মক অপরাধের শামিল। এর ফলে ঐ সময় মানুষের ঘুমে ব্যাঘাত ঘটানো হয়, রোগীদের কষ্ট দেওয়া হয়, তাহাজ্জুদ গোযার মুছল্লীদের ছালাতে বিঘ্ন ঘটানো হয়। তৃতীয়তঃ ঐসব দরূদের শব্দগুলি পরবর্তীকালে তৈরী, যা ছহীহ হাদীছে নেই। চতুর্থতঃ ছালাতে আহ্বানের জন্যই আযানের সৃষ্টি। অথচ সেই আযানের পূর্বে অন্য কিছু বলে লোক জাগানো নিঃসন্দেহে আযানের সুন্নাতকে অবজ্ঞা করার শামিল।

প্রশ্নঃ (১৪/৪৫৪)ঃ কুলক্ষণ কি? কুলক্ষণের শারঈ বিধান কি?

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ
সারিয়াকান্দি, বগুড়া।

উত্তরঃ আরবরা যাত্রার প্রাক্কালে বা অন্য কাজের প্রারম্ভে পাখি উড়িয়ে দিয়ে তার শুভাশুভ লক্ষণ নির্ণয় করত। পাখি ডান দিকে গেলে শুভ মনে করে সে কাজে নেমে পড়ত। আর বামে গেলে অশুভ মনে করে তা হ'তে বিরত থাকত। একেই আরবীতে شؤم বা কুলক্ষণ বলা হয়। 'কুলক্ষণ' সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'যখন ফের'আউন ও তার প্রজাদের কোন কল্যাণ দেখা দিত, তখন তারা বলত, এটা আমাদের জন্য হয়েছে। আর যদি কোন অকল্যাণ হ'ত, তারা তখন মূসা ও তাঁর সাথীদের অলক্ষণ বলে গণ্য করত' *(আ'রাফ ১৩১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, اَلطِّيَرَةُ شِرْكٌ। 'কুলক্ষণে বিশ্বাস করা শিরক' *(মুসলিম হা/২৯৮৫)*। উক্ত মর্মে আরও বহু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। আমাদের দেশে অনুরূপ বহুবিধ কুলক্ষণের বিষয় চালু আছে। যেগুলি থেকে দূরে থাকা কর্তব্য *(দ্রঃ মিশকাত হা/৪৫৭৬-৭৮ মুত্তাফাক্ব আলাইহ ও বুখারী)*।

প্রশ্নঃ (১৫/৪৫৫)ঃ অধিক মসজিদ নির্মাণ করা নাকি ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত? এ বিষয়ে জানতে চাই।

-আব্দুল বারী
মিরগঞ্জ, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ উল্লিখিত বক্তব্য সঠিক নয়। বরং মুছল্লীর সংখ্যা বাড়লে মসজিদের সংখ্যা বাড়বে, এটাই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে সঠিক কথা হচ্ছে, মানুষ গর্ব করে ও যথার্থ প্রয়োজন ছাড়াই মসজিদ তৈরী করলে, সেটি ক্বিয়ামতের আলামত সমূহের মধ্যে একটি হ'তে পারে। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'ক্বিয়ামতের আলামত সমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে, মানুষ পরস্পরের মসজিদ নিয়ে গর্ব করবে' *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, দারেমী, ইবনু মাজাহ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৭১৯ 'মসজিদ ও ছালাতের স্থান সমূহ' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১৬/৪৫৬)ঃ আমরা নদীর ধারে বসবাস করি এবং সর্বদা নদীতে গোসল করি। 'জানাবাত'-এর গোসলের ক্ষেত্রেও একইভাবে নদীতে গোসল করে নিয়ে পরে ওযূ করে ছালাত আদায় করি। এরূপ করা জায়েয হবে কি?

-আব্দুল জব্বার
ফতেহপুর, গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ নিয়ত সহকারে প্রথমে দুই হাত ধুয়ে লজ্জাস্থান ছাফ করে, অতঃপর পূর্ণাঙ্গ ওযূ করে গোসল করাটাই হ'ল সুন্নাত সম্মত ও পূর্ণাঙ্গ গোসল। তবে ফরয গোসলের নিয়তে নদীতে ডুব দিলে বা অন্য যেকোন পন্থায় সর্বাঙ্গে পানি পৌঁছালে ও নাপাকী রগড়িয়ে ছাফ করলে ওয়াজিব গোসল আদায় হয়ে যাবে। কেননা আল্লাহ বলেন, وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا 'যদি তোমরা নাপাক হও, তাহ'লে পবিত্রতা হাছিল কর' *(মায়েদাহ ৬)*। এক্ষণে যদি গোসলের পূর্বে ওযূ না করে থাকে, তবে ছালাতের জন্য তাকে পুনরায় ওযূ করতে হবে। কেননা ছালাতের জন্য ওযূ করা শর্ত *(মায়েদাহ ৬; আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম প্রশ্ন নং ১৬১, নায়লুল আওত্বার ১/৩৬৭, ৩৭০)*।

প্রশ্নঃ (১৭/৪৫৭)ঃ আমি একজন মুদীর দোকানদার। নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করি। হালাল বস্তু ক্রয়-বিক্রয় করি। কিন্তু বিড়ি-সিগারেট না রাখলে গ্রাহক কমে যায়। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি?

-এহসানুল্লাহ
সাহেব বাজার, রাজশাহী।

উত্তরঃ হালাল-হারাম মিশ্রিত বস্তু দ্বারা ব্যবসা করা উচিৎ নয়। শুধুমাত্র হালাল বস্তুর ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করতে হবে। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে, 'আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল করেছেন ও নিষিদ্ধ করেছেন হারাম বস্তু সমূহ' *(আ'রাফ ১৫৭)*।

যেহেতু বিড়ি-সিগারেট ক্ষতিকর দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত সেহেতু এগুলি ক্রয়-বিক্রয় বর্জন করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ 'ক্ষতি নয়, ক্ষতিকারিতাও নয়' অর্থাৎ নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না এবং কাউকে ক্ষতি করবে না। বিড়ি-সিগারেটের ধোঁয়া পান করা বিষ পান করার শামিল, যা স্বাস্থ্য বিজ্ঞান দ্বারা স্বীকৃত। এমনকি ধূমপানকারীর চাইতে অধূমপায়ী ব্যক্তি বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দ্বিতীয় কারণ এর উৎস হ'ল তামাক। যা মাদকের উৎস। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যার বেশী পরিমাণে মাদকতা আসে তার কম পরিমাণও হারাম' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৬৪৫; মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৩৮ 'মদের বর্ণনা' অনুচ্ছেদ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, 'যে বস্তুটি হারাম তার মূল্যও হারাম' *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৩৪৮৫ ও ৩৪৮৮ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)*। কাজেই গ্রাহক কমে গেলেও হালাল ব্যবসার মধ্যে অবশ্যই বরকত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ পবিত্র। তিনি পবিত্র বস্তু ভিন্ন কবুল করেন না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়, 'হালাল উপার্জন' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৮/৪৫৮)ঃ ইমাম 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বললে মুক্তাদীগণও কি তা বলতে পারে?

-আলহাজ্জ মুজীবুর রহমান বিশ্বাস
সারাংপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ জামা'আতে ছালাত আদায়ের সময় মুক্তাদীগণও 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলতে পারেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাঁর অনুসরণের জন্য' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৩৯ 'মুক্তাদী ও মাসবুক-এর কি করণীয়' অনুচ্ছেদ)*। তবে কেউ 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' না বলে শুধু 'রব্বানা লাকাল হাম্‌দ' কিংবা 'আল্লা-হুম্মা রব্বানা লাকাল হামদ'ও বলতে পারেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৩৮, ১১৩৯; দ্রঃ এপ্রিল ২০০১ প্রশ্নোত্তর ২১/২৩১)*।

প্রশ্নঃ (১৯/৪৫৯)ঃ জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে দুই তোহরে দুই তালাক দিয়েছে। এভাবে দশ বছর অতিবাহিত হয়। স্বামী এখন তাকে ফিরিয়ে নিতে চায়। ফিরিয়ে নিতে পারবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সাঈদুল বারী
এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা ১০০০।

উত্তরঃ দুই তোহরে দুই তালাক প্রদানের পর ইদ্দত পার হয়ে গেলে স্বামী তাকে নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফিরিয়ে নিতে পারবে। আল্লাহ তা'আলা দুই তালাক পর্যন্ত স্ত্রী ফেরত নেওয়ার সুযোগ রেখেছেন *(বাক্বারাহ ২২৯)*। তবে তিন তোহরে তিন তালাক প্রদান করলে এ সুযোগ বন্ধ হয়ে যায় *(বাক্বারাহ ২৩০; আবুদাঊদ, নাসাঈ, ইরওয়া হা/২০৮০)*। এক বা দুই তালাক দেওয়ার পরে তিন ঋতুর মধ্যে স্ত্রী ফেরত নিলে নতুন বিবাহের প্রয়োজন নেই। কিন্তু ইদ্দত পার হয়ে গেলে নতুন বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রী ফেরত নিতে পারবে *(বাক্বারাহ ২৩২)*।

উল্লেখ্য যে, একই তোহরে একাধিক তালাক দিলে তা এক তালাকে রাজ'ঈ হিসাবে গণ্য হয় এবং ইদ্দত কালের মধ্যে রাজ'আতের মাধ্যমে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারে। কিন্তু ইদ্দত শেষ হ'লে নতুন বিবাহের মাধ্যমে স্বামী তাকে ফিরিয়ে নিতে পারে *(মুসলিম, হা/১৪৭২-৭৩; দ্রঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত তালাক ও তাহলীল পৃঃ ৩৪-৪০)*।

প্রশ্নঃ (২০/৪৬০)ঃ কোন ভীতিকর স্থানে যাত্রা করলে কোন্ দো'আ পড়তে হয়?

-শহীদুল ইসলাম
বিড়লডাঙ্গা, রসূলপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ঘর হ'তে বের হলে প্রথমে এই দো'আটি পড়তে হয়ঃ

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ وَلاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ-

অর্থঃ আল্লাহ্‌র নামে (বের হচ্ছি), তাঁর উপরে ভরসা করছি। নেই কোন ক্ষমতা, নেই কোন শক্তি আল্লাহ ব্যতীত' *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৫০৯৫; তিরমিযী, মিশকাত হা/২৪৪৩ 'বিভিন্ন সময়ের দো'আ' অনুচ্ছেদ)*। নতুন গন্তব্যস্থল কিংবা অন্য কোন ভীতিকর স্থানে নামার পর নিম্নের দো'আটি পড়তে হয়-

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَاخَلَقَ-

'আমি আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ কালেমা সমূহের মাধ্যমে তার সৃষ্টির যাবতীয় অনিষ্ট হ'তে পানাহ চাচ্ছি' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৪২২ ঐ)*। এ ছাড়াও শত্রুর ভয় থাকলে নিম্নের দো'আটি পড়তে হয়।

اَللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِىْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ،

'হে আল্লাহ! আমরা আপনাকে শত্রুদের মুকাবেলায় পেশ করছি এবং তাদের অনিষ্ট সমূহ হ'তে আপনার নিকটে পানাহ চাচ্ছি *(আহমাদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৪৪১ 'ছালাতুর রাসূল ১৪১-৪২ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২১/৪৬১)ঃ পুরুষ বক্তা মহিলাদের মাঝে পর্দার আড়াল থেকে আলোচনা করতে পারে কি?

-মুহাম্মাদ তাজুল ইসলাম
হরিপুর, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ছহীহ দলীলের ভিত্তিতে দ্বীনী আলোচনা করার জন্য পর্দার আড়াল থেকে পুরুষ বক্তা মহিলাদের উদ্দেশ্যে আলোচনা করতে পারে। বরং দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য এ ধরনের বৈঠক করা যরূরী। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন যে, একদা জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে

এসে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! পুরুষেরা আপনার সব হাদীছ নিয়ে গেল। এক্ষণে আমাদেরকে আপনি নিজের থেকে একটি দিন নির্দিষ্ট করে দিন, যে দিন আমরা আপনার নিকটে আসব এবং আপনি আমাদেরকে শিক্ষা দিবেন, যা আল্লাহ আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন। তখন রাসূল (ছাঃ) তাদের জন্য একটি দিন ও স্থান নির্দিষ্ট করে দেন ও সেখানে তিনি আগমন করেন। অতঃপর তাদেরকে শিক্ষা দেন যা আল্লাহ তাকে শিক্ষা দিয়েছেন' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৭৫৩; ঐ বঙ্গানুবাদ হা/১৬৬১ 'জানাযা' অধ্যায় 'মৃতের জন্য রোদন' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২২/৪৬২)ঃ আল্লাহ তা'আলা সব অসুখের ঔষধ সৃষ্টি করেছেন কথাটি কি সঠিক?

-সোহরাব হোসাইন
মহিষখোঁচা, আদিতমারী, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ কথাটি সঠিক। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা যে অসুখ সৃষ্টি করেছেন সে অসুখের প্রতিষেধকও সৃষ্টি করেছেন' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৫১৪ 'চিকিৎসা ও ঝাড়ফুঁক' অনুচ্ছেদ)*। জাবির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'প্রতিটি অসুখের জন্য ঔষধ রয়েছে' ... *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫১৫ ঐ)*।

প্রশ্নঃ (২৩/৪৬৩)ঃ আমি নতুন বিবাহ করেছি। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে পরামর্শ করলাম সন্তান-সন্ততি ফেৎনা ছাড়া কিছুই নয়। তাই সারা জীবন নিঃসন্তান অবস্থায় কাটিয়ে দিতে চাই। আমাদের এই চাওয়াটা কি ঠিক হয়েছে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
হোসনাবাদ, সরিষাবাড়ী, জামালপুর।

উত্তরঃ সন্তান-সন্ততি ফিৎনা নয়, বরং আল্লাহ প্রদত্ত নে'মত বা বিশেষ অনুগ্রহ। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য ও সুখ-শান্তির উপাদান' *(কাহ্‌ফ ৪৬)*।

সন্তান-সন্ততি হচ্ছে বংশ রক্ষার মাধ্যম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের নিজ সত্তা থেকেই জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের এই জোড়া থেকেই তোমাদের জন্য সন্তান-সন্ততি ও পৌত্র-পৌত্রী সৃষ্টি করেছেন' *(নাহ্‌ল ৭২)*।

কুরআনে যে মাল-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিকে 'ফিৎনা' বলা হয়েছে' *(আনফাল ২৮)*, তার অর্থ হ'ল 'পরীক্ষা'। এর মায়া-মহব্বতের ফাঁদে পড়ে যেন মানুষ তার সৃষ্টিকর্তা ও রূযিদাতা আল্লাহ্‌র অবাধ্য না হয়ে যায়। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) অধিক প্রেমময়ী ও অধিক সন্তান দানকারিণী মহিলাদের বিবাহ করতে নির্দেশ দিয়েছেন *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৩০৯১ 'বিবাহ' অধ্যায়)*। অতএব উক্ত সিদ্ধান্ত অনতিবিলম্বে পরিবর্তন করতে হবে এবং এ ধরনের শরী'আত বিরোধী সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য খালেছ অন্তরে আল্লাহ্‌র নিকটে তওবা করতে হবে।

প্রশ্নঃ (২৪/৪৬৪)ঃ ছালাত শেষের সালাম কাকে দেওয়া হয়? দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ
রঘুনাথপুর, পাংশা, রাজবাড়ী।

উত্তরঃ ছালাত শেষের সালাম, ফেরেশতা, নবীগণ এবং তাদের অনুসারী মুমিন-মুসলিমদের উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়। আছিম ইবনু সামুরা (রাঃ) বলেন, আমি আলী (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দিনের নফল ছালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, আপনারা কি তা পালন করতে পারবেন? আমরা বললাম, আপনি বলুন আমরা সাধ্যমত পালন করব। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূর্য ঢলে যাওয়া মাত্র যোহরের পূর্বে চার রাক'আত, পরে দু'রাক'আত এবং আছরের পূর্বে চার রাক'আত নফল ছালাত আদায় করতেন। প্রত্যেক দু'রাকা'আত পর নিকটতম ফেরেশতা, নবীগণ এবং তাদের অনুসারী মুমিন-মুসলমানদের উপর সালাম করতেন *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ হা/৯৬০, সনদ হাসান, মিশকাত হা/১১৭১ 'ছালাতের সুন্নাত ও তার ফযীলত' অনুচ্ছেদ; দ্রঃ মার্চ ২০০২ প্রশ্নোত্তর ১২/১৮৭)*। এর অর্থ এটা নয় যে, এক সালামে চার রাক'আত সুন্নাত পড়া যাবে না। অন্য হাদীছে এর প্রমাণ রয়েছে। তাছাড়া আছরের পূর্বের সুন্নাত মুওয়াক্কাদাহ নয়।

প্রশ্নঃ (২৫/৪৬৫)ঃ একটি সূরা পড়ার পর অন্য সূরা পড়ার আগে কেন 'বিসমিল্লা-হির রহমানির রহীম' পড়া হয়?

-ছাদেক আলী
কালীগঞ্জ, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।

উত্তরঃ দু'টি সূরার মধ্যে পার্থক্য নিরুপণ করার জন্যই মূলতঃ 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' পড়া হয়। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সূরার পার্থক্য বুঝতে পারেননি' *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৭৮৮)*।

প্রশ্নঃ (২৬/৪৬৬)ঃ পরপুরুষের বীর্য গ্রহণ করে অনেক নারী সন্তান-সন্ততির মা হচ্ছেন এটা কি করা যাবে?

-আনোয়ার হোসাইন
সিতাইকুণ্ড, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ কোন নারী কোন পরপুরুষের বীর্য গর্ভে ধারণ করতে পারে না। কারণ এটা স্পষ্ট যেনা *(মু'মিনূন ৭)*। উক্ত সন্তান জারজ হিসাবে গণ্য হবে এবং সে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হবে।

প্রশ্নঃ (২৭/৪৬৭)ঃ জুম'আর খুৎবা দেওয়ার জন্য পাঁচ স্তর বিশিষ্ট মিম্বর তৈরী করা হয়েছে। এখনও মসজিদে উঠানো হয়নি। এরূপ মিম্বরের উপর খুৎবা দেওয়া শরী'আত সম্মত হবে কি?

-গোলাম কিবরিয়া
হাকীমপুর, হিলি, দিনাজপুর।

উত্তরঃ পাঁচ স্তর বিশিষ্ট মিম্বর সুন্নাতের বরখেলাফ। মিম্বর

তিন স্তর বিশিষ্ট হওয়া সুন্নাত। আব্দুল আযীয ইবনু আবু হাযেম বলেন, কাঠের মিম্বরটি ছিল তিন স্তর বিশিষ্ট *(মুসলিম, আওনুল মা'বূদ ৩/২৯৫-৯৬ পৃঃ 'মিম্বর' অনুচ্ছেদ)*। তুফাইল ইবনু উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) তাঁর পিতা হ'তে বর্ণনা করেন, জনৈক ছাহাবী বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনার জন্য কি একটি মিম্বর তৈরী করব? যার উপর দাঁড়িয়ে আপনি খুৎবা দিবেন এবং জুম'আর দিন আপনার খুৎবা মানুষকে শুনাবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ (তাই করা হোক)। তখন তাঁর জন্য তিন স্তর বিশিষ্ট একটি মিম্বর তৈরী করা হ'ল *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১৪৩৫ 'ছালাত' অধ্যায় 'মিম্বরের শুরু অবস্থা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৮/৪৬৮)ঃ জনৈক বক্তার মুখে শুনলাম, শা'বান মাসের প্রথম থেকে পনেরো তারিখ পর্যন্ত যতটা ইচ্ছা ছিয়াম পালন করা যায়। শুধু পনেরো তারিখ ছিয়াম রাখার সঠিক কোন প্রমাণ নেই। কথাটি আমার কাছে নতুন মনে হ'ল। সঠিকটি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল গণী
কৈবর্ত্ত গ্রাম, গোয়ালা, নওগাঁ।

উত্তরঃ বক্তার বক্তব্য হাদীছের অনুকূলে হওয়ায় সঠিক। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে রামাযান ব্যতীত অন্য কোন মাসে শা'বানের ন্যায় এত অধিক ছিয়াম পালন করতে দেখিনি। শেষের দিকে তিনি মাত্র কয়েক দিন ছিয়াম ত্যাগ করতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩৬)*। অন্য হাদীছে এসেছে, 'যখন শা'বানের অর্ধেক হবে তখন তোমরা ছিয়াম রেখো না' *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৯৭৪)*। তাছাড়া ১৫ তারিখ উপলক্ষে রাতে ইবাদত করা আর দিনে ছিয়াম পালন করা মর্মে কোন ছহীহ হাদীছ নেই। এ মর্মে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে সবই যঈফ ও জাল *(বিস্তারিত আলোচনা দেখুনঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত 'শবেবরাত' বই)*। উল্লেখ্য, যারা প্রতি আরবী মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে 'আইয়ামে বীযে'র ছিয়াম পালন করেন, তারা শা'বান মাসেও উক্ত নিয়তেই পালন করবে (শবেবরাতের নিয়তে নয়)' *(নাসাঈ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২০৫৭)*।

প্রশ্নঃ (২৯/৪৬৯)ঃ অনেকেই দেখা যায় তাসবীহ দানার মাধ্যমে তাসবীহ পাঠ করেন। এ সম্পর্কে শরী'আতের দলীল জানতে চাই।

-আব্দুল আযীয
চরকোল, গোপালপুর, ঝিনাইদহ।

উত্তরঃ প্রচলিত তাসবীহ দানার মাধ্যমে তাসবীহ পাঠ করার কোন ছহীহ হাদীছ নেই। এ সম্পর্কে দু'একটি হাদীছ বর্ণিত হ'লেও তার কোনটি জাল কোনটি যঈফ *(দেখুনঃ আলবানী, তাহ্ক্বীক্ব মিশকাত হা/২৩১১; সিলসিলা যঈফাহ হা/১০০২)*। তবে আঙ্গুলের মাধ্যমে তাসবীহ পাঠ করা সম্পর্কে একাধিক ছহীহ হাদীছ রয়েছে। যেমন- ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আঙ্গুলের মাধ্যমে তাসবীহ পাঠ করতে দেখেছি *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী ২/১৮৬ পৃঃ)*। অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা আঙ্গুল দ্বারা তাসবীহ গণনা কর। কারণ ক্বিয়ামতের দিন আঙ্গুলগুলিকে জিজ্ঞেস করা হবে ও বলার শক্তি দান করা হবে' *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত ২৩১৬)*। অতএব আঙ্গুলের মাধ্যমে তাসবীহ গণনা করাই শরী'আত সম্মত এবং তাসবীহ দানার মাধ্যমে গণনা বর্জনীয়।

প্রশ্নঃ (৩০/৪৭০)ঃ আযান শেষে মুওয়াযযিন জোরে জোরে মাইকে আযানের দো'আ পাঠ করেন। এটা কি শরী'আত সম্মত?

-কামরুল হাসান
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ আযানের দো'আ আযানের ন্যায় জোরে জোরে পাঠ করা নাজায়েয। যেকোন দো'আ নীরবে বা চুপে চুপে পাঠ করা শরী'আত সম্মত *(আ'রাফ ৫৫, ২০৫, ইস্রা ১১০)*। আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, একদা আমরা রাসূলের সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। এ সময় লোকেরা জোরে জোরে তাকবীর দিতে থাকলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা শান্ত হও! তোমরা নিশ্চয়ই কোন বধির ও অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছ না। নিশ্চয়ই তোমরা এমন সত্তাকে আহ্বান করছ, যিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। তিনি তোমাদের সাথেই আছেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৩০২ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়)*। অতএব মাইক লাগিয়ে চিৎকার দিয়ে দো'আ পাঠ করা নিঃসন্দেহে নাজায়েয। এ থেকে বিরত থাকা কর্তব্য।

প্রশ্নঃ (৩১/৪৭১)ঃ ইংরেজী 'সিল্ক' শব্দের অর্থ রেশম। শুনেছি পুরুষেরা রেশমের পোষাক ব্যবহার করতে পারে না। তাহ'লে সিল্কের তৈরী পোশাক যেমন পাঞ্জাবী, সার্ট ইত্যাদি পুরুষেরা ব্যবহার করতে পারবে কি?

-আব্দুল্লাহিল কাফী
মালঞ্চী ডিগ্রী কলেজ
বাগাতিপাড়া, নাটোর।

উত্তরঃ রেশমের তৈরী যাবতীয় পোশাক পুরুষের ব্যবহার করা হারাম। কারণ ইসলাম পুরুষের জন্য রেশমকে হারাম করেছে। আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার উম্মতের পুরুষের উপর রেশম-এর পোশাক এবং স্বর্ণ হারাম করা হয়েছে, আর নারীদের উপর হালাল করা হয়েছে' *(তিরমিযী ১/১৩২ পৃঃ; নাসাঈ ২/২৮৫ পৃঃ, সনদ ছহীহ)*। হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) আমাদেরকে মিহি ও মোটা রেশমী কাপড় পরিধান করতে ও তার উপর বসতে নিষেধ করেছেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩২১)*।

প্রশ্নঃ (৩২/৪৭২)ঃ 'যখন মধ্য শা'বান আসবে তখন তোমরা রাত্রিতে ইবাদত করবে এবং দিনে ছিয়াম পালন করবে। কারণ আল্লাহ ঐ দিন পৃথিবীর আসমানে নেমে এসে বলেন, কে আছ ক্ষমাপ্রার্থী আমি তাকে ক্ষমা করব, কে আছ রূযীপ্রার্থী আমি তাকে রূযী দেব...'। জনৈক

মাওলানা শবেবরাতের ফযীলতে উক্ত হাদীছটি বর্ণনা করলেন, হাদীছটি কি ছহীহ।

-নাফিউল ইসলাম
করখণ্ড, মাড়িয়া, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ উল্লিখিত হাদীছটি নিতান্তই যঈফ। এতে দু'টি কারণ নিহিত রয়েছে। প্রথমতঃ এর সনদে ইবনু আবী সাবরাহ নামক একজন রাবী আছে, যে হাদীছ জাল করার অভিযোগে অভিযুক্ত। দ্বিতীয়তঃ হাদীছটি ছহীহ বুখারী, মুসলিম এবং অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে বর্ণিত প্রায় ৩০ জন ছাহাবী কর্তৃক বর্ণিত ছহীহ হাদীছের সরাসরি বিরোধী *(ছহীহ বুখারী, পৃঃ ১৫০, ৯৩৬; মুসলিম হা/৭৫৮; ইবনু মাজাহ হা/১৩৬৬)*। অর্থাৎ এ সমস্ত হাদীছে প্রতি রাতেই আল্লাহ তা'আলার নিম্ন আকাশে অবতরণের কথা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু প্রশ্নে বর্ণিত হাদীছে শুধু শা'বানের মধ্য রাত্রির কথা বলা হয়েছে। অতএব উক্ত হাদীছ কোন মতেই গ্রহণযোগ্য নয়। উল্লেখ্য, শা'বানের মধ্য রাতে ইবাদত করা ও দিনে ছিয়াম রাখা সম্পর্কে বা সেদিনের ফযীলত সংক্রান্ত কোন ছহীহ বর্ণনা নেই *(বিস্তারিত দেখুনঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত 'শবেবরাত' বই)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/৪৭৩)ঃ মাসিক আত-তাহরীক-এর গত এপ্রিল ২০০৪ সংখ্যায় ২৪ নং প্রশ্নোত্তরে বলা হয়েছে, 'কুরআন ভুলে গেলে গোনাহ হবে না'। অথচ তিরমিযী আবুদাঊদের হাদীছে রয়েছে, সবচেয়ে বড় গোনাহ হবে। সঠিক ফায়ছালা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আনজুমান আরা বেগম
সারিয়াকান্দী, বগুড়া।

উত্তরঃ আত-তাহরীক-এর উত্তরই সঠিক। তিরমিযী, আবুদাঊদে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ হওয়ায় তা গ্রহণযোগ্য নয় *(আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৭২০ 'মসাজিদ সমূহ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/৪৭৪)ঃ মাছরাঙ্গা, ডাহুক, দোয়েল, সাদা সারস (শালিক), লাল সারস, কাঠালী পাখি খাওয়া যাবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্বাস
আলাদীপুর দারুল হুদা সালাফিইয়াহ মাদরাসা
সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তরঃ উল্লিখিত পাখিগুলির মধ্যে যেগুলি পায়ের নখ দ্বারা শিকার করে খায়, সেগুলি খাওয়া নিষিদ্ধ। অন্যথায় হালাল হবে। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যেকোন তীক্ষ্ণ দাঁতবিশিষ্ট হিংস্র জানোয়ার এবং ধারাল নখ বিশিষ্ট পাখি খেতে নিষেধ করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪১০৫)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/৪৭৫)ঃ টয়লেটে গিয়ে হাঁচি আসলে নাকি মুখে উচ্চারণ না করে মনে মনে হাঁচির উত্তর দেয়া যাবে। কথাটি নতুন শুনলাম। কতটুকু সত্য জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহসিন আকন্দ
জোরবাড়ীয়া, ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ।

উত্তরঃ টয়লেটে গিয়ে হাঁচি আসলে উত্তর না দেওয়াই উত্তম। এ সময় আল্লাহ্র যিকর থেকে বিরত থাকতে হয়। এছাড়া পেশাব-পায়খানার সময়ও তিনি সালামের উত্তর দিতেন না *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৬৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পেশাব-পায়খানার কাজ শেষ করার পর غُفْرَانَكَ পড়াই প্রমাণ করে যে, তিনি এ সময় আল্লাহ্র যিকির হ'তে বিরত থাকতেন *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, দারেমী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩৫৯)*। অর্থাৎ দীর্ঘক্ষণ তাঁর স্মরণ হ'তে বিরত থাকার কারণে তিনি আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। তবে অন্য হাদীছে রয়েছে, তিনি সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করতেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫৬)*। এর আলোকে কেউ কেউ বলেছেন, মুখে উচ্চারণ না করে মনে মনে হাঁচির উত্তর দিতে পারে *(আলোচনা দ্রঃ ছহীহ মুসলিম শরহ নববী, ১/১৬২ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/৪৭৬)ঃ হাত-পায়ের নখ কাটার সময় কোন আঙ্গুল থেকে আরম্ভ করতে হবে? নখ কাটার সময় কোন দো'আ থাকলে পত্রিকার মাধ্যমে জানাবেন।

-শাফা'আত
সোনামুই, বাদুড়িয়া, টাংগাইল।

উত্তরঃ নখ কাটার সময় কোন দিক থেকে আরম্ভ করতে হবে এ মর্মে কোন ছহীহ হাদীছ নেই। তবে ইমাম নববী (রহঃ) তাঁর মুসলিম শরীফের ভাষ্যে একটি নিয়ম উল্লেখ করেছেন। যেমন- প্রথমে হাতের আঙ্গুল দ্বারা শুরু করবে। ডান হাতের শাহাদাত বা তর্জনী আঙ্গুল থেকে শুরু করে পরস্পর কনিষ্ঠ পর্যন্ত, অতঃপর বৃদ্ধ আঙ্গুল দ্বারা শেষ করবে। অনুরূপ বাম হাতের কনিষ্ঠ থেকে শুরু করে বৃদ্ধ আঙ্গুল দ্বারা শেষ করবে। আর পায়ের ক্ষেত্রে ডান পায়ের কনিষ্ঠ থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত, অতঃপর বাম পায়ের বৃদ্ধ থেকে আরম্ভ করে কনিষ্ঠ দিয়ে শেষ করবে' *(মুসলিম শরহ নববী ১/১২৯ পৃঃ)*। এ সময় দো'আ পড়ার কোন দলীল পাওয়া যায় না। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যেহেতু প্রত্যেক ভাল কাজের প্রথমে بسم الله পড়তেন, সেহেতু শুরুতে بسم الله পড়া উচিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রত্যেক কাজ ডান থেকে শুরু করতেন *(বুখারী, মিশকাত হা/৪০০)* কাজেই ডান ও ডান পায়ের কনিষ্ঠ থেকে শুরু করা উচিত।

প্রশ্নঃ (৩৭/৪৭৭)ঃ 'আমি একে নাযিল করেছি এক বরকতময় রজনীতে, নিশ্চয়ই আমি সতর্ককারী। এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়' (দুখান ৩-৪)। আমাদের দেশের অধিকাংশ আলেম উক্ত আয়াতের 'বরকতময় রজনীর' অর্থ করেন 'শবেবরাত'। এমনকি টিভিতেও বলা হয়। এর সঠিক ব্যাখ্যা জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ শমশের
মল্লিকপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত আয়াতে বর্ণিত 'বরকতময় রজনী' দ্বারা শবেবরাতকে সাব্যস্ত করা চরম অন্যায় এবং কুরআন-সুন্নাহ্র বিরুদ্ধাচারণ করার শামিল। মূলতঃ এর দ্বারা 'লায়লাতুল ক্বদর' বা শবেক্বদরকে বুঝানো হয়েছে। যে রাতে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়। যেমন সূরা ক্বদরে বলা হয়েছে إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ 'নিশ্চয়ই আমরা তা (আল-কুরআন) অবতীর্ণ করেছি বরকতময় রজনীতে' *(ক্বদর ১)*। আর এই রাত রামাযান মাসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ বলেন, شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ 'রামাযান মাস হ'ল সেই মাস, যে মাসে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে' *(বাক্বারাহ ১৮৫)*। তাছাড়া একাধিক ছহীহ হাদীছের মাধ্যমেও প্রমাণিত হয় যে, লায়লাতুল ক্বদর রামাযান মাসের অন্তর্ভুক্ত এবং সে মাসেই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে *(দ্রঃ তাফসীরে ইবনে কাছীর ৪/১৪৮ পৃঃ)*। অতএব উক্ত আয়াত দ্বারা যদি শবেবরাত সাব্যস্ত করা হয় তাহ'লে সূরা ক্বদরের উক্ত আয়াত ও হাদীছ সমূহকে অস্বীকার করাই বুঝায়।

প্রশ্নঃ (৩৮/৪৭৮)ঃ বাড়ী তৈরী করার সময় কোন কোন স্থানে দেখা যায়, লাল নিশান টাঙ্গানো হয়। সর্বপ্রথম ঘরের কোণের পালা বসানো হয় এবং সেখানে মোরগের রক্ত, কাঁচা হলুদ, ধান, দূর্বা ঘাস, সোনা-রূপা ইত্যাদি ভিজিয়ে রাখা পানি দেওয়া হয়। এগুলি কি শরী'আত সম্মত?

-মুহাম্মাদ আলিউর রহমান
ইসলামিয়া লাইব্রেরী
বুড়িচং মধ্য বাজার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ বাড়ী তৈরী করার সময় উল্লেখিত কাজগুলি মূলতঃ সামাজিক কুসংস্কার ও বিধর্মীয় প্রথা, যা মুসলিম সমাজে প্রবেশ করেছে। কোন অকল্যাণ থেকে বাঁচার আশায় এগুলি করলে শিরক হবে, যা শরী'আতে নিষিদ্ধ *(সিনা ৪৮)*। অতএব এ সমস্ত প্রথা বর্জন করা আবশ্যক।

প্রশ্নঃ (৩৯/৪৭৯)ঃ চুল-দাড়ি পেকে গেলে কালো রং বা অন্য কোন রং দ্বারা পরিবর্তন করা যাবে কি? অনুরূপ মহিলারাও কি তাদের পাকা চুলে রং দিতে পারবে?

-রুম্মান ইয়াসমীন (মুক্তা)
এ-ব্লক, মাঝিড়া সেনানিবাস, বগুড়া।

উত্তরঃ 'পুরুষদের চুল-দাড়ি এবং মহিলাদের চুল পাকলে তাকে যেকোন রং দ্বারা পরিবর্তন করা শরীয়ত সম্মত' *(নায়লুল আওতার ১/১২০ পৃঃ 'বার্ধক্য পরিবর্তন করা অনুচ্ছেদ)*। তবে কালো রং থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। জাবের (রাঃ) বলেন, মক্কা বিজয়ের দিনে আবুবকর (রাঃ)-এর পিতা আবু কুহাফাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট নিয়ে আসা হয়। তখন তার মাথার চুল ও দাড়ি ছিল কাশফুলের মত সাদা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, কোন কিছু দ্বারা তার এই শুভ্রতাকে পরিবর্তন করে দাও। তবে কালো রং থেকে বিরত থাকো' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪২৪)*। অন্য হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই ইহুদী-খ্রীষ্টানরা (চুল-দাড়ি) রং করে না। সুতরাং তোমরা তাদের বিরুদ্ধাচারণ কর' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪২৩)*। আবু যর গিফারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই বার্ধক্যকে পরিবর্তন করার সর্বোত্তম বস্তু হ'ল মেহেদী এবং কাতাম নামক ঘাস' *(তিরমিযী, আবুদাউদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৪৫১)*। অন্য হাদীছে রয়েছে, কালো রং ব্যবহার করলে সে জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না' *(আবুদাউদ, নাসাঈ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৪৪৫২)*।

প্রশ্নঃ (৪০/৪৮০)ঃ আমাদের দেশে ওরসের সময় মৃত পীরের নামে যে শত শত গরু-ছাগল উৎসর্গ করা হয় ও তাবাররুকের নামে তা খাওয়া হয়, ইসলামী শরী'আতে এর হুকুম কি?

-নাজমুল হাসান
ছোট শালঘর
দেবীদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উদ্দেশ্যে যবহ করা 'শিরকে আকবর' বা বড় শিরক। যা মুসলমানকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়। চাই সেটি কোন ফেরেশতার নামে হৌক, কোন নবী-রাসূলের নামে হৌক বা পীর-আউলিয়ার নামে হৌক। আল্লাহ বলেন, إِنَّهُ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ط وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ- 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে শিরক করল, আল্লাহ তার উপরে জান্নাতকে হারাম করে দেন। তার ঠিকানা হ'ল জাহান্নাম। সীমা লংঘনকারীদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই' *(মায়েদাহ ৭২)*।

উৎসর্গীত ঐসব পশুর গোস্ত খাওয়া হারাম। কেননা এগুলি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ... وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، 'তোমাদের উপরে হারাম করা হ'ল মৃত জীব, রক্ত, শুকরের গোশত, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গীত বস্তু, ... এবং যা যবহ করা হয় পূজ্য বেদীতে...' *(মায়েদাহ ৩)*। উল্লেখ্য যে, জাহেলী যুগে আরবের মুশরিকরা কা'বা গৃহের চতুষ্পার্শ্বে বিভিন্ন প্রস্তর স্থাপন করে সেখানে পশু যবহ করে তার গোশত ভক্ষণ করত এবং 'এদের অসীলায় আল্লাহ্র নৈকট্য আশা করত' *(যুমার ৩)*। আমাদের দেশে ওরসের সময় মৃত পীরের কবরকে কেন্দ্র করে যত পশু যবহ করা হয়, সবই উক্ত হুকুমের অন্তর্ভুক্ত এবং তা নিঃসন্দেহে শিরক। 'যদিও যবহের সময় আল্লাহ্র নাম নেওয়া হয়' *(দ্রঃ তাফসীর ইবনে কাছীর ২/১৩)*।

YEAR TABLE (7th. Vol.) বর্ষসূচী-৭ (Oct. 2003 to Sept. 2004)

(৭ম বর্ষ ১ম সংখ্যা অক্টোবর ২০০৩ হ'তে ১২তম সংখ্যা সেপ্টেম্বর ২০০৪ পর্যন্ত)

✪ সম্পাদকীয়ঃ

১. হে কল্যাণের অীভসারীগণ! এগিয়ে চল (অক্টোবর ২০০৩) ২. ইহুদীরা বিশ্ব শাসন করছে (নভেম্বর ২০০৩) ৩. হে আল্লাহ! সৎ ও সাহসী নেতা দাও (ডিসেম্বর ২০০৩) ৪. থার্টি-ফার্ষ্ট নাইট (জানুয়ারী ২০০৪) ৫. কাদিয়ানী বিতর্ক শেষ করুন (ফেব্রুয়ারী ২০০৪) ৬. ভ্যালেন্টাইন্স ডে (মার্চ ২০০৪) ৭. দেশ ধ্বংসে বর্সবৃহৎ অস্ত্রের চালান-হিংসাত্মক রাজনীতির ফল (এপ্রিল ২০০৪) ৮. আহলেহাদীছের বিরুদ্ধে বিষোদগার (মে ২০০৪) ৯. সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী বনাম অষ্টম সংশোধনী (জুন ২০০৪) ১০. জাতীয় বাজেট ২০০৪-২০০৫ (জুলাই ২০০৪) ১১. বন্যা নিয়ন্ত্রণে স্থায়ী পরিকল্পনা আবশ্যক (আগষ্ট ২০০৪) ১২. বিরোধী নেত্রীর জনসভায় গ্রেনেড হামলাঃ দেশপ্রেমিকগণ সাবধান! (সেপ্টেম্বর ২০০৪)।

✪ দরসে কুরআন *-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব*

১. তাক্বদীরে বিশ্বাস (নভেম্বর ২০০৩), ২. জাহান্নামের শাস্তি মওকূফের ১০টি কারণ (জানুয়ারী ২০০৪), ৩. ক্বিয়ামতের কিছু আলামত? (জুলাই ২০০৪), (৪) মি'রাজ (সেপ্টেম্বর ২০০৪)।

✪ দরসে হাদীছ *-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব*

১. নিঃস্ব কে? (জুলাই ২০০৪)।

✪ প্রবন্ধঃ

অক্টোবর ২০০৩

১. ঐ সকল হারাম যেগুলিকে জনগণ হালকা মনে করে অথচ তা থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব (৬/১০,১১,১২, ৭/১,২,৩,৪,৫) -অনুবাদঃ *মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক* ২. ছালাতুত তারাবীহ আট রাক'আত না বিশ রাক'আতঃ একটি বিশ্লেষণ (৭/১,২) *-মুযাফ্ফর বিন মুহসিন* ৩. শবেবরাত *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ৪. ছিয়ামের ফাযায়েল ও মাসায়েল *- আত-তাহরীক ডেস্ক* ৫. ভারতের পানি আগ্রাসন রুখতে হবে *-মেজর (অবঃ) আসাদুজ্জামান* ৭. পবিত্র কুরআনের আলৌকিক শৈল্পিক সঙ্গতি *-মুহাম্মাদ হামীদুল ইসলাম* ৭. পারভারসন বা বিকৃত গণতন্ত্রের দেশ আমেরিকা *-আব্দুর রহমান* ৮. ভারতীয় জবরদখল ও 'শান্তিবাহিনী'র অশুভ তৎপরতা *-উমর ফারূক আল-হাদী।*

নভেম্বর ২০০৩

৯. যাকাত ও ছাদাক্বা *- আত-তাহরীক ডেস্ক* ১০. ঈদায়েনের কতিপয় মাসায়েল *-আত-তাহরীক ডেস্ক।*

ডিসেম্বর ২০০৩

১১. মুহাম্মাদী আন্দোলনের বীর সেনানী তিতুমীর *-আব্দুল হামীদ বিন শামসুদ্দীন* ১২. সাংস্কৃতিক আগ্রাসন *-ডাঃ ফারূক বিন আব্দুল্লাহ* ১৩. হেদায়াত শুধু অহি-র বিধানে *-যহূর বিন ওছমান* ১৪. মহানবী (ছাঃ)-এর অনুসরণ *-রফীক আহমাদ।*

জানুয়ারী ২০০৪

১৫. কুরবানীর ফাযায়েল ও মাসায়েল *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ১৬. হজ্জ, ওমরা ও যিয়ারত সম্পর্কীয় কতিপয় জাল ও যঈফ হাদীছ- *মুহাম্মাদ হারূণ আযীযী নদভী* ১৭. এক নযরে হজ্জ *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ১৮. নারী-পুরুষের সৃষ্টি রহস্য (৭/৪,৫)-মাস'ঊদ আহমাদ।

ফেব্রুয়ারী ২০০৪

১৯. শিক্ষা ব্যবস্থায় ধ্বসঃ কিছু পরামর্শ -মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ২০. কবরে তিনটি প্রশ্নঃ মতবাদপন্থী কোন মুসলমানের পক্ষে জবাবদান সম্ভব কি? (৭/৫,৬)- *মুযাফ্ফর বিন মুহসিন* ২১. আরবী সাহিত্যে প্রভাব বিস্তারে হাদীছের ভূমিকাঃ একটি সমীক্ষা *-নূরুল ইসলাম* ২২. *দায়িত্ব -রফীকক আহমাদ* ২৩. *কুরআনের মত একটি গ্রন্থ রচনার সম্ভাবনা প্রসঙ্গে -এ,কে মোহম্মদ আলী।*

মার্চ ২০০৪

২৪. ছালাতের আউয়াল ওয়াক্ত (৭/৫,৬) *- যহূর বিন ওছমান* ২৫. এপ্রিল ফুল (April fool) *-আত-তাহরীক ডেস্ক।*

এপ্রিল ২০০৪

২৬. মুছীবতে ধৈর্যধারণ করার ফযীলত *- আখতারুল আমান* ২৭. আল্লাহ্র সন্তুষ্টি-*রফীক আহমাদ* ২৮. বাংলাদেশ নারীবাদ *-এবনে গোলাম সামাদ* ২৯. আল্লাহ সম্পর্কে আক্বীদা (৭/৭,৮) *-মুহসিন বিন রিয়াযুদ্দীন* ৩০. মীলাদ ও মীলাদুন্নবী; একটি পর্যালোচনা *-ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর।*

মে ২০০৪

৩১. সীরাতুন্নবী (ছাঃ) ও জাল হাদীছ (৭/৮, ৯) *-মুহাম্মাদ হারূণ আযীযী নদভী* ৩২. প্রসঙ্গঃ ছালাতে বুকের উপরে ও নাভির নিচে হাত বাঁধা *-মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক* ৩৩. সৃষ্টির রহস্য সন্ধানে *-মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান* ৩৪. বাংলা সংস্কৃতিতে পাশ্চাত্য প্রভাব *-কেশব লাল শীল* ৩৫. জিন, মায়াজম ও হ্যানিম্যান *-ডাঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসেন ভূঁইয়া।*

জুন ২০০৪

৩৬. ঐতিহাসিক পলাশী যুদ্ধঃ মুসলিম শাসনের পতন ও বিশ্বাসঘাতকদের পরিণতি *-মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয।*

জুলাই ২০০৪

৩৭. পর্দাহীনতার বিষময় ফল ও আধুনিকতা *-ডঃ আ.ক.ম. আব্দুল কাদের* ৩৮. ভারতের চানক্যনীতি ও আজকের বাংলাদেশ *-ডাঃ ফারূক বিন আবদুল্লাহ* ৩৯. ভিন্ন চোখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *-শেখ মাফিজুল ইসলাম।*

আগষ্ট ২০০৪

৪০. ইসলামের আলোকে স্ত্রীর উপার্জিত সম্পদ (৭/১১,১২) *-মুহাম্মাদ আবদুল মালেক* ৪১. অসীম সত্তার আহ্বান *-রফীক আহমাদ* ৪২. ইসলাম ও

আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে পানি (৭/১১) -*ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর* ৪৩. প্রসঙ্গঃ মৌলবাদ -*মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান* ৪৪. মুসলিম জাতীয়তা বিকাশে নজরুল -*শামসুল হুদা ফয়সল*।

সেপ্টেম্বর ২০০৪

৪৫. শবেবরাত - *আত-তাহরীক ডেস্ক*।

✪ **ছাহাবা চরিতঃ** ১. হযরত ফাতিমা (রাঃ)-*ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী* (ডিসেম্বর ২০০৩ ও জানুয়ারী ২০০৪) ২. বিলাল বিন রাবাহ (রাঃ) -*মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন* (জুন ও জুলাই ২০০৪)।

✪ **অর্থনীতির পাতাঃ** ১. অর্থনৈতিক কল্যাণ অর্জনে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামগণের ভূমিকা (আগস্ট ২০০৪) -*শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান*।

✪ **সাময়িক প্রসঙ্গঃ**

১. নিরাপত্তাহীনতার কি হবেনা অবসান -*মুহাম্মাদ শহীদুল মুলক* (নভেম্বর ২০০৩) ২. সেদিনের বিজয়, আজকের পরাজয় -মাস'ঊদ আহমাদ (ডিসেম্বর ২০০৩) ৩. মুসলিম দেশ সমূহের করণীয় -*মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান* (জানুয়ারী ২০০৪) ৪. সন্ত্রাসঃ কারণ ও প্রতিকার -*মুহাম্মাদ আতাউর রহমান* (মার্চ ২০০৪) ৫. মংলা বন্দরের দুর্দশা ঘুচবে কবে? -*সংকলিত* (এপ্রিল ২০০৪) ৬. ইরাক পরিস্থিতিঃ অজেয় গৌরব পুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী -*মুযাফ্ফর বিন মুহসিন* (মে ২০০৪) ৭. আমরা কার কাছে বিচার চাইব? -*মুহাম্মাদ মাস'ঊদ আহমাদ* (জুন ২০০৪) ৮. ফাযিল কামিলের মান প্রদানে ঢাকায় স্বতন্ত্র ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চাই -*মুহাম্মাদ মুখলেছুর রহমান* (জুলাই ২০০৪)।

✪ **নবীনদের পাতাঃ** ১. দরিদ্রতা প্রতিকারে ইসলাম -*সুমন শামস্* (অক্টোবর ২০০৩) ২. ইলমে গায়েবের অধিকারী আল্লাহ, রাসূল (ছাঃ) নন -*মুহাম্মাদ গিয়াছুদ্দীন* (জুন ২০০৪) ৩. বিজ্ঞানের ভাবনায় মি'রাজ -*আল-বারাদী* (আগষ্ট ২০০৪)।

✪ **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞানঃ**

১. প্রতারণা -*আব্দুছ ছামাদ সালাফী* (অক্টোবর ২০০৩) ২. পরিণামদর্শী ক্রীতদাস -*মুহাম্মাদ আতাউর রহমান* (ডিসেম্বর ২০০৩) ৩. ঘোড়ার মালিকের বিপদ -*মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম* (জানুয়ারী ২০০৪) ৪. মনুষ্যত্ব -*মুহাম্মাদ আতাউর রহমান* (এপ্রিল ২০০৪) ৫. প্রতিবন্ধী -*ঐ* (জুন ২০০৪) ৬. সাড়ে তিন হাত মাটি -*এম, রফীক* (আগষ্ট ২০০৪)।

✪ **চিকিৎসা জগৎঃ**

১. (ক) বাতাবী লেবু (খ) লিভার বা যকৃতের দেশীয় চিকিৎসা (গ) জণ্ডিসের পরীক্ষিত ঔষধ (অক্টোবর ২০০৩) ২. (ক) পিত্তপাথুরি বা গলস্টোন সৃষ্টির মূলে মায়াজমেটিকের প্রভাব -*ডাঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ভূঁইয়া* (নভেম্বর ২০০৩) ৩. হার্ট অ্যাটাকের কারণ ও প্রতিকার -*ডাঃ মুহাম্মাদ আবু ছিদ্দীক* (ডিসেম্বর ২০০৩) ৪. শিশুর দম বন্ধ হওয়া -*ডাঃ মুহাম্মাদ মনছুর আলী* (জানুয়ারী ২০০৪) ৫. আর্সেনিকঃ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে এর ভূমিকা -*ডাঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ভূঁইয়া* (ফেব্রুয়ারী ২০০৪) ৬. বাতজ্বর -*মুহাম্মাদ মহীবুর রহমান* (মার্চ ২০০৪) ৭. বসন্তের অসুখ-বিসুখ -*সংকলিত* (এপ্রিল ২০০৪) ৮. (ক) শ্রবণ ক্ষমতা ফিরিয়ে আনতে জীন থেরাপী, (খ) নিমগাছ চুলকানিসহ যেকোন চর্মরোগে উপকারী (গ) পুদিনা বাতব্যথা ও পেট ফাঁপা সারাবে (ঘ) মেহেদীঃ চুল ওঠা ও পাকা রোধে কার্যকরী (মে ২০০৪) ৯. **গাছ-গাছড়ার নানাগুণঃ** (ক) ঘৃতকুমারী (খ) অর্জুন (জুন ২০০৪) ১০. (ক) চোখের ছানী -*ডাঃ মুহিবুর রহমান* (খ) বন্যা ও বন্যা পরবর্তী সময়ে সতর্কতা -*আত-তাহরীক ডেস্ক* (আগষ্ট ২০০৪)।

✪ **মহিলাদের পাতাঃ**

১. পর্দাঃ নারী মর্যাদার অন্যতম উপায় -*শাহীদা বিনতে তসীরুদ্দীন* (ডিসেম্বর ২০০৩) ২. সন্তান প্রতিপালনঃ শরী'আতের দৃষ্টিভঙ্গি -*শরীফা বিনতে আব্দুল মতীন* (৭/১০, ১১, ১২)।

✪ **দিশারীঃ**

১. কেন এমন হয়? -*মুহাম্মাদ আতাউর রহমান* (ফেব্রুয়ারী ২০০৪) ২. শিরক ও বিদ'আতের একমাত্র পরিণাম জাহান্নাম -*মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন* (মার্চ ২০০৪) ৩. আমাদের দ্বন্দ্ব কোথায়? -*মুহাম্মাদ আতাউর রহমান* (এপ্রিল ২০০৪) ৪. কতিপয় ভ্রান্ত লেখনীর জবাব -*মুযাফ্ফর বিন মুহসিন* (জুলাই, আগষ্ট, সেপ্টেম্বর ২০০৪)।

✪ **ক্ষেত-খামারঃ**

১. (ক) ঘরে বসে ভেষজ চিকিৎসা (খ) বসতবাড়ীর আঙ্গিনায় আপনি যা করতে পারেন (নভেম্বর ২০০৩) ২. ফলের চাষঃ যে পথে আয় (ডিসেম্বর ২০০৩) ৩. (ক) সুপার তেলাপিয়াঃ কম খরচে বেশী আয় (খ) শিমের পুষ্টিগুণ (জানুয়ারী ২০০৪) ৪. সোহরাওয়ার্দী আজ এক আত্মনির্ভরশীল যুবক (ফেব্রুয়ারী ২০০৪) ৫. (ক) কলা পাকানোর 'বিষাক্ত' কৌশল (খ) ফুলকপির পুষ্টিগুণ (গ) বাঁধা কপির পুষ্টিগুণ (ঘ) মধুর পুষ্টিগুণ (মার্চ ২০০৪) ৬. (ক) সবজি চাষের আয় দিয়ে সংসার চালান ছাদেক আলী (খ) ইবরাহীম সরকার লেবু চাষীদের মডেল (এপ্রিল ২০০৪) ৭. (ক) মিষ্টি আলুর পুষ্টিগুণ (খ) ভুট্টা চাষ বদলে দিয়েছে ছবুর আলীর দুঃখের দিন (মে ২০০৪) ৮. (ক) করলার পুষ্টিগুণ (খ) কীটনাশকের বিকল্পঃ সাবান পানি দিয়ে জাব পোকা দমন (গ) কচুরিপানায় জৈব সার ও নানাগুণ (ঘ) ফরিদ মিয়াঁর হাঁসের গ্রাম (জুন ২০০৪) ৯. (ক) সবুজ সার ধঞ্চে (খ) ধনে পাতা গ্রাম (গ) দুই সহোদরের ঔষধি বাগান (জুলাই ২০০৪) ১০. (ক) আমড়ার পুষ্টিগুণ (খ) কামরাঙ্গার পুষ্টিগুণ (আগষ্ট ২০০৪)।

বাৎসরিক সর্বমোট হিসাব

(১) সম্পাদকীয় ১২টি (২) দরসে কুরআন ৪টি (৩) দরসে হাদীছ ১টি (৪) প্রবন্ধ ৪৫টি (৫) ছাহাবা চরিত ২টি (৬) অর্থনীতির পাতা ১টি (৭) সাময়িক প্রসঙ্গ ৮টি (৮) নবীনদের পাতা ৩টি (৯) গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান ৬টি (১০) চিকিৎসা জগৎ ১০টি (১১) মহিলাদের পাতা ২টি (১২) দিশারী ৪টি (১৩) ক্ষেত-খামার ১০টি (১৪) প্রশ্নোত্তর ৪৮০টি। সোনামণি, স্বদেশ-বিদেশ, মুসলিম জাহান, বিজ্ঞান ও বিস্ময়, সংগঠন সংবাদ, পাঠকের মতামত, জনমত কলাম ইত্যাদি কলামগুলি উক্ত হিসাবের বাইরে।

প্রশ্নোত্তর

মাস ও সংখ্যা	প্রশ্নকারী	প্রশ্নঃ	উত্তর সংখ্যা
অক্টোবর ২০০৩ (৭/১)	*আব্দুছ ছামাদ, খলসী জামে মসজিদ, হেলাতলা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।*	আমি ফজর ও এশার সময় যখন আযান দিতে আরম্ভ করি, তখন কুকুর ঘেউ ঘেউ করতে শুরু করে। যতক্ষণ আযান দিতে থাকি কুকুরও ততক্ষণ ঘেউ ঘেউ করে। এর কারণ কি?	(১/১)
"	*এম, এ, রহমান, সিলেট।*	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মি'রাজ সম্পন্ন করতে কি ২৭ বছর সময় লেগেছিল?	(২/২)
"	*আসিফ আহমাদ, লালবাগ, দিনাজপুর।*	জিনেরা কি সত্যিই মানুষের উপর আছর করে এবং মানুষের মাধ্যমে কথা বলে? জিন তাড়ানোর জন্য তাবীয ব্যবহার করা যাবে কি?	(৩/৩)
"	*আবু মূসা, বড়তারা, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট।*	ফিৎরা কি ছিয়ামের সাথে সম্পৃক্ত? যদি তাই হয় তাহ'লে যারা ছিয়াম পালন করে না, তাদের ফিৎরা নেওয়া যাবে কি?	(৪/৪)
"	*ডাঃ আমীরুল ইসলাম, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।*	ছহীহ হাদীছ মতে তারাবীহ্‌র ছালাত কত রাক'আত?	(৫/৫)
"	*রুনাউল তাসলীমা, বোহাইল, বগুড়া।*	রামাযান মাসে ছিয়াম অবস্থায় টিকা বা ইনজেকশন নেয়া যাবে কি?	(৬/৬)
"	*হাজী আব্দুল আযীয, বলিহারী, স্বরূপকাঠী, পিরোজপুর।*	ইহরাম বাঁধার পর জেদ্দা বিমান বন্দর থেকে সরাসরি মদীনায় যান এবং মদীনা থেকে ফিরে এসে মক্কায় হজ্জের কাজ সমাধা করেন। এতে হজ্জের কোন ত্রুটি হয় কি?	(৭/৭)
"	*ডাঃ মুহাম্মাদ আমীরুল ইসলাম, মহিপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।*	রামাযান মাসে কয়েকজন মাদরাসার ছাত্রকে দাওয়াত দিয়ে কুরআন খতম করিয়ে মৃত পিতা-মাতার জন্য দো'আ করা হয়, এটা কি শরী'আত সম্মত?	(৮/৮)
"	*আল-আমীন টেংগার চর, মুন্সীগঞ্জ*	রামাযান মাসে জামা'আতের সাথে বিতর ছালাত পড়ার হুকুম কি?	(৯/৯)
"	*নযরুল ইসলাম নিযামী, আতা নারায়ণপুর, ইসলামিয়া মাদরাসা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।*	বিলম্বে ঘুম থেকে উঠার কারণে সাহারীর মাত্র ১ মিনিট বাকি থাকতে কোন ব্যক্তি ছিয়াম পালনের নিয়তে শুধু এক গ্লাস পানি পান করলে। তার ছিয়াম হবে কি?	(১০/১০)
"	*মুহাম্মাদ রাকিব রায়হান, বড় কুঠিপাড়া, রাজশাহী।*	আমি বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র। জীব বিজ্ঞানের জন্য ব্যবহারিক খাতায়, পরীক্ষায় এবং ক্লাসে প্রতিনিয়ত ব্যাঙ, কেঁচো, মানুষ, মানুষের হৃৎপিণ্ডসহ বিভিন্ন প্রাণীর ছবি আঁকতে হয়। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি?	(১১/১১)
"	*মাওলানা আবুল কাসেম, সারাংপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।*	গর্ভবতী মহিলাদের প্রসবের সর্বনিম্ন সময়সীমা কত? কোন মহিলা ১৮০ দিনের মধ্যে অর্থাৎ গর্ভধারণের পূর্ণ ছয় মাসের মধ্যে প্রসব করলে স্বামীর পক্ষে বিনা প্রমাণে স্ত্রীর উপর সন্দেহ পোষণ করা কি ঠিক হবে?	(১২/১২)
"	*মাহমূদ, কৈমারী, জলঢাকা, নীলফামারী।*	কয়েকজন বখাটে ছেলে একটি মেয়েকে ধর্ষণের চেষ্টা করলে কতিপয় বন্ধু মিলে প্রতিহত করি। এতে আমাদের বদলা কি হবে?	(১৩/১৩)
"	*আব্দুস সাত্তার, হাট নারায়ণপুর, মান্দা, নওগাঁ।*	মাযহাব না মানার পরিণতি সম্পর্কে জনৈক খত্বীবের পেশকৃত নিম্নোক্ত হাদীছটি সম্পর্কে জানতে চাই- 'যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল অথচ তার যুগের ইমামকে চিনল না, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করল'।	(১৪/১৪)
"	*আশরাফুল আলম, আদিতমারী, লালমণিরহাট।*	সুপারী খাওয়া কি হারাম?	(১৫/১৫)
"	*ডাঃ মুহাম্মাদ এনামুল হক, কলেজ রোড, বিরামপুর, দিনাজপুর।*	বালা-মুছীবতের সময় লোকদেরকে তাবীয লিখে দেন। নিষেধ করার পরও মানছেন না। এরূপ শিরককারী ইমামের পিছনে সর্বাবস্থায় ছালাত আদায় জায়েয কি?	(১৬/১৬)
"	*আব্দুল্লাহ, কিষাণগঞ্জ, বিহার, ভারত।*	আযান ও সাহারীর পূর্বে মাইকে ক্বিরাআত ও গযল গাওয়া জায়েয কি?	(১৭/১৭)
"	*এনামুল হক, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।*	সেনেটারী পায়খানা কেবলামুখী করে তৈরী করা যায় কি?	(১৮/১৮)
"	*নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, কলারোয়া বাজার, সাতক্ষীরা।*	যোহরের ছালাত রত অবস্থায় প্রথম দু'রাক'আতের পর ঋতুস্রাব শুরু হ'লে বাকী দু'রাক'আত পূর্ণ করতে হবে, নাকি ছালাত ছেড়ে দিতে হবে?	(১৯/১৯)
"	*ছফিউল্লাহ, তাহেরপুর বাজার, রাজশাহী।*	স্বামী মারা যাওয়ার ৪ মাসের মাথায় অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। এখন শোনা যাচ্ছে যে, চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করতে হয়। এক্ষণে তার উক্ত বিবাহ কি শুদ্ধ হয়েছে? না হয়ে থাকলে করণীয় কি?	(২০/২০)
"	*মুসাম্মাৎ জান্নাতুল ফেরদাউস, মির্যাপুর, রাজশাহী।*	জনৈক খৃষ্টান ৩৫ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেছে। এখন তার সুন্নাতে খাৎনা করতে হবে কি?	(২১/২১)
	ও'আইবুর রহমান, ছাতিয়ান, গাংণী, মেহেরপুর।	জনৈক ইমাম ১ম কাতার হ'তে একটি বালককে বের করে দিয়ে বললেন, ওমর (রাঃ) বালকদেরকে কাতার থেকে বের করে দিতেন। এর সত্যতা জানতে চাই।	(২২/২২)

"	*মাহবুবুল হক, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*	কেউ ঘুমালে শয়তান তার মাথার পিছনে তিনটি গিঁঠ লাগায়। দো'আ পড়ে উঠলে একটি গিঁঠ খুলে যায়। ওযূ করলে একটি খুলে যায় এবং ছালাত আদায় করলে আরেকটি খুলে যায়। আর দিনের শুরু থেকে মনে প্রফুল্লতা আসে। পক্ষান্তরে যে শয়তানের গিঁঠ তিনটি খুলতে পারে না, সে দিনের শুরু থেকে শয়তানের মত নিজেকে চালাতে শুরু করে। উক্ত বর্ণনা কি ছহীহ?	(২৩/২৩)
"	*আব্দুল হামীদ, বায়সা (নূরপুর), কেশবপুর, যশোর।*	মৃত্যু শয্যায় শায়িত জনৈক আলেম বললেন, ক্বিয়ামতের মাঠে মুছল্লীদের দুই দলে ভাগ করা হবে এবং দুই দলের মাঝে পর্দা দেওয়া হবে। তন্মধ্যে একদল ফরয ছালাত পর দরূদে ইবরাহীমী পড়ত আর অপর দল দরূদে ইবরাহীমী পড়ত না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেখানে উপস্থিত হয়ে উভয় দল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন, তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, এ দলটি ছালাতের পর দরূদে ইবরাহীমী পড়ত, আর এই দলটি দরূদে ইবরাহীমী পড়ত না। যারা দরূদে ইবরাহীমী পড়ত না তাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলবেন, 'সুহ্ক্বান-সুহ্ক্বান' দূর হও, দূর হও। এ বক্তব্য কি ঠিক?	(২৪/২৪)
"	*মুহাম্মাদ কাওছার, কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা।*	মেয়েরা অনেকেই কপালে টিপ দেয়, হাতে ও পায়ে নেইল পালিশ দেয় এবং বড় বড় নখ রাখে। এগুলি কি শরী'আত সম্মত?	(২৫/২৫)
"	*ছাকী হুসাইন, টি,এস,সি, কমপ্লেক্স, চট্টগ্রাম।*	ইসলামে তিন সংখ্যাটির উৎপত্তি কিভাবে হ'ল? যেমন ছালাতের পর তিনবার ইস্তিগফার পাঠ করা, ওযূতে তিনবার অঙ্গ ধৌত করা, মেহমানের তিনদিন যাবৎ সমাদর করা ইত্যাদি।	(২৬/২৬)
"	*আব্দুল আলীম, অভয়নগর, যশোর।*	একদা ফজরের ছালাতে ইমাম ক্বিরাআত ভুল করলে আমি লোক্মা দেই। তাতে তিনি ছালাতের মধ্যেই বলেন, এখানে তা হবে না। তিনি পরে কোন সহো সিজদা করলেন না। উক্ত ছালাত কবুল হবে কি?	(২৭/২৭)
"	*আবুল হাশেম, শোলমারী, মেহেরপুর।*	একটি গাছ দীর্ঘ ১৮/২০ বছর যাবত আমার জমিতে ছিল। এখন জরিপে গাছটি প্রতিবেশীর জমিতে পড়েছে। তারা বলছে, গাছটির হকদার আমরা। অথচ গাছটি এতদিন আমি রক্ষণাবেক্ষণ করেছি। গাছটির প্রকৃত হকদার কে জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২৮/২৮)
"	*নাজমুল হাসান, আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, বাঁশদহা বাজার, সাতক্ষীরা।*	মীরপুর ঢাকা হ'তে জনৈকা আফিমুন্নেসা বিনতে মোস্তাক কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্নের জবাবে মাসিক মদীনায় নারী ও পুরুষের ছালাতের মধ্যে মোট ১৮টি পার্থক্য দেখানো হয়েছে। উক্ত বক্তব্য কতটুকু সঠিক, তা ছহীহ দলীলের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২৯/২৯)
"	*মেজারুল হক, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।*	নাপাক অবস্থায় সালাম দেওয়া এবং পশু যবেহ করা যায় কি?	(৩০/৩০)
"	*শেখ মহিউদ্দীন, মক্কা, সঊদী আরব।*	বিতর সম্পর্কিত الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا আবুদাঊদে বর্ণিত এ হাদীছটি কি ছহীহ?	(৩১/৩১)
"	*লুৎফর রহমান, মুন্সিরগাঁও, সিলেট।*	আল্লামা অর্থ কি? আল্লামা লেখা যাবে কি?	(৩২/৩২)
"	*মুহাম্মাদ নঈমুদ্দীন, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*	সম্মানার্থে দাঁড়ানো কারো কি শরী'আত সম্মত?	(৩৩/৩৩)
"	*মুহাম্মাদ আফাযুদ্দীন, চাঁদপুর, বিরামপুর, দিনাজপুর।*	জামা'আতের সাথে যোহরের ছালাত আদায় শেষে সালাম ফিরানো হ'লে কিছু সংখ্যক মুছল্লী বলে উঠলেন যে, এক রাক'আত ছালাত কম হয়েছে। একথা শুনে ইমাম ছাহেব পুনরায় প্রথম থেকে চার রাক'আত ছালাত আদায় করলেন এবং কোন সহো সিজদা না দিয়ে ছালাত শেষ করলেন। এটা কি সঠিক হয়েছে?	(৩৪/৩৪)
"	*ক্বাযী আব্দুর রহমান, বামনডাঙ্গা, খুলনা।*	তাফসীর গ্রন্থে দেখলাম, সূরা কাওছার একবার পাঠ করলে এক হাযার আয়াত পড়ার সমান নেকী পাওয়া যায়। একথা কি সঠিক?	(৩৫/৩৫)
"	*আব্দুল বাকী, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।*	অহংকার মনে না করে পায়জামা, প্যান্ট ও লুঙ্গী টাখনুর নিচে রাখা যায় কি?	(৩৬/৩৬)
"	*সাঈদুর রহমান, বামনডাঙ্গা, খুলনা।*	একটি তাফসীর গ্রন্থে দেখলাম, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফজরের সুন্নাতে এবং মাগরিবের পরের সুন্নাতে সূরা কাফিরূন ও এখলাছ বেশী বেশী পড়তেন। বিষয়টি জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩৭/৩৭)
"	*মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ, রাজপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।*	ছালাতুত তারাবীহকে কোন কোন বর্ণনায় সুন্নাত ও কোন কোন বর্ণনায় নফল বলা হয়েছে। কোন্‌টি সঠিক? বিতর ছালাতের সুন্নাতী ক্বিরাআত কি কি?	(৩৮/৩৮)
"	*আব্দুছ ছামাদ, হেলাতলা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।*	আযানের মধ্যে যে তারজী দেয়া হয়, তা কি প্রত্যেক আযানেই দিতে হবে? তারজী কে দিয়েছিলেন?	(৩৯/৩৯)
"	*নূরুল ইসলাম, চামড়াপট্টি, নাটোর।*	জুম'আর খুৎবার পূর্বে মিম্বরে বসে বাংলায় বয়ান দেওয়া জায়েয কি-না?	(৪০/৪০)
		***	
নভেম্বর ২০০৩ (৭/২)	*আমীরুল ইসলাম মাষ্টার, ভায়া লক্ষ্মীপুর, চারঘাট, রাজশাহী।*	সম্প্রতি ঢাকার তাওহীদ প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স কর্তৃক প্রকাশিত বঙ্গানুবাদ বুখারী ১ম খণ্ড ২৯০ পৃষ্ঠায় ১০/১৩ অধ্যায়ে 'ফাজরের ওয়াক্ত হবার পূর্বে আযান দেওয়া' অনুচ্ছেদে ৬২২-৬২৩ নং হাদীছের টীকায় বলা হয়েছে যে, নাসায়ী, বাইহাকী, ইবনু খুযাইমাহ, ইবনুস সাকান থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যাতে প্রমাণিত হয় যে, শুধুমাত্র প্রথম আযানে (অর্থাৎ সাহারীর আযানে) 'খাইরুম মিনান নাওম' আছে। আর দ্বিতীয়তে অর্থাৎ ফাজরের মূল আযানে নেই (সুবুলুস সালাম ২/১৮৫)। সুন্নাতের বিরোধিতা আরো বেশি সাব্যস্ত হয় প্রথম আযানকে উৎখাত করে সে আযানের শব্দকে দ্বিতীয় আযানে যুক্ত করা'। বিষয়টি আমাদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে।	(১/৪১)

"	এম,এম, রহমান, সিলেট।	কোন প্রকার হিসাব-নিকাশ ছাড়াই ৭০ হাযার মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে। এর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২/৪২)
"	মুহাম্মাদ আলাউদ্দীন চৌধুরী, নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, নওগাঁ।	আমরা জানি যে, নফল ছালাতে অধিক নেকী রয়েছে। তবে বিশেষ কোন রজনীতে যেমন শবে মি'রাজ, শবেবরাত, শবে কৃদর ইত্যাদি রজনীতে মসজিদ সমূহে একত্রিত হয়ে নফল ইবাদত করা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবীগণের আমলের অন্তর্ভুক্ত নয় কি?	(৩/৪৩)
"	সৈয়দ মুহাম্মাদ বখতিয়ার আলী, সিনিয়র সহকারী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।	কোন সরকারী কর্মকর্তা বা কর্মচারী নির্ধারিত অফিস সময়ে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন না করে মাস শেষে বেতন নিলে তা বৈধ হবে কি-না এবং তার ইবাদত কবুল হবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৪/৪৪)
"	আব্দুল হামীদ বিন শামসুদ্দীন, সহকারী অধ্যাপক, ফযিলা রহমান মহিলা কলেজ কৌরিখাড়া, নেছারাবাদ, পিরোজপুর।	মীলাদ বা দো'আ অনুষ্ঠানে বহু লোক আল্লা-হুম্মা ছাল্লি 'আলা সাইয়্যেদেনা....' ইত্যাদি বলে দরূদ পাঠ করে। এই সমস্ত দরূদ দলীল সম্মত কি-না এবং দরূদে ইবরাহীমী ছাড়া অন্য কোন দরূদ হাদীছে আছে কি?	(৫/৪৫)
"	মহর আলী, পলাশিয়া, নগদাশিমলা, গোপালপুর, টাংগাইল।	মৃত ব্যক্তির হাত-পায়ের নখ, গোঁফ ও গুপ্তাংগের লোম কাটা কি শরী'আত সম্মত? যদিও তা দেখে মনে হয় ৪০ দিনের বেশী হয়েছে।	(৬/৪৬)
"	আলমগীর, চরকুড়া, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।	মোহর আদায়ে অপারগ জনৈক ব্যক্তি মোহর হিসাবে স্ত্রীকে পবিত্র কুরআনের একটি সূরা শিক্ষা দানের শর্তে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। উক্ত বিবাহ কি শরী'আত সম্মত হয়েছে?	(৭/৪৭)
"	আবূ ত্বাহের, বল্লা বাজার, কালিহাতী, টাঙ্গাইল।	জুম'আর ছালাত আদায় করলে আগত সপ্তাহের ক্বাযা ছালাতের ছওয়াব তার আমলনামায় লেখা হয় এবং ঐ সপ্তাহে কৃত তার যাবতীয় গোনাহ মাফ করা হয়। একথা কি সঠিক?	(৮/৪৮)
"	গোলাম রহমান, বাটরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।	৭ম শ্রেণীর ইসলাম শিক্ষা বইয়ে লেখা আছে, জানাযার ছালাতে তাকবীর বলার সময় হাত উঠাতে হবে না। উক্ত বইয়ে মাটি দেওয়ার দো'আ লিখা আছে, 'মিনহা খালাক্বনা-কুম....'। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক? জানাযার ছালাতে মুক্তাদীরা ইমামের পিছনে কোন কিছু পড়বে, না নীরবে দাঁড়িয়ে থাকবে?	(৯/৪৯)
"	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, রামনগর, লালগোলা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।	আমার এক বন্ধু অসুস্থ হয়ে কবিরাজের নিকটে যায়। কবিরাজ তাকে একটি কাগজে 'আল্লাহ তুমি আমার মা, আর আমি তোমার ছেলে' একথা লিখে বালিশে ভরে রাখার নির্দেশ দেন। বন্ধুটি তার পিতা-মাতার অনুমতিক্রমে তাই করেছে। এক্ষণে কবিরাজ এবং যারা উক্ত কাজের নির্দেশ দিয়েছে তাদের কি পরিমাণ পাপ হয়েছে? জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১০/৫০)
"	মুহাম্মাদ শামসুল হক, পশ্চিম বাঁশবাড়ী, পুঠিয়া, রাজশাহী।	সৎ শ্বাশুড়ীর সাথে অবৈধ সম্পর্কের কারণে নিজ বিবাহিতা স্ত্রী হারাম হয়ে যাবে কি? শ্বাশুড়ীও শ্বশুরের উপর হারাম হয়ে যাবে কি?	(১১/৫১)
"	মুহাম্মাদ মুসা খাঁন, রহিমানপুর, ঠাকুরগাঁও।	প্রথমবার জানাযায় অংশগ্রহণের পর পুনরায় ঐ ব্যক্তির জানাযায় শরীক হওয়া যাবে কি?	(১২/৫২)
"	মোশাররফ হুসাইন, কাথুলী, মেহেরপুর।	বুখারী ও মুসলিমের একটি হাদীছে রয়েছে, ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বায়তুল্লাহর দুই ইয়ামানী কোণ ছাড়া অপর কোন কোণকে স্পর্শ করতে দেখিনি। এখানে দুই ইয়ামানী কোণ বলতে কোন্ দুই কোণকে বুঝানো হয়েছে? 'হাজরে আসওয়াদ' কি ভিন্ন কোণে অবস্থিত?	(১৩/৫৩)
"	আব্দুর রহমান, চিতলমারী, বাগেরহাট।	তাবলীগ জামা'আতের বৈঠকে জনৈক বক্তা বললেন, মজলিসে বসে যদি যিকর ও দরূদ না পড়া হয়, তাহ'লে তা মরা গাধা খাওয়ার শামিল বলে গণ্য হবে। কথাগুলি কি হাদীছে আছে, না বানানো?	(১৪/৫৪)
"	শাকীল আহমাদ, লালগোলা, ভারত।	মুমূর্ষু অবস্থায় তওবা কবুল হবে কি?	(১৫/৫৫)
"	এস,এম, কামাল, নূর মহল, ১১০ হাজী ইসমাঈল লিংক রোড, বানরগাতী, খুলনা।	যারা হাদীছ সংকলনের মহান দায়িত্ব পালন করেছেন, তাঁরা কি হাদীছ সংগ্রহের নীতিমালা জানতেন না? তাঁরা কেন জাল ও যঈফ হাদীছ সমূহ তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন? নাকি তাঁরা ছহীহ মনে করে সংকলন করেছেন? এক হাযার বছর পরে এসে শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানীই বা কিভাবে উক্ত হাদীছগুলিকে জাল ও যঈফ হিসাবে শনাক্ত করেছেন? শায়খ আলবানী ও হাদীছ সংকলক মুহাদ্দিছগণের নীতিমালা কি তাহ'লে ভিন্ন ধরনের? আমরা কাদেরকে আধকতর নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত মনে করব?	(১৬/৫৬)
"	রায়হান আলী, ধোঁকড়াকুল, পুঠিয়া, রাজশাহী।	নিজ আত্মীয়কে এবং সাধারণ গরীবদের দান করার মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি?	(১৭/৫৭)
"	মাহমূদ, কাযীপুর, গাংনী, মেহেরপুর।	আমি নতুন আহলেহাদীছ হয়েছি। কুরআন হাদীছ জানি না বললেই চলে। আমি বুকের উপর হাত বেঁধে ছালাত আদায় করি। কিন্তু ইমাম ছাহেব আবুদাউদ হ'তে নাভির নীচে হাত বাঁধতে হবে বলে আমাকে হাদীছ অনুবাদ করে শুনান। এক্ষণে হাদীছগুলির প্রতি আমল করা যাবে কি?	(১৮/৫৮)
"	মাসঊদ রানা, কাটখইর, নওগাঁ।	খারাপ কাজের ইচ্ছা করে তা বাস্তবায়ন না করলে আমলনামায় কি কোন পাপ বা নেকী লেখা হবে?	(১৯/৫৯)
"	নূরুদ্দীন, রুদ্রেশ্বর, কাকিনা বাজার, লালমণিরহাট।	আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী হ'তে বিমুখ কোন দরিদ্রের অভাব কি আল্লাহ তা'আলা দূরীভূত করবেন?	(২০/৬০)
"	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, সাতক্ষীরা।	চাচা অন্যায় কাজ করলে তার প্রতিকার করতে গিয়ে কি ভয় করা চলবে?	(২১/৬১)

"	*আনছার আলী, কাযীপাড়া, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।*	সূর্যের তাপে গরম পানিতে গোসল করলে কুষ্ঠ রোগ হয়। এ কথা কি সঠিক?	(২২/৬২)
"	*নাজমুল শিকদার, কাটাবাড়িয়া, বগুড়া।*	ছহীহ হাদীছ জানা সত্ত্বেও বিদ'আতীদের মসজিদে ইমামতি নিয়ে তাদের অনুরূপ ছালাত আদায় করেন এমন ইমামদের পরিণতি কি হবে?	(২৩/৬৩)
"	*আলাউদ্দীন, পীরগঞ্জ, রংপুর।*	বিবাহ পড়ানোর জন্য মাওলানা ছাহেবকে টাকা দিতে হবে মর্মে শরী'আতে কোন নির্দেশ রয়েছে কি?	(২৪/৬৪)
"	*আসাদুযযামান, দেবীদ্বার, কুমিল্লা।*	একজন মা'রেফতী ফক্বীর গযলের মাধ্যমে লোকদেরকে একথা বুঝাচ্ছিলেন যে, সম্পদের পরিশুদ্ধি হ'লেই জান্নাত অবধারিত। কথাটি কি ঠিক?	(২৫/৬৫)
"	*আছগর আলী, হাজীপুর, জামালপুর।*	ধনী হওয়ার জন্য কি আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করা যাবে?	(২৬/৬৬)
"	*শহীদুল ইসলাম, দূর্গাপুর বাজার, দূর্গাপুর, রাজশাহী।*	দীর্ঘদিন যাবত আমরা এক হানাফী মসজিদে হানাফীদের আযানের পূর্বে আযান বিহীন অবস্থায় জামা'আতবদ্ধভাবে ছালাত আদায় করে আসছি। উল্লেখ্য যে, উক্ত মসজিদে তাদের সময়ের পূর্বে আযান দেওয়াও সম্ভব নয়। এক্ষণে এভাবে নিয়মিত ছালাত আদায় করা যাবে কি?	(২৭/৬৭)
"	*মুহাম্মাদ ইসরাঈল, রিয়াদ, সঊদী আরব।*	ইসরাঈল নাম রাখা যাবে কি?	(২৮/৬৮)
"	*আব্দুল জাব্বার, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।*	'ছালাতুত তাসবীহ' আদায় করা যাবে কি?	(২৯/৬৯)
"	*হেলালুদ্দীন, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।*	ঈদের ছালাত শেষে পরস্পরে কোলাকুলি করা যায় কি?	(৩০/৭০)
"	*মিছবাহুল ইসলাম, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।*	যে সব পুরুষ ও নারী বয়স বেশী হওয়ার কারণে ছিয়াম পালন করতে পারেন না, তাদের করণীয় কি?	(৩১/৭১)
"	*ফাতেমা, মাষ্টারপাড়া, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।*	হায়েয বন্ধ করে ছিয়াম পালন করা যায় কি?	(৩২/৭২)
"	*মিসেস সালমা, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*	শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম কি একাধারে রাখতে হবে? না মাঝে মধ্যে রাখলেও চলবে? ছয়টি ছিয়ামের ফযীলত জানতে চাই।	(৩৩/৭৩)
"	*নে'মাতুল্লাহ, পয়াবী, ফুলপুর, ময়মনসিংহ।*	রামাযান মাসে কিছু লোককে দেখা যায় শুধু ছিয়াম পালন করে এবং ছালাত দু'এক ওয়াক্ত পড়ে। এরূপ ছিয়ামের কোন মূল্য আছে কি?	(৩৪/৭৪)
"	*আব্দুর রাযযাক, কইমারী, জলঢাকা, নীলফামারী।*	ইফতার এবং তারাবীহ-এর জামা'আতের জন্য বেল বাজানো যায় কি?	(৩৫/৭৫)
"	*সৈয়দ আলী, খাসমহল, সাতমেরা, পঞ্চগড় ও আজমাল হোসাইন, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।*	কতিপয় আলেম বলেন, ধানের ফিৎরা চলবে না। চাউল, গম, যব ইত্যাদির ফিৎরা দিতে হবে। আবার কোন কোন আলেম যুক্তি দেন যে, যবের যেমন খোসা আছে ধানেরও তেমন খোসা আছে। সুতরাং ধানের ফিৎরা দেওয়া যাবে। চাউলের ফিৎরার দলীল নেই। টাকা দ্বারা ফিৎরা দেওয়া যাবে কি?	(৩৬/৭৬)
"	*সুলতানা রাযিয়া, পাংশা বাজার, রাজবাড়ী।*	রামাযান মাসে দিনের বেলায় কেউ যদি ভুল করে পেট পুরে খেয়ে নেয়, তাহ'লে সে কি ঐ ছিয়াম পূর্ণ করবে, নাকি পরে তার ক্বাযা আদায় করবে?	(৩৭/৭৭)
"	*যিয়াদ আলী, দক্ষিণ কুশখালী, সাতক্ষীরা।*	রামাযান মাসে নামাযী-বেনামাযী সবার খাদ্য দ্বারা ইফতার করা যায় কি?	(৩৮/৭৮)
"	*হাফেয মুহাম্মাদ আহসান হাবীব হাজীপুর, জামালপুর।-*	রামাযানের ১ম দশ দিন রহমতের, ২য় দশ দিন মাগফেরাতের ও শেষ দশ দিন জাহান্নাম হ'তে মুক্তির। উক্ত হাদীছটি কি ছহীহ?	(৩৯/৭৯)
"	*আব্দুল হামীদ, নেছারাবাদ, পিরোজপুর।*	লায়লাতুল ক্বদরে তারাবীহ্র ছালাত আদায় করার পর ক্বদরের নামে ৮ বা ১২ রাক'আত ছালাত আদায় করা যায় কি?	(৪০/৮০)
		***	
ডিসেম্বর ২০০৩ (৭/৩)	*খাদীজা, কুমিরা মহিলা কলেজ, সাতক্ষীরা।*	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নামে রেকর্ডকৃত জমির উপর মসজিদ নির্মাণ করা যাবে কি?	(১/৮১)
"	*মাহমূদ হাসান, বড় পাথার, বগুড়া।*	'বিয়ের এক প্রস্তাবের উপর নতুন প্রস্তাব পেশ করা নাজায়েয' কথাটির প্রমাণে কোন ছহীহ দলীল আছে কি?	(২/৮২)
"	*নযরুল ইসলাম, কলেজ বাজার, বিরামপুর দিনাজপুর।*	দাস-দাসী প্রথা কি রহিত হয়ে গেছে? না হ'লে এ ধরনের নারী-পুরুষ বর্তমানে আছে কি? থাকলে তাদেরকে গ্রহণ করা যাবে কি?	(৩/৮৩)
"	*আব্দুল হালীম, পশ্চিমভাগ, পুঠিয়া, রাজশাহী।*	জনৈক মাওলানা ছাহেব বললেন, 'ওমর (রাঃ) ও অন্যান্য কতিপয় ছাহাবী একই রাতে আযানের বিষয়টি স্বপ্নে দেখেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে উপস্থাপন করা হ'লে তিনি তা সত্যায়ন করেন' মর্মে ঘটনাটি মিথ্যা। মাওলানা ছাহেব কি সত্য বলেছেন? জবাবদানে বাধিত করবেন।	(৪/৮৪)
"	*আমজাদ হুসাইন, হড়গ্রাম মুনশীপাড়া রাজশাহী কোর্ট, রাজশাহী।*	সময় ও মূল্য নির্ধারণ করে শস্য প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে টাকা প্রদান করা হয়। এক্ষণে, নির্ধারিত সময়ে শস্য দিতে না পারলে শস্যের পরিমাণ বাড়ানো যায় কি?	(৫/৮৫)
"	*শাবলু মিয়া, নিউঘর, কাউনিয়া, রংপুর।*	বিছানায় নাপাকী লেগে থাকলে তার উপর পরিষ্কার কিছু বিছিয়ে ছালাত আদায় করা যাবে কি?	(৬/৮৬)

"	*হাফীযুর রহমান, ডক শ্রমিক এলাকা, চট্টগ্রাম।*	আমি মাঝে-মধ্যে ভুলক্রমে তাশাহ্হুদ পড়ার পর দরূদ না পড়ে দো'আয়ে মাছূরা পড়ে ফেলি। এমতাবস্থায় আমাকে সহো সিজদা দিতে হবে কি?	(৭/৮৭)
"	*বাদশাহ, হাকিমপুর বাজার, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।*	দৈহিক ও আর্থিক সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আমি বিয়ে করতে অনিচ্ছুক। তবে মুসলমান হিসাবে আমি ইসলামের অন্যান্য বিধি-বিধান পালন করার চেষ্টা করি। পরকালে আমার মুক্তি হবে কি?	(৮/৮৮)
"	*ফযলুল হক্ব, ২২০ বংশাল রোড, ঢাকা।*	নতুন ঘরবাড়ী, দোকানপাট উদ্বোধনের সময় অথবা কোন অনুষ্ঠানের শুরু বা শেষে হাত তুলে দো'আ করা যায় কি?	(৯/৮৯)
"	*আব্দুল ওয়াদূদ, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।*	'আত-তাহরীক' ৬ষ্ঠ বর্ষ ১০ম সংখ্যা জুলাই ২০০৩-এর প্রশ্নোত্তর কলামে বলা হয়েছে, 'জুম'আর পূর্বে নির্দিষ্ট কোন সুন্নাত ছালাত নেই'। যদি তাই হয়, তবে নিম্নের হাদীছগুলির সঠিক উত্তর দানে বাধিত করবেন। (১) اَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّى قَبْلَ الْجُمْعَةِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ -رواه ابن ماجة- (২) كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَرْكَعُ قَبْلَ الْجُمْعَةِ اَرْبَعًا لَايَفْصِلُ فِيْ شَيْئٍ مِنْهُنَّ -رواه ابن ماجة- (৩) عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه اَنَّهُ كَانَ يُصَلِّىْ قَبْلَ الْجُمْعَةِ اَرْبَعًا وَبَعْدَهَا اَرْبَعًا- رواه الترمذى والطبرانى-	(১০/৯০)
"	*শফীকুর রহমান, শাঠিবাড়ী, মিঠাপুকুর, রংপুর।*	আমাদের একটি সমাজকল্যাণ সংস্থা আছে। সেখানে পনের দিন পর পর টাকা জমা দিতে হয়। জমাকৃত টাকা গরীব ও দুঃস্থদের মাঝে বন্টন করা হয়। এক্ষণে আমাদের ওশর-ফিৎরার টাকা সেখানে জমা করা যাবে কি?	(১১/৯১)
"	*ফযলুল হক, জলাইডাঙ্গা, মিঠাপুকুর, রংপুর।*	বিবাহ পড়ানোর কোন নির্ধারিত স্থান আছে কি?	(১২/৯২)
"	*আযাদ, জলাইডাঙ্গা, রংপুর।*	মুকুট মাথায় দিয়ে বিবাহ করতে যাওয়া কি ঠিক? বরের জন্য কোন নির্ধারিত পোষাক আছে কি?	(১৩/৯৩)
"	*সোহেল রানা, নোনামাটিয়াল, দুর্গাপুর, রাজশাহী।*	পৈত্রিক সম্পত্তিতে শত বছরের একটি পুরাতন মসজিদ রয়েছে। জমির পরিমাণ আনুমানিক ১২/১৫ শতক। ওয়ারিছের সংখ্যা আনুমানিক ৫০/৬০ জন। কিন্তু ১৯৬২ সালের রেকর্ডের সময় মাত্র দু'জন ওয়ারিছ নিজেদের নামে সমস্ত জমি রেকর্ড করে নেয়। এতে বাকী ওয়ারিছগণ ব্যথিত হন। বিষয়টি ফাঁস হয়ে গেলে উক্ত দুই ওয়ারিছ যে তিন শতক জমির উপর মসজিদটি অবস্থিত, শুধু সেটুকু ওয়াক্ফ করে দেয়। এ নিয়ে ওয়ারিছদের মধ্যে এখনও দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। প্রশ্ন হ'ল, উক্ত মসজিদে ছালাত হবে কি-না?	(১৪/৯৪)
"	*আব্দুল খালেক, উকপানিয়া, মেহেন্দীগঞ্জ, বরিশাল।*	জনৈক প্যারালাইসিসে আক্রান্ত ব্যক্তি অক্ষমতার কারণে তার গুপ্তাঙ্গের লোম পরিষ্কার করতে পারে না। তার স্ত্রীও নেই। এমতাবস্থায় তার করণীয় কি?	(১৫/৯৫)
"	*মুহাম্মাদ মুর্তযা, রায় দৌলতপুর, সিরাজগঞ্জ।*	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ভুল ছালাত আদায়কারীকে ৩য় বা ৪র্থ বারে বললেন, 'ফিরে যাও, পুনরায় ছালাত আদায় কর; কেননা তুমি ছালাত আদায় করনি'। উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় 'ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত বঙ্গানুবাদ হেদায়ার ৮৩ পৃষ্ঠায় নিম্নোক্ত হাদীছ পেশ করা হয়েছে, 'তুমি যদি এর কিছু কম কর, তবে তোমার ছালাতকে তুমি কম করলে'। আমার প্রশ্ন, ত্রুটিপূর্ণ ছালাত যদি গ্রহণযোগ্য হয়, তাহ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ভুল ছালাত আদায়কারীকে বার বার ছালাত পড়ালেন কেন?	(১৬/৯৬)
"	*মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ, রাজপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।*	মসজিদে কার্পেট বিছানো থাকা সত্ত্বেও কতিপয় মুছল্লীকে তার উপর জায়নামায বিছিয়ে ছালাত আদায় করতে দেখা যায়। এটা কি ঠিক?	(১৭/৯৭)
"	*মুহাম্মাদ ক্বামারুযযামান সরকার, তুলাগাঁও, সুলতানপুর, দেবীদ্বার, কুমিল্লা।*	আমাদের গ্রামে পাঁচটি মসজিদ আছে। আমি অপেক্ষাকৃত নিকটের মসজিদ ছেড়ে অন্য একটি মসজিদে গিয়ে ছালাত আদায় করি এবং সেখানে দান করি। আমার এভাবে ছালাত আদায় করা শরী'আত সম্মত হচ্ছে কি?	(১৮/৯৮)
"	*এম,এম, রহমান, সেনগ্রাম, কানাইঘাট, সিলেট।*	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নামের পরে 'ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' বলতে হয় এবং লিখতে হয়। এটা সংক্ষেপে '(ছাঃ)' লেখা কি ঠিক হবে?	(১৯/৯৯)
"	*মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ, রাজপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।*	স্বামী বিদেশে থাকাবস্থায় স্ত্রীর অসৎ চরিত্রের কারণে তাকে এক সঙ্গে তিন তালাক প্রদান করে। অতঃপর স্বামী দু'বছর পর বাড়ী ফিরে এসে ঐ স্ত্রীকে নিতে পারবে কি?	(২০/১০০)
"	*হাসান মুহাম্মাদ, নামো শংকরবাটি, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।*	'আত-তাহরীক' আগষ্ট ২০০৩-এর ৩২/৪১ নং প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে যে, আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইকে কবরে রাখার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে উঠিয়ে তাঁর নিজের জামা পরিয়ে দিলেন। প্রশ্ন হ'ল, একজন মুনাফিককে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কেন তাঁর নিজের জামা পরালেন?	(২১/১০১)
"	*ইবনু খায়রুযযামান, সার্কিট হাউস, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।*	আধুনিক বিশ্বে বর ও কনে পৃথিবীর দুই প্রান্ত থেকে মিডিয়ার মাধ্যমে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে। শরী'আতের দৃষ্টিতে উক্ত পদ্ধতিটি কি জায়েয?	(২২/১০২)
"	*শফীক, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, চট্টগ্রাম।*	যাদের পাপ-পুণ্যের পাল্লা সমান হবে তাদেরকে নাকি 'আ'রাফ' নামক স্থানে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত রাখা হবে। সেখানে তারা কতদিন থাকবে এবং তারপর তাদেরকে কোথায় রাখা হবে?	(২৩/১০৩)
"	*মুহাম্মাদ শওকত আলী, জগন্নাথপুর, মনাকষা, শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।*	আমাদের দেশের ব্যবসায়ীরা প্রতি বছর নববর্ষের নামে 'শুভ হালখাতা'র মহরত উৎসব পালন করে থাকে। এ ব্যাপারে শরী'আতের বিধান কি?	(২৪/১০৪)

"	*এস,এম, কামাল, নূর মহল, ১১০ হাজী ইসমাঈল লিংক রোড, বানরগাতী, খুলনা।*	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিতা-মাতা কোন্ ধর্মের অনুসারী ছিলেন? তাঁদের পরকালীন জীবন সম্পর্কে ছহীহ দলীলের আলোকে জানতে চাই।	(২৫/১০৫)
"	*মুহাম্মাদ আতাউর রহমান, বান্দাইখাড়া, নওঁগা।*	কুরআন-হাদীছে অভিজ্ঞ অথচ দাড়ি রাখতে অনিচ্ছুক এমন ইমামের পিছনে ছালাত জায়েয হবে কি?	(২৬/১০৬)
"	*ফয়সাল, ষোল শহর, চট্টগ্রাম।*	মৃত ব্যক্তিকে বাড়ী থেকে নিয়ে যাওয়ার সময় মাথা আগে নিয়ে যেতে হবে, নাকি পা? কবরে নামানোর সময় কোন দিক থেকে নামাতে হবে?	(২৭/১০৭)
"	*মুহাম্মাদ নু'মান, নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।*	মসজিদে জানাযার খাটলি রাখা শরী'আত সম্মত কি?	(২৮/১০৮)
"	*আব্দুল হামীদ, মোহনপুর, রাজশাহী।*	নিকটাত্মীয়রাই মৃত ব্যক্তিকে গোসল দানের বেশী হকদার, কথাটি কি ঠিক?	(২৯/১০৯)
"	*আতাউর রহমান, চকপাড়া, মেহেরচণ্ডী, রাজশাহী।*	নাছিরুদ্দীন আলবানী প্রণীত ও আকরামুযযামান বিন আবদুস সালাম অনূদিত 'নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ছলাত সম্পাদনের পদ্ধতি' বইয়ের ১৩২ পৃষ্ঠায় রাসূল (ছাঃ) সিজদা কালেও হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন বলা হয়েছে। এ বিষয়ে সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩০/১১০)
"	*আব্দুল জাব্বার, ভোলাডাংগী, মেহেরপুর।*	ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের পর নাকি জিবরীল (আঃ) তাঁর নিকটে 'অহি' নিয়ে আসবেন? এ কথার সত্যতা জানতে চাই।	(৩১/১১১)
"	*মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ বিন আব্দুস সাত্তার পাণ্ডুলিপি ছাত্রাবাস, কোরাপাড়া, ঝিনাইদহ।*	একাধিক স্ত্রীর স্বামী জান্নাতী হ'লে কোন্ স্ত্রীর সাথে তিনি জান্নাতে অবস্থান করবেন? অনুরূপভাবে কোন মহিলার একাধিক স্বামী থাকলে তিনি কোন্ স্বামীর সাথে জান্নাতে থাকবেন?	(৩২/১১২)
"	*মীযানুর রহমান, মৈশালা, পাংশা, রাজবাড়ী।*	বিধবা, কাজের মেয়ে, ইয়াতীম ও মিসকীনদের সাথে কি ধরনের আচরণ করা উচিৎ?	(৩৩/১১৩)
"	*আব্দুছ ছামাদ, কুমারখালী, কুষ্টিয়া।*	প্রাইমারী ও হাইস্কুলের 'ইসলাম শিক্ষা' বইয়ে যে ছালাত শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, তা ছহীহ হাদীছে নেই। এছাড়াও শবেবরাত ও তার ফযীলত সম্বলিত হাদীছও পড়ানো হয়। এগুলি মুখস্থ করে পরীক্ষার খাতায় না লিখলে আবার নম্বরও পাওয়া যায় না। এমতাবস্থায় ছহীহ হাদীছপন্থী ছাত্র-ছাত্রীদের করণীয় কি?	(৩৪/১১৪)
"	*নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, চাঁদপাড়া, গোবিন্দগ, গাইবান্ধা।*	আমাদের কোন সন্তান-সন্ততি না হওয়ায় আমি দ্বিতীয় বিয়ে করতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু বর্তমানে সন্তান-সন্ততি ফিৎনা মনে হচ্ছে। ফলে দ্বিতীয় বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমার চিন্তাধারা সঠিক কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩৫/১১৫)
"	*মুহাম্মাদ আলী, কলারোয়া বাজার, সাতক্ষীরা।*	প্রথম আঘাতে টিকটিকি মারতে পারলে ১০০ নেকী পাওয়া যাবে- কথাটি কি ঠিক?	(৩৬/১১৬)
"	*সোলায়মান, পাওটানাহাট, পীরগাছা, রংপুর।*	জুম'আর দু'রাক'আত ফরয ছালাতে সূরা আ'লা এবং সূরা গাশিয়াহ না পড়লে সুন্নাত বিরোধী আমল হবে বলে জনৈক আলেম ফৎওয়া দিয়েছেন। বিষয়টির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩৭/১১৭)
"	*আব্দুস সাত্তার, রহণপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।*	কুরআন পড়তে পারি কিন্তু অর্থ বুঝি না। এতে কি আমার নেকী হবে?	(৩৮/১১৮)
"	*শরীফা সুলতানা, মহিষবাথান, খোকসা, কুষ্টিয়া।*	যিলহজ্জ মাসে আরাফার ছিয়াম ছাড়া অন্য ছিয়াম পালন করার বিধান আছে কি?	(৩৯/১১৯)
"	*মাশকুরা মাহমূদা, মিহালীহাট, শিবগঞ্জ, বগুড়া।*	মহিলারা কি হাঁস-মুরগী ইত্যাদি যবেহ করতে পারে? স্বামী-স্ত্রী নাপাক অবস্থায় উক্ত পশুগুলি যবেহ করতে পারে কি?	(৪০/১২০)
		***	
জানুঃ ২০০৪ (৭/৪)	*মুঈনুদ্দীন আহমাদ, মহানন্দখালী, নওহাটা, রাজশাহী।*	একটি বইয়ে দেখলাম, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বংশধরের প্রতি ওশর, যাকাত, ফিৎরা ও ছাদাক্বা হারাম। ছহীহ দলীলের আলোকে এ কথার সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন। আর 'বংশ' বলে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে?	(১/১২১)
"	*মাহমূদা খানম, সত্যজিৎপুর, পাংশা, রাজবাড়ী।*	যে সমস্ত সূরার শেষ আয়াতে সিজদা রয়েছে, সেগুলি ছালাতের মধ্যে শেষ করলে কিভাবে সিজদা করতে হবে জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২/১২২)
"	*মাহমূদা, পাংশা, রাজবাড়ী।*	'আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ' (ডক্টরেট থিসিস)-এর ১৩৯ পৃঃ ৫ নম্বরের 'ক'-এ উল্লেখ রয়েছে, বিয়ে করার পর মিলনের পূর্বে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে শ্বাশুড়ীকে বিয়ে করলে বিবাহ শুদ্ধ হবে না। কিন্তু 'আত-তাহরীক' সেপ্টেম্বর ২০০২ সংখ্যায় ২২/৩৮২ নং প্রশ্নোত্তরে বলা হয়েছে, বিয়ে সিদ্ধ হবে। কোন্‌টি সঠিক জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩/১২৩)
"	*ছানাউল্লাহ, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।*	আমার স্ত্রী ছালাত আদায় করে না। আমার অনুমতি ব্যতীত যেখানে সেখানে যায়। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি?	(৪/১২৪)

"	মনযূর হুসাইন, মাষ্টারপাড়া, নবাবগঞ্জ।	নফল ছালাতে তাকবীরে তাহরীমার পর ছানা পড়তে হবে কি?	(৫/১২৫)
"	শফীকুল ইসলাম, দারুসা বাজার, পবা, রাজশাহী।	জনৈক পরিচিত বক্তা এক তাফসীর মাহফিলে বলেন, তেঁতুল গাছ, ঝাউগাছ ও বাবলা গাছ মানুষের প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করা নিষেধ। বিষয়টির সত্যতা জানতে চাই।	(৬/১২৬)
"	শহীদুল্লাহ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।	মুসাফির ব্যক্তি মুক্বীমের ইমামতি করতে পারে কি?	(৭/১২৭)
"	মুস্তাফীযুর রহমান, জয়ন্তীবাড়ী, কামারপাড়া, বগুড়া।	'খোলা তালাক' গ্রহীতা মহিলার তিন মাস অতিবাহিত হওয়ার কিছুদিন পূর্বে অন্যত্র বিবাহ সম্পন্ন হ'লে জনৈক আলেম বলেন, এ বিবাহ বৈধ হয়নি। এতে বরং সাক্ষীদ্বয় ও উকীলের স্ত্রী তালাক হয়ে গেছে। বিষয়টি জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৮/১২৮)
"	তাযীরুল ইসলাম, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	গলায় 'টাই' ঝুলানো যাবে কি? ছহীহ দলীলের আলোকে জানতে চাই।	(৯/১২৯)
"	লাবীব, বড় কুঠিপাড়া, রাজশাহী।	আমি এক ব্যক্তির নিকট কিছু টাকা কর্য নিয়েছিলাম। এখন তাকে খুঁজে পাচ্ছি না, পাওয়ার সম্ভাবনাও নেই। এক্ষণে আমার করণীয় কি?	(১০/১৩০)
"	মুছল্লীবৃন্দ, বাগমারা, রাজশাহী।	লাঠি হাতে নিয়ে খুৎবা দেওয়ার শারঈ বিধান কি? খুৎবা বাংলায় দেওয়া যাবে কি?	(১১/১৩১)
"	কাওছার, রাণীনগর, নওগাঁ।	আমাদের মসজিদ সংকীর্ণ হওয়ায় এর সংলগ্ন আরেকটি মসজিদ নির্মান করতে চাচ্ছি। কিন্তু মাঝে দুইটি কবর পড়ে যাচ্ছে। একটির বয়স ৫ বছর অপরটির বয়স ৩০ বছর। অনেকেই বলছেন, দুই মসজিদ একত্র না হ'লে পরবর্তী মসজিদ জায়েয হবে না। এখন আমাদের করণীয় কি?	(১২/১৩২)
"	মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম, রেযওয়ানুল উলুম আলিম মাদরাসা, চুয়া মল্লিকপাড়া, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।	আমরা জানি মৃত ব্যক্তির নামে একত্রিত হয়ে দো'আ করা, কুরআন খতম, চল্লিশা, কবরস্থানে মিষ্টি বিতরণ ও পশু যবেহ করে মানুষকে খাওয়ানো বিদ'আত। কিন্তু 'আত-তাহরীক' মে'৯৯ সংখ্যার ২৯ পৃষ্ঠায় 'ছাহাবা চরিত' কলামে বলা হয়েছে, 'যায়েদ বিন ছাবিত (রাঃ)-এর ইন্তেকালের পরে তাঁর কাফন-দাফন শেষে মারওয়ান ইবনুল হাকাম প্রদত্ত ভেড়াটি যবেহ করে যায়েদ (রাঃ)-এর ছেলেরা মানুষদেরকে খাওয়ায়'। এ বিষয়ে সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১৩/১৩৩)
"	মাহমুদুল হাসান, টি,এস,পি কলোনী জামে মসজিদ, উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।	ছালাতের জন্য কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানোর সময় ইমাম ছাহেব বাচ্চাদেরকে পেছনে দাঁড়াতে বলেন। কারণ জানতে চাইলে বলেন, বাচ্চাদের পাশে ছালাত হয় না। ছহীহ দলীলের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১৪/১৩৪)
"	আলহাজ্জ আব্দুর রহমান, রাজপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।	অধিক বিক্রির স্বার্থে দোকানদার কেরাম বোর্ড ক্রয় করে প্রতি 'গেম' দু'টাকা করে ভাড়া দিচ্ছে। এভাবে ব্যবসা করা বৈধ কি?	(১৫/১৩৫)
"	হারূণুর রশীদ, বায়তুল ইযযত, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।	কূপের ভিতর ইঁদুর পড়ে মারা গেলে ঐ কূপের পানি দ্বারা ওযূ করা ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে জায়েয হবে, কিন্তু তাঁর দুই ছাত্র আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদের মতে জায়েয নয়। ছহীহ হাদীছের আলোকে সমাধান জানতে চাই।	(১৬/১৩৬)
"	নাঈমুন নাহার, ৬৫ মালিটোলা রোড, ঢাকা।	ফরয ছালাতের পর ১৯ বার 'বিসমিল্লা-হ' পড়লে নাকি পুলছিরাত পার হওয়া সহজ হয়। এ বিষয়ে জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১৭/১৩৭)
"	ইউসুফ বিন একরামুল হক, নিজপাড়া, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর।	'যে বছর রামাযান মাসে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ হবে, সে বছর ইমাম মাহদীর আবির্ভাব ঘটবে' (মিশকাত) হাদীছটি কি ছহীহ? কারণ আগামী রামাযানে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ অনুষ্ঠিত হ'তে যাচ্ছে।	(১৮/১৩৮)
"	হারূণুর রশীদ, বায়তুল ইযযত, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।	ছালাতের ভিতর ক্ষত স্থানের পট্টি খুলে গেলে কি ছালাত নষ্ট হয়ে যাবে?	(১৯/১৩৯)
"	সাজ্জাদুর রহমান, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।	জান্নাতে মোট কয়টি স্তর হবে? সর্বোচ্চ স্তরের জান্নাতটির নাম কি?	(২০/১৪০)
"	লিমা, পাংশা, রাজবাড়ী।	শখ করে টিয়া, ময়না বা যেকোন ধরনের পাখি পোষা যাবে কি?	(২১/১৪১)
"	মুহাম্মাদ শু'আয়েব আখতার, রাজশাহী।	সাত/আট বছরের ছেলেদের পুকুরে বা নদীতে উলঙ্গ হয়ে গোসল করা কি ঠিক?	(২২/১৪২)
"	এহসানুল্লাহ, শ্রীপুর, গাযীপুর।	কুরবানী করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানী না করলে ঈদের ছালাতে শরীক হ'তে নিষেধাজ্ঞা আছে কি?	(২৩/১৪৩)
"	শামীমা সুলতানা, চাকলা, গাবতলী, বগুড়া।	জনৈক আলেম বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'চাকু দিয়ে গোশত কেটে খাবে না বরং দাঁত দ্বারা ছিঁড়ে খাও'। হাদীছটির সত্যতা জানতে চাই।	(২৪/১৪৪)
"	মাওলানা এ,কে,এম, আব্দুর রশীদ, বাজার, গাযীপুর।	'একামত' অর্থ কি? কাতার সোজা করে একামত দিতে হবে, না একামত দিয়ে কাতার সোজা করতে হবে? একামত দেওয়ার ক্ষেত্রে ইমামের অনুমতির প্রয়োজন আছে কি?	(২৫/১৪৫)
"	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।	আমার স্বামী নাপাক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু আমি লজ্জায় বলতে পারিনি। যার ফলে আমার স্বামীকে একটি গোসল দেওয়া হয় এবং কাফন-দাফন সম্পন্ন করা হয়। কিন্তু ফরয গোসল না দেওয়ার কারণে আমার ভয় হয়। এক্ষণে উক্ত গোসলে তার ফরয গোসল হয়েছে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২৬/১৪৬)

"	*সেকান্দার আলী, গ্রাম ও পোঃ মোগলাহাট লালমণিরহাট।*	আমার জমির পার্শ্বে অন্য লোকের জমি রয়েছে। ফলে আমার কিছু জমি সে জবরদখল করে নিয়েছে। এরূপ অন্যায়ের পরিণতি কি হবে?	(২৭/১৪৭)
"	*মুহাম্মাদ মোস্তফা কামাল, বামুন্দী বাজার, গাংণী, মেহেরপুর।*	জনৈক বক্তা এক মাহফিলে বললেন, একদা এক মহিলা তার ছোট সন্তানকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট নিয়ে এসে বলল, আমার ছেলেকে সকালে ও সন্ধ্যায় শয়তান আক্রমণ করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন ছেলেটির বুকে হাত বুলিয়ে দো'আ করলে ছেলেটি বমি করে। ফলে তার পেটের ভিতর হ'তে কালো কুকুর ছানার ন্যায় বের হয়ে পালিয়ে গেল'। বক্তা বললেন, হাদীছটি মিশকাতে আছে। আমার সন্দেহ হচ্ছে যে, এটি হাদীছ, না কিচ্ছা। জবাব দানে বাধিত করবেন।	(২৮/১৪৮)
"	*আব্দুল খালেক, মহারাজপুর, নাটোর।*	রাসূল (ছাঃ)-এর খাদেম আনাস (রাঃ)-এর নাকি শতাধিক সন্তান-সন্ততি ছিল? কথাটি কি সঠিক?	(২৯/১৪৯)
"	*আব্দুছ ছবুর, বাখড়া, জয়পুরহাট।*	তাবলীগ জামা'আতের জনৈক খত্বীব বললেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের পরে বিশ রাক'আত ছালাত আদায় করবে তার জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন। হাদীছটি যঈফ হলে কারণ সহ জানাবেন।	(৩০/১৫০)
"	*মোশাররফ হোসাইন, রাজবাড়ী, মুরাদনগর, কুমিল্লা।*	সূরা ইয়াসীন পড়ার ফযীলত সম্পর্কীয় বহু হাদীছ শুনেছি, তন্মধ্যে একটি হ'ল- দশবার কুরআন খতম করার সমান নেকী পাওয়া যায়। এর সত্যতা জানতে চাই।	(৩১/১৫১)
"	*মুহাম্মাদ আবেদ আলী, লক্ষীপুর, রাজশাহী।*	অনেকে দুই সিজদার মাঝের দো'আটি সশব্দে পড়ে থাকেন। এটা কি ঠিক?	(৩২/১৫২)
"	*আব্দুল লতীফ, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।*	নিজ জমিতে উৎপাদিত কিংবা ক্রয়কৃত খাদ্য ও মালামাল অনির্দিষ্টকালের জন্য গুদামজাত করা যায় কি?	(৩৩/১৫৩)
"	*নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, এনায়েতপুর, সিরাজগঞ্জ।*	কুরআনের অনেক অক্ষর ৩/৪ আলিফ টেনে পড়তে হয়। কিন্তু এর সঠিক সীমা না জানায় অনেকে ভুল পড়ে গোনাহগার হচ্ছে। ৩/৪ আলিফ বলতে কতটুকু সময় টেনে পড়তে হবে?	(৩৪/১৫৪)
"	*নাজমুল হুদা, সারাংপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।*	কোন মুছল্লী এক সিজদা করে উঠে গেলে সে কি সিজদায়ে সহো করবে, না পুনরায় ছালাত আদায় করবে? তেমনি কোন মুছল্লী এক রাক'আতে তিনটি সিজদা করে ফেললে সিজদায়ে সহো কি যথেষ্ট হবে, না কি অন্য কোন বিধান আছে?	(৩৫/১৫৫)
"	*মুহাম্মাদ সওদাগর আলী, পোষ্ট বক্স নং ০১০০২, আল-জাহরা, কুয়েত।*	উপমহাদেশে মুসলিম সমাজে আল্লাহকে অনেকেই 'খোদা' নামে ডাকে। এ নামটি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন। সেই সাথে সূরা আ'রাফের ১৮০নং আয়াতের তাফসীর জানতে চাই।	(৩৬/১৫৬)
"	*সেতাবুর রহমান, জগন্নাথপুর, মনাকষা শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।*	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর দাড়ির লম্বা ও চওড়া থেকে উস্কখুস্ক দাড়ি ছাটতেন মর্মে তিরমিযীতে বর্ণিত হাদীছটির সনদ কি ছহীহ? জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩৭/১৫৭)
"	*ফিরোজ, লালবাগ, দিনাজপুর।*	মানুষের রং ও ভাষা বিভিন্ন হওয়ার কারণ কি?	(৩৮/১৫৮)
"	*আনীসুর রহমান, চাকলা, দেবীনগর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।*	অবৈধ সন্তান জান্নাতে যাবে কি?	(৩৯/১৫৯)
"	*ছফিউল্লাহ, দামনাশ, বাগমারা, রাজশাহী।*	সূরা আহযাবের ৩৩ নং আয়াতে 'আল জাহেলিয়াতিল উলা' বলতে কোন্ যুগকে বুঝানো হয়েছে? কোন্ তাফসীরে এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বিস্তারিতভাবে পাওয়া যাবে?	(৪০/১৬০)
		***	
ফেব্রুঃ ২০০৪ (৭/৫)	*শফীক, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, চট্টগ্রাম।*	'যাহা বলিব সত্য বলিব; সত্য বৈ মিথ্যা বলিব না' কুরআনের উপর হাত রেখে আদালতে এরূপ শপথ করা কি শরী'আত সম্মত? কুরআনের উপর হাত রেখে উক্ত শপথের পর মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে বিশেষ ধরনের কোন পাপ হবে কি?	(১/১৬১)
"	*মুহাম্মাদ জলীলুর রহমান, দুপচাঁচিয়া, বগুড়া।*	মাসূম নাম রাখা যাবে কি?	(২/১৬২)
"	*হাফেয মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ ও আলহাজ্জ আলাউদ্দীন আহমাদ পাটিকাবাড়ী, পাংশা, রাজবাড়ী।*	অধিকাংশ ইমাম পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের দুই ওয়াক্তে মুছল্লীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসেন। বাকী তিন ওয়াক্তে বসেন না এজন্য যে, বাকী তিন ওয়াক্তে ফরয ছালাতের পরে আরো ছালাত আছে। এর বিশুদ্ধতা জানতে চাই।	(৩/১৬৩)
"	*মুহাম্মাদ মুহসিন মুরাদনগর, কুমিল্লা।*	খুৎবার সময় ইমাম মিম্বরের কোন্ স্তরে বসবেন এবং কোন্ স্তরে দাঁড়িয়ে খুৎবা প্রদান করবেন?	(৪/১৬৪)
"	*মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম, সহকারী শিক্ষক রাজশাহী চিনিকল উচ্চ বিদ্যালয়, রাজশাহী।*	দশ বছর পূর্বে দলীয় বিতর্কের কারণে গ্রামের জামে মসজিদ ছেড়ে একই গ্রামের বাজারে একদল লোক পৃথকভাবে জামে মসজিদ নির্মাণ করে। বর্তমানে বাজার মসজিদে সর্বদলীয় লোকজন এবং বাজারের ক্রেতা-বিক্রেতা সবাই ছালাত আদায় করে। প্রশ্ন হ'ল, উক্ত মসজিদটি কি 'মসজিদে যেরার'-এর অন্তর্ভুক্ত হবে? যদি হয় তাহ'লে সংশোধনের উপায় কি? মসজিদের জায়গা ওয়াক্ফ করার প্রয়োজন আছে কি?	(৫/১৬৫)
"	*মুহাম্মাদ আবু তালেব, হরিরামপুর, বাঘা, রাজশাহী।*	জনৈক 'যুক্তিবাদী' বক্তার ক্যাসেটে শুনলাম, ক্বিয়ামতের মাঠে আল্লাহ যখন 'মরিয়ম' বলে ডাক দিবেন, তখন হাযার হাযার মরিয়ম আল্লাহ্র ডাকে সাড়া দিবে। তখন ঈসা (আঃ)-এর মা মরিয়মের নামের গুণে সমস্ত মরিয়মকে আল্লাহ বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। উপরোক্ত কথাগুলি কি সঠিক?	(৬/১৬৬)
"	*আব্দুল ওয়াদূদ ভূঁইয়া, সিনিয়র শিক্ষক, বড়শালঘর এম,এ, উচ্চ*	জামা'আতে ছালাত আদায় করার সময় এক মুক্তাদী হ'তে অপর মুক্তাদীর পা ফাঁকা বা মিলিয়ে রাখা সম্পর্কে	(৭/১৬৭)

	বিদ্যালয়, দেবীদ্বার, কুমিল্লা।	পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে বিস্তারিত জানালে খুশী হব।	
"	মুহাম্মাদ আযীমুদ্দীন, কাকডাঙ্গা, কলারোয়া সাতক্ষীরা।	বাংলাদেশের জনৈকা মুসলিম মহিলার ভারতীয় এক হিন্দু ছেলের সাথে বিবাহের পর দু'টি পুত্র সন্তান হয়েছে। যাদের বর্তমান বয়স ৮ ও ৬ বছর। উক্ত মহিলা ছেলে দু'টিসহ বাংলাদেশে তার পিতার নিকটে আসলে পিতা তাকে স্বামীর কাছে যেতে নিষেধ করেন এবং ছেলে দু'টিকে মুসলমান করতে চান। কিন্তু মহিলা ও ছেলে দু'টি ভারতে যাওয়ার জন্য কান্নাকাটি শুরু করে। এমতাবস্থায় উক্ত মহিলা ও ছেলে দু'টির করণীয় কি হ'তে পারে?	(৮/১৬৮)
"	শেখ আব্দুছ ছামাদ, বুলারাটী, আলীপুর, সাতক্ষীরা।	রামাযান মাসে লায়লাতুল ক্বদরে পশু-পাখি, গাছপালা, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি নাকি আল্লাহকে সিজদা করে, এর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৯/১৬৯)
"	আযীযুর রহমান, চণ্ডিপুর, মণিরামপুর, যশোর।	খারাপ মাল দ্বারা যাকাত প্রদান করলে যাকাত কবুল হবে কি? ব্যক্তিগত রাগারাগির কারণে যাকাতের হকদার ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা শরী'আত সম্মত কি?	(১০/১৭০)
"	মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম চকবিষ্ণুপুর, পোরশা, নওগাঁ।	মসজিদে ইমামের পিছনে এক পার্শ্বে পুরুষ ও এক পার্শ্বে মহিলারা ছালাত আদায় করছে। তবে উভয়ের মাঝে পর্দা রয়েছে। কিন্তু কাতারে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে উভয়ে একই কাতারে দাঁড়ায়। এভাবে ছালাত হবে কি?	(১১/১৭১)
"	মোস্তফা, ধুরইল ডি.এইচ কামিল মাদরাসা মোহনপুর, রাজশাহী।	যিনি নিয়মিত 'আইয়ামে বীয'-এর ছিয়াম পালন করেন, তিনি শাওয়াল মাসের ৬টি ছিয়াম উক্ত তিন দিন ব্যতীত অন্য সময়ে আদায় করবেন? নাকি উক্ত তিনটি সহ মোট ৬টি ছিয়াম পালন করবেন?	(১২/১৭২)
"	লিয়াকত আলী, ৩৪২/১ মধ্য মাদারটেক ঢাকা।	নাছিরুদ্দীন আলবানী প্রণীত এবং আকরামুযযামান অনূদিত 'ছালাত সম্পাদনের পদ্ধতি' বই-য়ে তিন রাক'আত ও চার রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতে প্রথম বৈঠকে তাশাহ্হুদের পর দরূদ পাঠ করার যে বর্ণনা এসেছে, সে ব্যাপারে বিস্তারিত জানালে কৃতজ্ঞ হব।	(১৩/১৭৩)
"	আনোয়ার, বাঁকড়া, চারঘাট, রাজশাহী।	পবিত্র কুরআন হাত অথবা তাক থেকে পড়ে গেলে কিংবা অসাবধানতা বশতঃ পা লাগলে চুম্বন করা যাবে কি? না এর বিনিময়ে কিছু দিতে হবে?	(১৪/১৭৪)
"	মুহাম্মাদ জাহারুল ইসলাম, সুজাপুর, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর।	মসজিদের পূর্বদিকে বাইরে কবর আছে। মুছল্লীদের স্থান সংকুলান না হওয়ায় উক্ত কবরের উপরে দোতলা করে ছালাত আদায় করা যাবে কি? অনেকে বলেন, মসজিদ সংস্কারের সময় পুরাতন মসজিদের মেহরাব ও কাতার ছেড়ে দিয়ে ক্বিবলার দিকে বাড়ানো যাবে না এবং পুরাতন মসজিদের ছালাতের কোন স্থানে ওযূ খানাও করা যাবে না। মহিলাদের জন্য দোতলায় পুরুষদের পিছনে একটু দূরে পৃথক কামরায় ছালাত হবে কি?	(১৫/১৭৫)
"	আব্দুস সালাম, কাটিয়া, সাতক্ষীরা।	জনৈক মুফতী ছাহেব ছহীহ হাদীছের হাওয়ালা দিয়ে বলেন, যারা ফজরের সুন্নাত ফরয ছালাতের পূর্বে পড়তে না পারবে, তাদেরকে সূর্যোদয়ের পরে পড়তে হবে। বিষয়টি যথাযথভাবে জানানোর জন্য অনুরোধ রইল।	(১৬/১৭৬)
"	আযাদ, উপযেলা গাবতলী, বগুড়া।	এ.টি.এন বাংলা চ্যানেলে শুনলাম ব্যবহারিক গয়নার যাকাত নেই। একথা সত্য কি?	(১৭/১৭৭)
"	রফীকুল ইসলাম, কাতলাসেন, ময়মনসিংহ।	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'ওয়ায়েস কুরনী'কে জামা দান করেছিলেন এবং তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মহব্বতে তাঁর বত্রিশটি দাঁত ভেঙ্গে ছিলেন। এসব কথা কি সত্য?	(১৮/১৭৮)
"	মুত্ত্বালেব, তালশন, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট।	ফিৎরা বা কুরবানীর চামড়ার টাকা দিয়ে সামাজিক ও ধর্মীয় কাজের জন্য সামিয়ানা তৈরি করা যাবে কি?	(১৯/১৭৯)
"	শারমিন আখতার, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	পায়ে নূপুর পরা যায় কি? অনেকে বলেন, পায়ে নূপুর পরা ইহুদীদের চলন। বিষয়টি জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২০/১৮০)
"	আমীনুল ইসলাম, মাহমূদপুর, সাতক্ষীরা।	দুই তলা দালানের প্রথম তলায় সিনেমা হল, আর দ্বিতীয় তলায় মসজিদ। এমন মসজিদ জায়েয হবে কি?	(২১/১৮১)
"	ইউনুস রহমান, মুশরিভূজা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	মৃত ব্যক্তিকে দাফন না করা পর্যন্ত পরিবারের সকল সদস্যকে না খেয়ে থাকতে হবে, একথাটি কি ঠিক?	(২২/১৮২)
"	ছাদেকুল ইসলাম, চৌডালা, গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	ছালাত চলা অবস্থায় আগন্তুক ব্যক্তি মুছল্লীদের সালাম দিতে পারে কি?	(২৩/১৮৩)
"	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, গোপালপুর, চারঘাট, রাজশাহী।	আমার পিতা বিদ'আতী কাজের মাধ্যমে আমাকে অর্থ উপার্জন করতে বলেন। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি?	(২৪/১৮৪)
"	আব্দুল হামীদ, হেলেনাবাদ, রাজশাহী।	ডিপোজিট পেনশন স্কীমে আমার কিছু টাকা জমা আছে। মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত মুনাফা পাব না। এখন আমাকে মূল টাকার যাকাত দিতে হবে, নাকি মূল ও লাভ সমষ্টির যাকাত দিতে হবে?	(২৫/১৮৫)
"	রাফিয়া খাতুন, মহেশপুর, পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।	যৌতুক নিয়ে বিবাহ করলে কি স্বামী-স্ত্রীর মেলামেশা অবৈধ হবে?	(২৬/১৮৬)
"	শফীকুর রহমান, নামুড়ি, লালমণিরহাট।	মসজিদের টাকা ব্যাংকে রেখে সে টাকা দিয়ে ইমামের বেতন দেওয়া যাবে কি?	(২৭/১৮৭)
"	আব্দুছ ছামাদ, চৌডালা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	গাছ-পালা ও যমীনকে সাক্ষী রেখে বিয়ে করা কি জায়েয হবে?	(২৮/১৮৮)
"	মনছুর আলী, হরিরামপুর, বাঘা, রাজশাহী।	অসুখের কারণে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করা যাবে কি?	(২৯/১৮৯)
"	আব্দুল বারী, পাঁচদোনা, নরসিংদী।	এক খণ্ড জমি দুই ব্যক্তির নিকট বিক্রি করলে উক্ত জমি কোন ব্যক্তি পাবে?	(৩০/১৯০)

"	মিছবাহুল ইসলাম, কালাই, জয়পুরহাট।	জান্নাতে কি যৌবন লোপ পাবে? না সর্বদা যুবক অবস্থায় থাকবে?	(৩১/১৯১)
"	আব্দুল কুদ্দুস, বান্দাইখাড়া, আত্রাই, নওগাঁ।	ক্বিয়ামতের দিন শুধু ভাল আমল সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে অবহিত করে ফায়ছালা করবেন? নাকি খারাপ কাজের জন্যও বিচার করবেন?	(৩২/১৯২)
"	সবুজ ও নাঈম, বুড়িচং, কুমিল্লা।	দাস বা গোলাম নাকি আল্লাহ্র নিকটে দ্বিগুণ নেকী পাবে? এ কথার সত্যতা জানতে চাই।	(৩৩/১৯৩)
"	ইমাদাদুল হক, মালিটোলা (বংশাল এলাকা) ঢাকা-১১০০।	মোটা মোযা ছাড়া নাকি মাসাহ্ করা যাবে না? কোন্ মোযার উপর মাসাহ্ চলবে এবং কয়দিন চলবে? জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩৪/১৯৪)
"	ছাব্বির ও সোহাগ, বড়িয়াহাট, শিবগঞ্জ, বগুড়া।	আমরা দুই বন্ধু চট্টগ্রামের এক পাহাড়ে অবস্থান করছিলাম। খাদ্য ও টাকা পয়সা নিকটে না থাকায় নিরুপায় হয়ে ক্ষুধার তাড়নায় সাপ ধরে ভূনা করে খেয়ে ফেলেছি। এতে কি আমাদের কোন পাপ হবে?	(৩৫/১৯৫)
"	জাবেদ ইকবাল, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।	সন্তান-সন্ততি জন্মের সময় চিৎকারের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে জনৈক আলেম বলেন, মাতৃগর্ভের গরম হ'তে হঠাৎ পৃথিবীর ঠাণ্ডায় আসার জন্য ক্রন্দন করে। আমরা শুনেছি শয়তানকে দেখে কাঁদে। কোন্টি সঠিক? জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩৬/১৯৬)
"	আব্দুশ শুকুর, বারকোণা, গাইবান্ধা।	পরনিন্দা বা গীবত করলে ওযূ ও ছিয়াম নষ্ট হবে কি?	(৩৭/১৯৭)
"	এস, খাতুন, শুকদেবপুর, দিনাজপুর।	হায়েয ও ইস্তেহাযা উভয়টির হুকুম পার্থক্য করে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ রইল।	(৩৮/১৯৮)
"	আব্দুল ওয়াদূদ, কালীগঞ্জ হাট কলেজ তানোর, রাজশাহী।	বাংলা মিশকাত ৮ম খণ্ডের ১৭৮ পৃঃ ৪০৭৬ নং হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজের পিতার কসম খেয়েছেন। তাহ'লে আমরা বাপ-মার কসম কেন খেতে পারব না?	(৩৯/১৯৯)
"	আলমগীর, ডেমরা, ঢাকা-১২৩৬।	বাঘের গোশত খাওয়া যে হারাম তার দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৪০/২০০)
		***	
মার্চ ২০০৪ (৭/৬)"	মুহাম্মাদ আনছার আলী, পলাশগোল, সাতক্ষীরা।	মানত করে আর্থিক সংকটের কারণে আদায় করতে না পারলে করণীয় কি?	(১/২০১)
"	মুহাম্মাদ তাওহীদুর রহমান, রাজশাহী।	আদম (আঃ)-কে কুমন্ত্রণা দেওয়ার জন্য বহিষ্কৃত ইবলীস কিভাবে পুনরায় জান্নাতে প্রবেশ করে?	(২/২০২)
"	মুহাম্মাদ তাওহীদুর রহমান, রাজশাহী।	আল্লাহ তা'আলা যে ব্যক্তিকে যে স্থানের মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, তার কবর কি সে স্থানেই হবে?	(৩/২০৩)
"	আলহাজ্জ তোফাযযল হুসাইন, পূর্ব জগন্নাথপুর, বিরামপুর, দিনাজপুর।	মাসিক 'আত-তাহরীক' অক্টোবর ২০০১ প্রশ্নোত্তর ৩৩/৩৩-এর উত্তরে বলা হয়েছে, 'বন্ধক রাখা জমির ফসল গ্রহণ করা যায়'। আবার জুন ২০০২ প্রশ্নোত্তর ৯/২৬৪-তে বলা হয়েছে 'ঋণের বিনিময়ে অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করাই সূদ এবং তা হারাম'। বিষয়টি জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৪/২০৪)
"	মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।	প্রসিদ্ধ একটি নামায শিক্ষা বইয়ে জুম'আর মাহাত্ম্য বর্ণনায় লেখা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি জুম'আর দিনে সহবাসের কারণে নিজের বিবিকে গোসল করায় ও নিজে গোসল করে এবং তাড়াতাড়ি পায়ে হেঁটে মসজিদে যায় এবং খুৎবা শোনে, সে প্রত্যেক পদক্ষেপের বদলে এক বছরের ছিয়াম ও এবাদতের ছওয়াব পায়' (তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ)। অত্র হাদীছটি কি ছহীহ?	(৫/২০৫)
"	আব্দুল কুদ্দুস, আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা।	সতর কতটুকু এবং এর হুকুম কি?	(৬/২০৬)
"	মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান, ফুলকোট, মাঝিড়া, বগুড়া।	বিবাহের জন্য ইসলামী বিধান অনুযায়ী পাত্রীর কি কি গুণাবলী দেখা উচিত? দু'এক বছরের বড় মেয়েকে বিবাহ করা জায়েয কি?	(৭/২০৭)
"	মুহাম্মাদ আবু মূসা, বড় তারা, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট।	জনৈক আলেমকে বলতে শুনেছি, বিবাহের উকিল তিনিই হবেন, যিনি মাহরাম। বিষয়টি ছহীহ দলীলের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৮/২০৮)
"	মুহাম্মাদ আবুবকর ছিদ্দীক্ব, লালমণিরহাট।	ছালাতের মধ্যে অমনোযোগী ভাব এবং দুনিয়াবী কথা মনে পড়লে করণীয় কি?	(৯/২০৯)
"	মুহাম্মাদ পারভেজ মোল্লা, বড়ঘাট, মোল্লাহাট, বাগেরহাট।	তাশাহ্হুদ বৈঠকে ডান হাতের শাহাদত আঙ্গুল কিভাবে কোন্ সময় ইশারা করতে হয়। প্রতি ইশারায় নাকি ১০টি করে নেকী হয়। এটা কি ঠিক।	(১০/২১০)
"	মূসা বিন যাকির, তলুইগাছা, সাতক্ষীরা।	মসজিদের জমি রেজিষ্ট্রি না থাকায় একদল লোক অন্য মসজিদে ছালাত পড়ে। অন্যদল তাদের ঈদগাহে ছালাত পড়বে না। এমতাবস্থায় তারা ঈদের ছালাত মসজিদে পড়তে পারবে কি?	(১১/২১১)
"	জাহিদুল ইসলাম, কুশখালী, সাতক্ষীরা।	জীবিত তিন ভাই একত্রে মায়ের নামে একটি কুরবানী করেন। তারা বলেন যে, মা-ই তো কুরবানী করেন। অথচ ভাইদের দেওয়া টাকা দিয়েই এ কুরবানী করা হয়। এভাবে কুরবানী বৈধ হবে কি?	(১২/২১২)
"	তারিক অনিকেত, ঈদগাহ বাজার, মেহেন্দীগঞ্জ, বরিশাল।	নিম্নোক্ত হাদীছগুলি ছহীহ কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন- (১) জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর ফরয (২) বিদ্বানের কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়ে উত্তম (৩) যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে গৃহ ত্যাগ করে, সে আল্লাহ্র পথে বিচরণ করে (৪) তোমরা সুদূর চীন দেশে যেয়ে হ'লেও জ্ঞান অন্বেষণ কর (৫) দুই ব্যক্তির আকাঙ্খা কখনো পরিতৃপ্ত হয় না। জ্ঞানীর জ্ঞান তৃষ্ণা ও দুনিয়াদারের সংসার আসক্তি (৬) সারারাত প্রার্থনা (ইবাদত) করা অপেক্ষা একঘন্টা জ্ঞানচর্চা করা শ্রেষ্ঠ (৭) জ্ঞানের আধিক্য ইবাদতের আধিক্য হ'তে	(১৩/২১৩)

		শ্রেষ্ঠ (৮) দোলনা হ'তে কবর পর্যন্ত শিক্ষাকাল প্রসারিত (৯) যে জ্ঞানার্জন করে তার মৃত্যু নেই (১০) যে জ্ঞানীকে সম্মান করে, সে আমাকে সম্মান করে।	
"	মাষ্টার আবুল হুসাইন সরদার, চৌথল, পালসা, আত্রাই, নওগাঁ।	মুছল্লীদের জায়গা সংকুলান না হওয়ায় মসজিদ অন্যত্র স্থানান্তর করা যায় কি? যদি করা যায় তাহ'লে পূর্বের মসজিদের স্থান বা তার আসবাবপত্র কি করতে হবে?	(১৪/২১৪)
"	আব্দুল মজীদ, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জামা কেমন ছিল? পাঞ্জাবী ও শার্ট কি সুন্নাতী পোষাক?	(১৫/২১৫)
"	আযাদ মোল্লা, বোয়ালমারী, ফরিদপুর।	জুম'আর দিন মসজিদে প্রবেশের দু'রাক'আত ছালাত আদায় করার পর আর কোন ছালাত পড়র যাবে কি?	(১৬/২১৬)
"	আব্দুল গফূর তালুকদার, জয়পুরহাট।	কোন অভাবী মানুষ সূদের উপর নেওয়া ঋণ বা উহার কিস্তি পরিশোধের জন্য কর্য চাইলে দেওয়া যাবে কি?	(১৭/২১৭)
"	মাহবুবুর রহমান, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।	ওযূ অবস্থায় সন্তানকে দুধ খাওয়ালে ওযূ নষ্ট হবে কি?	(১৮/২১৮)
"	আব্দুল ওয়াদূদ, কাঁটাবাড়িয়া, বগুড়া।	জুম'আর দিন মিম্বরে উঠার সময় সালাম দেওয়া যাবে কি?	(১৯/২১৯)
"	শাহ আলম, গোবরাপাড়া, রিশখালা হরিণাকুণ্ড, ঝিনাইদহ।	আবু নুসরাত গোলাম রাব্বানীর লিখিত 'পূর্ণাঙ্গ নামায শিক্ষা' বইয়ের ৩৬ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, 'ইমাম আবু হানীফা ওযূ করার সময় ওযূর পানির সাথে পাপ ঝরে যাওয়া দেখতে পেতেন'। একথা কি ঠিক?	(২০/২২০)
"	হায়দার আলী, কাট্টিগ্রাম, ফকীরবাড়ী কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।	জনৈক ব্যক্তি ছালাতে ক্বিরাআত ও দো'আগুলির বাংলা অনুবাদ পড়ে। তার যুক্তি হ'ল, আল্লাহ সব ভাষা বুঝেন'। এভাবে ছালাত হবে কি?	(২১/২২১)
"	ফরীদা ইয়াসমীন, বন গবেষণা ইনষ্টিটিউট, চট্টগ্রাম।	মৃত ব্যক্তির কাফনের উপর কালেমা বা কোন কিছু লিখা জায়েয আছে কি?	(২২/২২২)
"	নাছিরুদ্দীন, বাউশা হেদাতী পাড়া, তেঁথুলিয়া, বাঘা, রাজশাহী।	ঈদায়নের তাকবীর পাঠ করতে করতে বাড়ী হ'তে ঈদগাহে গমন এবং বাড়ীতে প্রত্যাবর্তনের মারফূ সূত্রে বর্ণিত কোন হাদীছ আছে কি?	(২৩/২২৩)
"	মনীরুল ইসলাম, যোগীপাড়া, বাগাতীপাড়া, নাটোর।	ইস্তেগফারের জন্য নিম্নের দো'আটির বিশুদ্ধতা জানিয়ে বাধিত করবেন। أَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ-	(২৪/২২৪)
"	আফযাল হুসাইন, নওদাপাড়া, রাজশাহী।	'নিউওয়ে প্রাইভেট লিমিটেড' এবং 'ডেসটিনি ২০০০ প্রাইভেট লিমিটেড' যে কার্যক্রম চালাচ্ছে এবং Multi Level Marketing পদ্ধতিতে যে লভ্যাংশ মানুষকে দিচ্ছে, এটা কি জায়েয?	(২৫/২২৫)
"	রঈসুদ্দীন, গ্রাম ও পোঃ ফুলতলা, পঞ্চগড়।	অনেক সময় দেখা যায়, ৫/৭ বছর বয়সের ছেলের অলৌকিকভাবে খাৎনা হয়ে যায়। এটা আসলে কি? এরূপ খাৎনা হ'লে পুনরায় খাৎনা দিতে হবে কি?	(২৬/২২৬)
"	ওবায়দুল্লাহ, সোনারচর, বাসাইল, টাংগাইল।	ইমামের অনুমতি ছাড়া কিংবা তার ইমামতির জায়গায় পৌঁছার পূর্বেই একামত দেওয়া যাবে কি?	(২৭/২২৭)
"	আশরাফ আলী, ভাইয়ের পুকুর, বগুড়া।	গান-বাজনার মজলিসে বসলে কি ক্ষতি হবে? জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২৮/২২৮)
"	এহসানুল্লাহ, সত্যজিৎপুর, পাংশা, রাজবাড়ী।	জনৈক ব্যক্তি অবৈধ পথে অর্জিত অর্থ দ্বারা একটি মসজিদের ছাদ দিয়েছেন। কিন্তু মসজিদের কমিটি পূর্বে জানত না। এখন সেটি প্রকাশ পেয়েছে। এক্ষণে উক্ত মসজিদের ছাদ কি ভেঙ্গে ফেলতে হবে?	(২৯/২২৯)
"	সোহরাব হোসেন, গোয়ালকান্দী, বাগমারা, রাজশাহী।	মুহাররমের ছিয়াম কয়টি? উক্ত ছিয়ামের ফযীলত জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩০/২৩০)
"	আব্দুল কুদ্দূস, কুমারগাতী, হাজীপুর, জামালপুর।	ভোটের সময় মনে করি যে, কোন প্রার্থীকে ভোট দিব না। কিন্তু মহিলা প্রার্থী এসে এমন করে ধরে যে ভোট না দিয়ে পারি না। এমতাবস্থায় আমাদের কি হবে?	(৩১/২৩১)
"	যুবায়ের হুসাইন, লক্ষীপুর মোড়, রাজশাহী।	গ্রামে অনেকেই সন্ধ্যার সময় ছোট বাচ্চাদের বাইরে বের করতে নিষেধ করেন। এর কারণ কি?	(৩২/২৩২)
"	আব্দুল জাব্বার, সাং তেঁতুলিয়া, বাঘা, রাজশাহী।	আপনারা লিখেছেন, সম্মানার্থে দাঁড়ানো জায়েয নয়। অথচ ফাতেমা (রাঃ)-এর নিকট রাসূল (ছাঃ) আসলে ফাতেমা (রাঃ) দাঁড়িয়ে তাঁর হাতে চুম্বন দিয়ে তাঁকে স্বীয় আসনে বসাতেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও অনুরূপ করতেন (আবুদাউদ, তিরমিযী, সনদ ছহীহ, তোহফা ৮/২৪ ও ২৫ পৃঃ) উক্ত হাদীছের উত্তর জানতে চাই?	(৩৩/২৩৩)
"	মাহমূদুর রহমান, কলেজপাড়া, গাবতলী, বগুড়া।	মুক্তাদীদেরকে বাদ দিয়ে শুধু ইমামের নিজের জন্য দো'আ করা কি বিশ্বাসঘাতকতার শামিল? এর সত্যতা জানতে চাই।	(৩৪/২৩৪)
"	আব্দুল খালেক, কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা।	অনেক মাদরাসাতে দেখা যায়, ইয়াতীমদের সাথে দুর্ব্যবহার সহ মারপিট করা হয়। এ ধরনের শাসন কি শরী'আত সম্মত?	(৩৫/২৩৫)
"	সেকান্দার আলী, কান্দিভিটুয়া, নাটোর।	জুম'আর ছালাতে মহিলারা মসজিদে গিয়ে ছালাত আদায় করতে পারে কি?	(৩৬/২৩৬)
"	মাওলানা মুস্তফা, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।	মাগরিবের আযানের পর দু'রাক'আত সুন্নাত ছালাত আদায় করতে চাইলে মসজিদের ইমাম আমাকে হাদীছ	(৩৭/২৩৭)

		শুনালেন যে, বুরায়দাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মাগরিব ব্যতীত প্রত্যেক আযান ও ইক্বামতের মধ্যে দু'রাক'আত ছালাত রয়েছে'। সুতরাং মাগরিবের আযানের পর দু'রাক'আত সুন্নাত ছালাত আদায় করা যাবে না'। এর সঠিক সমাধান চাই।	
"	*যয়নব, ইটাপোতা, লালমণিরহাট।*	স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী ইদ্দত পালনকালে অন্যত্র দাওয়াত খাওয়ার উদ্দেশ্যে ২/৪ দিনের জন্য যেতে পারবে কি? না স্বামীর বাড়ীতেই অবস্থান করতে হবে?	(৩৮/২৩৮)
"	*কাযীমুদ্দীন, বিসিক শিল্প এলাকা, সপুরা, রাজশাহী।*	খোলা মাঠে ছালাত আদায় করলে সম্মুখ দিয়ে কোন কিছু যাওয়ার আশংকা না থাকলে সুৎরার প্রয়োজন হবে কি?	(৩৯/২৩৯)
"	*সাইফুল ইসলাম, কাশিয়াবাড়ী, রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।*	আফ্রিকা মহাদেশের একজন সঊদী মুবাল্লেগ 'ক্বাদ ক্বা-মাতিছ ছালাহ' বলার সময় أقامها الله وأدامها বললেন। কিন্তু আপনারা কেন বলেন না?	(৪০/২৪০)
		***	
এপ্রিল ২০০৪ (৭/৭)	*আব্দুল ক্বাদের, সাহেব বাজার, রাজশাহী।*	'হে আল্লাহ! আমার মৃত্যু যদি কল্যাণকর হয়, তাহ'লে আমাকে তাড়াতাড়ি উঠিয়ে নিন' এরূপভাবে মৃত্যু কামনা করা যাবে কি?	(১/২৪১)
"	*মিনারুল ইসলাম, সেতাবগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।*	১০ই মুহাররমকে বিশেষ ফযীলত মনে করে উক্ত দিনে বিবাহের দিন ধার্য করা যাবে কি?	(২/২৪২)
"	*যাহহাক আলী, কাকিনা, কালীগঞ্জ, লালমণিরহাট।*	হামযাহ (রাঃ)-এর হত্যাকারী কে ছিল? আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিনতে উৎবাহ সত্যিই কি তাঁর লাশ বিকৃত করেছিল?	(৩/২৪৩)
"	*আফতাব আহমাদ, দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ডেমরা, ঢাকা।*	অন্ধ ব্যক্তি স্বীয় অন্ধত্বের উপর ছবর করলে নাকি জান্নাতে প্রবেশ করবে। এর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৪/২৪৪)
"	*নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, কুষ্টিয়া।*	জ্ঞানশূন্য বা অস্বাভাবিক অবস্থায় তালাক দিলে তালাক হবে কি?	(৫/২৪৫)
"	*এরশাদুল বারী, দাউদপুর রোড, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।*	'বুলূগুল মারাম' গ্রন্থের ভূমিকার নিম্নোক্ত আরবী অংশের সরল বঙ্গানুবাদ জানিয়ে বাধিত করবেন। فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حررته تحريراً بالغًا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغًا وستعين به الطالب المبتدى ولا يستغنى عنه الراغب المنتهى-	(৬/২৪৬)
"	*মুখতার আহমাদ, স্বরূপকাটি, পিরোজপুর।*	খোলা জায়গায় পায়খানা করার সময় দূরে নির্জনে যাওয়ার মধ্যে কি হিকমত রয়েছে?	(৭/২৪৭)
"	*আশরাফুল ইসলাম, নামোপাড়া, রাজশাহী।*	মা'রেফতী ফকীরেরা বলে, রাসূল (ছাঃ)-কে ভালোবাসাই যথেষ্ট। নামায-রোযার দরকার নেই। মা'রেফত ব্যতীত শরী'আতের কানাকড়ি মূল্য নেই। এদিকে এর পাল্টা অন্যরা ছহীহ হাদীছের দা'ওয়াত দেওয়ায় গ্রামে দলাদলি ও হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়েছে। এখন আমাদের করণীয় কি?	(৮/২৪৮)
"	*আবুল হুসাইন মাষ্টার, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ।*	মহিলাগণ জানাযার ছালাতে শরীক হ'তে পারবে কি?	(৯/২৪৯)
"	*শামীমা আখতারা, রামপাল, মুন্সীগঞ্জ।*	ক্রন্দনের ফলে মাইয়েতের উপর চোখের পানি পড়লে নাকি মৃত ব্যক্তির কবরে আযাব হয়। কথাটি কি সঠিক?	(১০/২৫০)
"	*মুনাওয়ারা বেগম, ঝাউতলী, দাউদকান্দী, কুমিল্লা।*	পরপর তিনটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করায় স্বামী এদের লালন-পালনে অবহেলা করেন। কিন্তু আমি আল্লাহ্র উপর পূর্ণ ভরসা রেখে তাদের লালন-পালন করছি। তারা কি আখেরাতে আমার কোন কাজে আসবে?	(১১/২৫১)
"	*রবীউল ইসলাম, বরকল, রাঙ্গামাটি।*	'জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস' বক্তব্যটি কি শরী'আত সম্মত?	(১২/২৫২)
"	*শমশের আলী, পিয়ারপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।*	ওষুধ না দিয়ে শুধু ঝাড়-ফুঁকের বিনিময়ে এ ধরনের টাকা নেওয়া শরী'আত সম্মত কি?	(১৩/২৫৩)
"	*আযাদ, উত্তর চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ।*	ইয়ামামার যুদ্ধে কত জন কুরআনের হাফেয শহীদ হয়েছিলেন?	(১৪/২৫৪)
"	*রফীক্ব আহমাদ, প্রফেসর পাড়া, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।*	আযানের পর ছালাত শুরু হওয়ার জন্য কত সময় অপেক্ষা করতে হবে?	(১৫/২৫৫)
"	*মামূন, লালবাগ, দিনাজপুর।*	'হাইয়া আলাছ ছালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ' প্রতিটির জন্যই দু'দিকে মুখ ফিরাতে হবে কি?	(১৬/২৫৬)
"	*আব্দুল হাকীম, বড়কুড়া, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।*	জনৈক ইমাম মুছল্লীদেরকে মসজিদের জন্য দান করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে বলেন, 'কে মসজিদে দান করে জান্নাতের টিকিট নিয়ে যেতে চান'! এরূপভাবে বলা কি ঠিক?	(১৭/২৫৭)
"	*ফযলুর রহমান, বিলচাপড়ী, ধুনট, বগুড়া।*	সূরা মায়েদাহ্র ৪৪-৪৫ নং আয়াতের অনুবাদ ও সারমর্ম জানতে চাই।	(১৮/২৫৮)
"	*ক্বামারুল হাসান, দুর্গাপুর বাজার, রাজশাহী।*	সূরা তওবা ৪৪নং সহ অন্য আয়াতেও বলা হয়েছে 'আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন'। আল্লাহ কিভাবে আমাদের সাথে থাকেন? জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১৯/২৫৯)

"	*হাসান মণ্ডল, বিল চাপড়ী, ধুনট, বগুড়া।*	সূরা মায়েদাহ ৪৭ ও ইউসুফের ৪০নং আয়াতের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা জানতে চাই।	(২০/২৬০)
"	*আব্দুল আহাদ, শেরুডাংগা, শঠিবাড়ি, রংপুর।*	ছালাত আদায়ের সময় হাত বুকের উপরে বাঁধতে হবে না নাভির নীচে বাঁধতে হবে?	(২১/২৬১)
"	*নাজমুল হাসান, বাঁশদহা বাজার, সাতক্ষীরা।*	যারা প্রতি মাসে নিয়মিত তিনটি ছিয়াম পালন করেন, যিলহজ্জ মাসে 'আইয়ামে তাশরীক্ব' হওয়ার প্রেক্ষিতে তারা কিভাবে ঐ তিনটি ছিয়াম পালন করবেন?	(২২/২৬২)
"	*আহসান হাবীব, প্রফেসরপাড়া, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।*	হজ্জ পালনকারীগণ বিদায়ী ত্বাওয়াফ করার পর কারণবশতঃ মক্কায় অবস্থান করলে কা'বা ঘরে গিয়ে ছালাত আদায় করবেন, নাকি বাসায় ছালাত আদায় করবেন?	(২৩/২৬৩)
"	*পারভীন, সোনাফুল, হাকীমপুর, দিনাজপুর।*	কুরআন মুখস্ত করার পর ভুলে গেলে গোনাহ হবে কি?	(২৪/২৬৪)
"	*আব্দুর রহমান, কামারপাড়া, বগুড়া।*	পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের নকল করার বৈধতা সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২৫/২৬৫)
"	*আব্দুল খালেক, ছয়ঘরিয়া, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।*	নেশাজাত দ্রব্য, নোংরা ফিল্ম ইত্যাদি বিক্রির জন্য দোকান ঘর ভাড়া দেওয়া যাবে কি?	(২৬/২৬৬)
"	*হামীদা, ১৭৫, গোবরচাকা মেইন রোড, খুলনা।*	ব্যাংকে ২৫০০০ টাকা জমা আছে। কিন্তু আয়ের অন্য উৎস নেই। সেক্ষেত্রে কিভাবে যাকাত আদায় করব।	(২৭/২৬৭)
"	*মুহাম্মাদ নাহিদুল ইসলাম, চৌডালা বি,এল হাইস্কুল, রহনপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।*	শিশু মাত্রই নিষ্পাপ। কিন্তু কারো খাবার জুটছে, আবার কারো জুটছে না। এর কারণ কি? আল্লাহ সবাইকে সমান ধন-সম্পদ দান করেননি কেন?	(২৮/২৬৮)
"	*আলহাজ্জ মুহাম্মাদ তোফাযযল, পূর্ব জগন্নাথপুর, বিরামপুর, দিনাজপুর।*	আত-তাহরীক ফেব্রুয়ারী ২০০০-এর ১/৯৯নং প্রশ্নোত্তরে লিখা হয়েছে, টাকা-পয়সা দ্বারা ফিৎরা দেওয়া শরী'আত সম্মত নয়। আবার ডিসেম্বর ২০০০ প্রশ্নোত্তর ২০/৯০-এর উত্তরে লিখা হয়েছে, টাকা-পয়সা দ্বারা ফিৎরা দেওয়া জায়েয। কোন্‌টি সঠিক জানিয়ে বাধিত করবেন?	(২৯/২৬৯)
"	*মুহাম্মাদ দেলোয়ার, ৩২/২ বাসাবো, ঢাকা।*	মাসিক মদীনা অক্টোবর'০৩ সংখ্যায় ৩৫নং প্রশ্নোত্তরে বলা হয়েছে, মহিলারা লোমনাশক ব্যবহার করতে পারবে, কিন্তু পুরুষরা পারবে না। কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে এর যথার্থতা জানতে চাই।	(৩০/২৭০)
"	*এফ,এম, লিটন বিন হায়দার, কাঠিগ্রাম, এফ বাড়ী, কোঠালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।*	হিন্দুদের দুর্গাপূজায় মুসলমান সন্তানদের অংশ নিয়ে নাচ, গান করা এবং পুরস্কার গ্রহণ কেমন পাপ। জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩১/২৭১)
"	*নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।*	যদি অবিবাহিত ছেলে কোন বিবাহিত মহিলাকে স্পর্শ করে এবং পরবর্তীতে ঐ মহিলার মেয়েকে বিবাহ করে, তাহ'লে তাদের বিবাহ বৈধ হবে কি?	(৩২/২৭২)
"	*আশরাফ, ধকুরা, ৭৮১৩০৯, বরপেটা, আসাম, ভারত।*	জনৈক শিক্ষিত ব্যক্তি মাঝে মধ্যে ছালাত আদায় করেন আবার হিন্দুর মন্দিরেও যান। প্রশ্ন হ'ল, তিনি কি মুসলমান আছেন না হিন্দু হয়ে গেছেন?	(৩৩/২৭৩)
"	*মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন, বাউসা হেদাতীপাড়া, বাঘা, রাজশাহী।*	'হাজারে আসওয়াদ' পাথরটি কোথায় ছিল, কে নিয়ে আসল, পাথরটি কি প্রকৃতই কালো? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩৪/২৭৪)
"	*আবুবকর ছিদ্দীক্ব, কালাই, জয়পুরহাট।*	অনেক মুছল্লী ছালাত শেষে দো'আ পাঠ করে স্বীয় হাতের আঙ্গুল দ্বারা তিনবার চোখ স্পর্শ করেন। এইরূপ করার কোন বিধান আছে কি?	(৩৫/২৭৫)
"	*জান্নাতুল ফেরদাউস, বহরমপুর, জিপিও-৬০০০, রাজশাহী।*	তাবলীগ জামা'আতের অনেকে বলেন, আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করলে ছালাত যেভাবেই পড়া হৌক না কেন, আল্লাহ তার ছালাতের ভুলত্রুটি মাফ করে দিবেন। বিষয়টি জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩৬/২৭৬)
"	*আলহাজ্জ মুহাম্মাদ তোফাযযল, পূর্ব জগন্নাথপুর, বিরামপুর, দিনাজপুর।*	ছহীহ বুখারী আধুনিক প্রকাশনী ৩/২৬৭ হা/২৯৩২ এ আনাস (রাঃ) বলেছেন যে, কুনূত রুকুর পূর্বে পড়তে হবে। নবী করীম (ছাঃ) বনী সুলাইমের গোত্রগুলির জন্য বদদো'আ করে একমাস রুকুর পরে কুনূতে নাযেলা পড়েছেন। এ বিষয়ে জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩৭/২৭৭)
"	*মুহাম্মাদ গোলাম রাব্বানী, নাড়াডাঙ্গী, জোতবাজার, মান্দা, নওগাঁ।*	কোন ব্যক্তি বিবাহ করার পর স্ত্রীকে রেখে কোথাও চলে গেছে অথবা হারিয়ে গেছে। অনেক দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে, কিন্তু ফিরে আসেনি। এমতাবস্থায় স্ত্রী তার স্বামীর জন্য কতদিন অপেক্ষা করবে?	(৩৮/২৭৮)
"	*মুহাম্মাদ আনীছুর রহমান, মুজগুন্নি, মনিরামপুর, যশোর।*	পেশাব করে পানি ব্যবহার করার পর যদি কাপড়ে ফোঁটা ফোঁটা পেশাব পড়তে থাকে তাহ'লে এই পোশাকে ছালাত আদায় করা যাবে কি? এই সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় কি?	(৩৯/২৭৯)
"	*হাবীবুল্লাহ, মহাদেবপুর, নওগাঁ।*	দাজ্জালের সাথে সাক্ষাত হ'লে কি মানুষ কুরআন ভুলে যাবে?	(৪০/২৮০)

***

মে ২০০৪ (৭/৮)	*সাঈদ, বারোতলা, শ্রীপুর, গাযীপুর।*	নর্তকীদের উপার্জন হালাল না হারাম? জানিয়ে বাধিত করবেন।	*(১/২৮১)*
"	*আব্দুল লতীফ, আমনুরা রেলষ্টেশন, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।*	ইমাম ছাহেবের কথানুযায়ী আমাদের গ্রামের এক মৃত প্রসূত সন্তানকে নাড়ী না কেটে দাফন করা হয়েছে। এটা কি ঠিক হয়েছে?	*(২/২৮২)*
"	*নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, লালবাগ, ঢাকা।*	আমি জনৈকা স্ত্রীলোকের সাথে অন্যায় কাজে লিপ্ত ছিলাম। এখন তা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেছি। এক্ষণে পূর্বের অন্যায় কাজের জন্য আমার করণীয় কি? আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবেন কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন?	*(৩/২৮৩)*
"	*আলাউদ্দীন, কেশরহাট, মোহনপুর, রাজশাহী।*	আমার এক বন্ধু আমার নিকট কিছু টাকা কর্য চাইলে আমি তাকে কর্য দিলাম। সে ঐ দিনেই আমার বাসায় একটি লাউ হাদিয়া স্বরূপ পাঠায়। আমি বুঝলাম টাকা ধার দেওয়ায় সে খুশী হয়ে লাউটি পাঠিয়েছে। আগে তো সে কখনো এভাবে পাঠায়নি। এক্ষণে এ লাউ গ্রহণ করা কি ঠিক হয়েছে?	*(৪/২৮৪)*
"	*শফীউল আলম, কালীগঞ্জ, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।*	এক পাত্রীকে দুই পাত্র বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে। উভয় পাত্র মেয়ের অভিভাবকের পসন্দ। শরী'আতের দৃষ্টিতে কোন্ পাত্র বেশী হকদার?	*(৫/২৮৫)*
"	*এনামুল হক, সাপাহার, নওগাঁ।*	আছরের পরে কোন ছালাত নেই। কথাটি কি ঠিক? জানিয়ে বাধিত করবেন।	*(৬/২৮৬)*
"	*আজমল, ইসমাঈলপুর, বাগমারা, রাজশাহী।*	মক্তবে জনৈক মৌলভী ছাহেব নিম্নোক্ত দো'আটি মুখস্থ করান।- 'আল্লা-হুম্মাগসিল্ খাত্বা-ইয়া-ইয়া বিমা-য়িছ ছালজে ওয়াল বারাদে, ওয়া নাক্কি ক্বালবী কামা ইউনাক্কাছ ছাওবুল আবইয়াযু মিনাদ দানাসে, ওয়া বা'ইদ বাইনী ওয়া বাইনা খাত্বা-ইয়া-ইয়া কামা বা-'আদ্তা বায়নাল মাশরেক্বে ওয়াল মাগরেব'। প্রশ্ন হ'ল- দো'আটি কি 'বা'ইদ বাইনী'কে পরিবর্তন করে তৈরী করা হয়েছে? নাকি ছহীহ হাদীছে এরূপ এসেছে।	*(৭/২৮৭)*
"	*আলেয়া খাতুন, তাহেরপুর পৌরসভা, রাজশাহী।*	মৃত্যুর পর হ'তে হাশরের দিবস পর্যন্ত মুমিন ও কাফিরদের আত্মা একই জায়গায় থাকবে, না ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় থাকবে? সেই জায়গার নাম কি?	*(৮/২৮৮)*
"	*হাসীন আলী, আদিতমারী, লালমণিরহাট।*	ছালাতের সময় সুৎরাকে সরাসরি সামনাসামনি করে নাকি দাঁড়ানো যাবে না। এ মর্মে কি কোন হাদীছ বর্ণিত হয়েছে? জওয়াব দানে বাধিত করবেন।	*(৯/২৮৯)*
"	*মুহাম্মাদ ইকবাল, ঝাউতলা, চট্টগ্রাম।*	'বিসমিল্লা-হ' বলে খাওয়া আরম্ভ করা এবং 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলে শেষ করার কথা আমরা জানি। কিন্তু কিছু সংখ্যক আলেমকে দেখি খাওয়ার সময় একাধিক বার 'আল-হামদুলিল্লা-হ' বলেন। এর কারণ কি?	*(১০/২৯০)*
"	*জামালুদ্দীন, যশোর ও আব্দুশ শাকূর, জয়পুরহাট।*	ঈদের মাঠে কুরবানী করতে হবে, বাড়ীতে কুরবানী করা চলবে না। বক্তব্য কি সঠিক?	*(১১/২৯১)*
"	*নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, নয়াপাড়া, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।*	স্বামীর যৌনক্ষমতা না থাকায় বিবাহের এক সপ্তাহ পর স্ত্রী কাউকে না জানিয়ে কোর্ট ম্যারেজ করে অন্য ছেলের সাথে পুনরায় বিবাহ করেছে। ইতিমধ্যে তাদের একটি সন্তানও হয়েছে। পূর্বের স্বামী তাকে তালাক দেয়নি এবং স্ত্রীও 'খোলা' করেনি। এমতাবস্থায় তাদের বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে কি?	*(১২/২৯২)*
"	*বিলক্বিস আরা, গ্রাম ও পোঃ মহিষালবাড়ী গোদাগাড়ী, রাজশাহী।*	মদীনার পূর্ব নাম 'ইয়াছরিব'-এর অর্থ কি? মদীনার অন্য কোন নাম আছে কি? নামগুলি ইতিহাস দ্বারা না সরাসরি হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত?	*(১৩/২৯৩)*
"	*আসাদুল্লাহ সরদার, গ্রামঃ একলারামপুর, দাউদকান্দি, কুমিল্লা।*	আমার পূর্ণ নিয়ত ছিল হজ্জ করার। কিন্তু কিছু সমস্যার কারণে হজ্জ করা সম্ভব হচ্ছিল না, হঠাৎ সমস্যার সমাধান হয়ে গেলে বন্ধুর কথা অনুযায়ী ৯ যিলহজ্জ তারিখে ফজরের পরে তার সাথে হজ্জ করার জন্য আরাফায় চলে যাই মদীনার মীক্বাত হ'তে। কিন্তু আমি ওমরাও করিনি, মিনাতেও অবস্থান করিনি। ৯ তারিখ হ'তে বাকী সব কাজ করেছি। এমতাবস্থায় আমার হজ্জ হয়েছে কি?	*(১৪/২৯৪)*
"	*মুজীবুর রহমান, দক্ষিণ দনিয়া, ডেমরা, ঢাকা-১২৩১।*	জনৈক ব্যক্তি নিজ ভাইদের উপর রাগ করে অন্যদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করে। অথচ তার ভাইয়েরা খুব গরীব। ছহীহ দলীল ভিত্তিতে দান-খয়রাত বা সাহায্য-সহযোগিতার হুকুম জানিয়ে বাধিত করবেন।	*(১৫/২৯৫)*
"	*আব্দুর রশীদ, চরকানাপাড়া, চরআষাড়িয়াদহ, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।*	'সম্পদ ও জীবন রক্ষার তাকীদে সাময়িক কাদিয়ানী পরিচয়দানের অপরাধে মহল্লাবাসী তার পিতাকে মসজিদ থেকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেয় এবং 'কাফির' বলে অভিহিত করে। এক্ষণে প্রশ্ন হ'ল, পুত্রের কারণে পিতাকে অপমান- অপদস্থ করা ঠিক হয়েছে কি?	*(১৬/২৯৬)*
"	*রফীকুল ইসলাম, ইকবালপুর, জামালপুর।*	আদম ও হাওয়া (আঃ)-এর বিবাহ কে পড়িয়েছিলেন? তাঁদের মোহরানা ছিল কি? থাকলে কি ছিল? জানিয়ে বাধিত করবেন।	*(১৭/২৯৭)*
"	*হাফেয হাবীবুর রহমান, পাঁচরুখী, নরসিংদী।*	জনৈক মাওলানা বক্তব্যে বললেন, আমাদের নবী (ছাঃ) সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবেন। বক্তব্যটি সঠিক কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।	*(১৮/২৯৮)*
"	*আব্দুল্লাহ আল-মামূন, খানসামা, দিনাজপুর।*	ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষে কাকে কবর থেকে উঠানো হবে?	*(১৯/২৯৯)*
"	*রফীকুল ইসলাম, কেশবপুর, যশোর।*	রুকূ থেকে উঠার দো'আ এবং দুই সিজদার মাঝের দো'আ সরবে না নীরবে পড়তে হবে?	*(২০/৩০০)*
"	*মাস'ঊদা, চর বাগডাঙ্গা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।*	আমাদের এলাকায় কোন হিন্দু মারা গেলে, 'ফী না-রে জাহান্নামা খালেদীনা ফীহা' এবং মুসলমান মারা গেলে, 'ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজে'উন' বলা হয়। হিন্দুদের জন্য উক্ত দো'আ পড়া যায় কি?	*(২১/৩০১)*

"	*শাহীন, মাষ্টারপাড়া, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।*	ভিক্ষুক ভিক্ষা চাইলে অনেক সময় দেওয়ার মত কিছু থাকে না। তখন কিভাবে ভিক্ষুককে বিদায় করতে হবে?	*(২২/৩০২)*
"	*নযরুল ইসলাম, বাগমারা, রাজশাহী।*	আমের মওসুমে রাম ও লক্ষণ গাছ পাহারা দেয়, ঐ সময় আম চুরি করলে সারা গায়ে ঘা হয়। এই ভয়ে রাজশাহী অঞ্চলে গাছের আম চুরি হয় না। স্ত্রী মিলনের পর খালি পায়ে হাঁটলে মাটি অভিশাপ করে, স্বামী-স্ত্রীর যেকোন একজনের গোসলের পর অপরের গায়ে স্পর্শ করলে তিনি নাপাক হয়ে যাবেন কিংবা অপবিত্র অবস্থায় দরজায় খালি হাতে স্পর্শ করলে তা নাপাক হয়ে যাবে, ইত্যাদি আক্বীদা কি ঠিক?	*(২৩/৩০৩)*
"	*আসমা, আঁখিলা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।*	স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করতে পারে কি?	*(২৪/৩০৪*
"	*খলীলুর রহমান, শুভরাজপুর, কাথুলী, মেহেরপুর।*	ছালাতের মধ্যে 'সাকতা' করার হাদীছগুলি কি ছহীহ? সাকতা করার নিয়ম জানিয়ে বাধিত করবেন?	*(২৫/৩০৫)*
"	*রেহেনা খাতুন, পলিকাদোয়া, জয়পুরহাট।*	তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে কোন জিনিস দেওয়া বা তার সাথে কথা বলা যায় কি?	*(২৬/৩০৬)*
"	*আব্দুল খালেক, খানপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।*	স্বামী মারা গেলে স্ত্রীর জন্য স্বামীকে দেখা হারাম, একথা কি ঠিক?	*(২৭/৩০৭)*
"	*আযীযুর রহমান, গড়েরডাঙ্গা, সাতক্ষীরা।*	শস্য বা টাকার বিনিময়ে জমি লীজ দেওয়া যাবে কি?	*(২৮/৩০৮*
"	*মুহসিন, কাজিরপাড়া, পুঠিয়া, রাজশাহী।*	আমরা মসজিদে সাধারণতঃ ইটের ও কাঠের তৈরী দুই ধরনের মিম্বর দেখতে পাই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মিম্বর কিসের তৈরী ছিল?	*(২৯/৩০৯)*
"	*যীনাত রেহেনা, দারুশা, পবা, রাজশাহী।*	মেয়েদের ঢেলা-কুলুখ ব্যবহার করতে হবে কি?	*(৩০/৩১০)*
"	*মাষ্টার আব্দুল কাদের, গ্রাম ও পোঃ আলকীর হাট, স্বরূপকাঠী, পিরোজপুর।*	পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেছেন, (أَلَمْ) 'হে নবী! আপনি কি দেখেননি'? কিন্তু ঐ সমস্ত ঘটনা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্মের বহুদিন পূর্বে সংঘটিত হয়েছে। ছুফীদের বইয়ে লিখা রয়েছে, এতে বুঝা যায় যে, মহানবী (ছাঃ) তখনও ছিলেন এবং আল্লাহ্‌র সাথে তিনিও ঐ সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই বলা যায়, নবী (ছাঃ) পূর্বেও ছিলেন, এখনও আছেন'। প্রশ্ন হ'ল, আল্লাহ্‌র উপরোক্ত বাণীর সঠিক অর্থ কি হবে।	*(৩১/৩১১)*
"	*লাভলী ইয়াসমীন, সোহাগদল, স্বরূপকাঠি, পিরোজপুর।*	ব্যবহার্য স্বর্ণালংকার নিছাব পরিমাণ না হ'লে তার যাকাত দিতে হবে কি? যদি নিছাব পরিমাণ হয়, তাহ'লে কিভাবে যাকাত দিতে হবে?	*(৩২/৩১২)*
"	*আবদুর রহমান, বারকোনা, গাইবান্ধা।*	ইট ক্রেতা ভাটাওয়ালাকে আগাম টাকা দিয়ে রাখে এবং তার সাথে কথা হয় যে, যখন ইটের মূল্য কম হবে তখন সে ইট ক্রয় করবে। এরূপ ক্রয়-বিক্রয় কি জায়েয আছে?	*(৩৩/৩১৩)*
"	*আব্দুল গফূর তালুকদার, জয়পুরহাট।*	'শিহাব' শব্দের অর্থ কি? এই নামে সন্তানের নাম রাখা যাবে কি?	*(৩৪/৩১৪)*
"	*মাহবূবা ইয়াসমীন, সিও কলোনী, জয়পুরহাট।*	ছালাতে সিজদার সময় কপালে ওড়না বা কোন কাপড় পড়লে ছালাত হবে কি?	*(৩৫/৩১৫)*
"	*মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম, মেডিসিন সাপ্লাই, খুলনা।*	মসজিদের ছাদে ব্যক্তিগত কোন সাংসারিক কাজ করে ফায়েদা নেওয়া যাবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।	*(৩৬/৩১৬)*
"	*মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম (মাষ্টার), শৌলমারী কাজীপাড়া, ডাকালিগঞ্জ, জলঢাকা, নীলফামারী।*	বিতর ছালাতে দো'আ কুনূত পড়তে হয় জানি। তবে যদি কোন ব্যক্তির দো'আ কুনূত জানা না থাকে অথবা মুখস্থ করা সম্ভব না হয়, তাহ'লে দো'আ কুনূতের বদলে অন্য কোন সূরা পড়া যাবে কি?	*(৩৭/৩১৭)*
"	*মুহাম্মাদ মুর্তযা, সাং ও পোঃ রায়দৌলতপুর সিরাজগঞ্জ।*	কেউ যদি ঘরে সিঁধ কেটে ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দেয় এবং কোন জিনিস হস্তগত করে; তাহ'লে তার হাত কাটা হবে না (হেদায়া (ইফাবা), ২/৪০৮ পৃঃ) এবং যদি আস্তিনের বাইরে ঝুলে থাকা থলে কেউ কেটে নেয়, তাহ'লে হস্ত কর্তন করা হবে না (ঐ পৃঃ ৪০৯)। ইসলামে এ ধরনের সুযোগ আছে কি?	*(৩৮/৩১৮)*
"	*ওমর ফারূক, মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল।*	জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে কি?	*(৩৯/৩১৯)*
"	*ওমর ফারূক, মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল।*	জুম'আর খুৎবা দু'টি কোন্ ভাষায় দিতে হবে? কেউ বলেন প্রথমটি বাংলায় ও দ্বিতীয়টি আরবীতে দিতে হবে। কথাটি কতটুকু সত্য জানিয়ে বাধিত করবেন।	*(৪০/৩২০)*
		***	
জুন ২০০৪ (৭/৯)	*মুস্তাফীযুর রহমান, এ্যাডভান্স ছাত্রাবাস রামনগর, দিনাজপুর।*	আমরা ১৫/২০ জন ছাত্র একটি ছাত্রাবাসে থাকি। সেখানে আমরা নিয়মিত আযান দিয়ে জামা'আতের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করি। কিন্তু এর মাত্র ২০০ গজ দূরেই একটি মসজিদ অবস্থিত। এক্ষণে প্রশ্ন হ'ল- এত নিকটে মসজিদ থাকা সত্ত্বেও ছাত্রাবাসে এভাবে ছালাত আদায় করা শরী'আত সম্মত কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।	*(১/৩২১)*
"	*মুহাম্মাদ আনোয়ার, কাপাসিয়া, রাজশাহী।*	ফজরের সুন্নাতের গুরুত্ব নাকি অন্যান্য সুন্নাতের চেয়ে অনেক বেশী। সেকারণ ফজরের জামা'আত চলাকালীন সময়ে এক রাক'আত জামা'আতের সাথে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে সুন্নাত ছালাত আগে আদায় করে নিতে হবে। আর যে ব্যক্তি সুন্নাত না পড়ে জামা'আতে শরীক হবে, সে বেলা ওঠার পর উক্ত সুন্নাত আদায় করবে। এ বক্তব্য কি সঠিক?	*(২/৩২২)*
"	*আব্দুর রহমান, মোল্লাহাটী, টুংগীপাড়া, গোপালগঞ্জ।*	ওযূর সময় কথা বলা যাবে কি? কোন কোন কিতাবে 'মাকরূহ' বলা হয়েছে। কারণ ওযূর সময় নাকি ফেরেশতাগণ ১টি কাপড় মাথার উপরে ধরে রাখেন এবং কথা বললে কাপড় ছেড়ে চলে যান। তাছাড়া	*(৩/৩২৩)*

		কিবলামুখী হয়ে ওযূ করা কি সুন্নাত?	
”	মাওলানা আব্দুর রহীম, ইমাম, হাকিমপুর জামে মসজিদ, সাং চরহরিশপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	জনৈক ব্যক্তি দু'টি সন্তান রেখে মৃত্যুবরণ করেন। একটি সন্তান বিদেশে বসবাস করে এবং অপর সন্তানটি দেশে বসবাস করে। বিদেশে বসবাসকারী সন্তান কি তার পিতার সম্পত্তির অংশ পাবে?	(৪/৩২৪)
”	আব্দুল কুদ্দূস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।	আপন খালাত ভাইয়ের মেয়েকে বিবাহ করা জায়েয কি?	(৫/৩২৫)
”	মাহমূদুল হক, বেলতলা রোড, দিনাজপুর।	'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' বইয়ের ৫১-৫২ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে, 'সকল প্রকার ছালাতে প্রতি রাক'আতে সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করা ফরয'। আমরা জানি ফরয কুরআনের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়। কোন্ আয়াতের মাধ্যমে এটি ফরয হয়েছে তা জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৬/৩২৬)
”	আব্দুল গণী, হরিণাকুণ্ড, ঝিনাইদহ।	ফিৎরা ও কুরবানীর চামড়া কাদের মাঝে বন্টন করতে হবে?	(৭/৩২৭)
”	মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম, কেশরহাট পৌরসভা, মোহনপুর, রাজশাহী।	আমি একজন চিকিৎসক। প্রায় বার বৎসর যাবৎ এ পেশায় নিয়োজিত আছি। আমি বহু সংখ্যক রোগীর নিকটে ঔষধের দাম বাবদ অনেক টাকা পাওনা আছি। অনেকে অভাবের কারণে দিতে পারে না। আবার কেউ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও দেয় না। এরই মধ্যে কেউ মৃত্যুবরণ করেছে। এমতাবস্থায় আমি ঐ সকল ঋণের টাকার দাবী ছেড়ে দিব, নাকি রেখে দিব?	(৮/৩২৮)
”	মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম মাষ্টার, শৌলমারী কাযীপাড়া, পোঃ ডাকালীগঞ্জ, নীলফামারী।	ফজর ব্যতীত অন্যান্য ছালাত ক্বাযা হ'লে আমরা পরবর্তী ছালাতের পূর্বে আদায় করে থাকি। ফজরের ছালাত ক্বাযা হ'লে কখন কিভাবে আদায় করতে হবে? তাছাড়া অন্যান্য ছালাতের ক্ষেত্রে আমাদের পদ্ধতি সঠিক কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৯/৩২৯)
”	আব্দুল গফূর তালুকদার কালাই, জয়পুরহাট।	যারা কুরআনের পরিবর্তে 'শাজারা শরীফ' পাঠ করে এবং সেটাকে কুরআনের ন্যায় মর্যাদা দেয়, পীরের মাযারে সিজদা করে, মানত করে ও গরুর গোশত হারাম মনে করে, তাদেরকে মুসলমান বলা যাবে কি?	(১০/৩৩০)
”	ওমর ফারূক, চাউলপট্টি, পাবনা বাজার, পাবনা।	জামা'আতে মুক্তাদীগণ কখন কাতার সোজা করে দাঁড়াবেন? মুওয়াযযিনের ইক্বামত শ্রবণের পরে নাকি পূর্বে?	(১১/৩৩১)
”	এম,এ,আর আকন্দ, ইটাগোতা, মোগলহাট, লালমণিরহাট।	খাদীজা (রাঃ)-এর মৃত্যুর সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, 'হে খাদীজা! তোমার সতীনদেরকে আমার সালাম জানিয়ে দিবে'। খাদীজা (রাঃ) তখন বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমার পূর্বেও কি আপনি কাউকে বিবাহ করেছিলেন? উত্তরে তিনি বললেন, না। তবে আল্লাহ পাক মরিয়ম বিনতে ইমরান, ফিরাউনের স্ত্রী আছিয়া এবং মূসা (আঃ)-এর বোন কুলছুম এই তিন জনকে আমার সাথে বিবাহ দিয়ে রেখেছেন'। এর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১২/৩৩২)
”	মুহাম্মাদ গোলাম সরোয়ার, মুগবেলাই, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।	'জালালী খতম' কি? এটা কি বৈধ? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১৩/৩৩৩)
”	রফীকুল ইসলাম, গড়েরডাঙ্গা, সাতক্ষীরা।	একজন কবরবাসীর 'রূহ' বা আত্মা অপর কবরবাসীর আত্মার সাথে কি পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা করে?	(১৪/৩৩৪)
”	আব্দুল্লাহ আল-মামূন, তালপাতিলা, মান্দা, নওগাঁ।	কাউকে ধর্ম পিতা, ধর্ম ভাই ইত্যাদি বানানো বা ডাকা এবং তাদের সাথে নিজ পিতা বা ভাইয়ের মত চলাফেরা করা যাবে কি? তারা মাহরাম-এর অন্তর্ভুক্ত হবে কি?	(১৫/৩৩৫)
”	আলফাযুদ্দীন, দুর্গাদহ, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।	জনৈক ইমাম বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়ে দরস দিতে গিয়ে বলেন, বিবাহিত ব্যক্তির দু'রাক'আত ছালাত অবিবাহিত ব্যক্তির সত্তর রাক'আত ছালাতের চেয়েও উত্তম। এ কথার সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১৬/৩৩৬)
”	শরীফা সুলতানা, বাঘা, রাজশাহী।	আমি মাসিক আত-তাহরীকের একজন নিয়মিত পাঠিকা। সহজে জান্নাত লাভের উপায় জানতে চাই।	(১৭/৩৩৭)
”	মুঈনুদ্দীন, সেতাবগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।	জনৈক ইমাম ঈদের ছালাতে ভুলবশতঃ প্রথমে ছয় পরে পাঁচ মোট ১১ তাকবীর দেন। কিন্তু ছালাত শেষে সহো সিজদা করেননি। এতে ঈদের ছালাত পূর্ণাঙ্গ ও বিশুদ্ধভাবে আদায় হয়েছে কি?	(১৮/৩৩৮)
”	ছাদেকুর রহমান, হরিপুর, পীরগঞ্জ, রংপুর।	'চুল পাকলে নেকী পাওয়া যায়' কথাটি কি ঠিক?	(১৯/৩৩৯)
”	আব্দুর রহমান, বামুন্দী বাজার, গাংনী, মেহেরপুর।	ইমাম যদি ইচ্ছাকৃতভাবে সুস্থ শরীরে 'জানাবাতে'র গোসল না করে ইমামতি করেন, তাহ'লে মুক্তাদীদের ছালাত সিদ্ধ হবে কি?	(২০/৩৪০)
”	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।	জনৈক ব্যবসায়ী দেশী দ্রব্যের সাথে বিদেশী কম মূল্যের দ্রব্য মিশিয়ে বিক্রি করছে। আমি তার দোকানের একজন কর্মচারী। তার এই ব্যবসা কি হালাল হবে এবং এতে আমার গোনাহ হবে কি?	(২১/৩৪১)
”	মাস'উদ আহমাদ, মাষ্টারপাড়া, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	পিতা তার উপার্জিত সম্পদ হারাম পথে ব্যয় করছেন। আমাদের নিষেধ করার পরও তা অব্যাহত রয়েছে। ক্বিয়ামতের দিন তার কি পরিণতি হবে? জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২২/৩৪২)
”	ছাব্বির আহমাদ, গ্রাম ও পোঃ ছালাভরা, সিরাজগঞ্জ।	ইহুদী-খৃষ্টানরা যেভাবে প্রতিনিয়ত মুসলমানদের রক্ত ঝরাচ্ছে, নির্যাতন করছে, ধন-সম্পদ বিনষ্ট করছে, তাতে এ মুহূর্তে তাদের ধ্বংস কামনা করে কুনূতে নাযিলাহ পড়া যাবে কি? যদি যায়, তাহ'লে কখন ও কিভাবে পড়তে হবে?	(২৩/৩৪৩)

"	*শেফালী খাতুন, বাখড়া, মোলামগাড়ীহাট কালাই, জয়পুরহাট।*	জনৈক বক্তা বলেছেন, কোন মহিলা সুগন্ধি লাগিয়ে মসজিদে গেলে গোসল না করা পর্যন্ত তার ছালাত কবুল হবে না। এর সত্যতা জানতে চাই।	*(২৪/৩৪৪)*
"	*লোকমান, একডালা, মিঠাপুকুর, রংপুর।*	দাফন কার্যে দুই বা চারের অধিক মুষ্টি মাটি দেওয়া যাবে কি?	*(২৫/৩৪৫)*
"	*আব্দুল জাব্বার, সোনামুখী, চাপসী, নীলফামারী।*	আমাদের মসজিদের সরদার ছাহেব মসজিদের মুছল্লীদের আদেশসূচক বাক্যে উপদেশ দেন। এতে কিছু লোক রাগান্বিত হয়ে মসজিদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত তাদের সকল দান ফেরত চায় এবং অন্য মসজিদে চলে যেতে চায়। এক্ষণে তারা দান ফেরত নিতে পারে কি? দান ফেরত না দিলে আমাদের কোন গুনাহ হবে কি?	*(২৬/৩৪৬)*
"	*মনীর, জিন্নাহ ও মোস্তফা, ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, কুমিল্লা।*	আমাদের বিশ্বাস রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জীবিত। যারা তাঁকে মৃত মনে করে আমরা তাদেরকে বেঈমান মনে করি। আমাদের এই আক্বীদা সঠিক কি?	*(২৭/৩৪৭)*
"	*আইনুল হক, ডিমলা, লালমণিরহাট।*	দাজ্জাল কার হাতে এবং কোথায় মৃত্যুবরণ করবে?	*(২৮/৩৪৮)*
"	*আবুল কালাম আযাদ, জলঢাকা, নীলফামারী।*	বর্তমানে 'আরশ' বহনকারী ফেরেশতার সংখ্যা কত এবং ক্বিয়ামতের দিন সংখ্যা কত হবে?	*(২৯/৩৪৯)*
"	*এবাদুর রহমান, শিলিন্দা, রাজশাহী কোর্ট, রাজশাহী।*	মক্কা শরীফে প্রতি রামাযানে অবস্থান করলে এবং সেখানে তারাবীহ্র ছালাত আদায় করলে এক লক্ষ রামাযানের ছওয়াব পাওয়া যায় বলে জনৈক হাজী ছাহেব সেখানে যান। আমিও এমন আশা পোষণ করেছি। আত-তাহরীক সঠিক ফৎওয়া প্রদান করে বলে বিষয়টি জানার জন্য আপনাদের শরণাপন্ন হ'লাম।	*(৩০/৩৫০)*
"	*নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, মহিষকুণ্ডি বাজার, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।*	আমি আমার স্ত্রীকে একটি তালাক দিয়েছিলাম, যা আমরা স্বামী-স্ত্রী ছাড়া অন্য কেউ জানেনা। এরপর নিয়মানুযায়ী দু'মাসে আরো দু'টি তালাক দিয়েছি, যা লোকজন জানে। পূর্বের তালাকের জন্য আমরা তওবা করেছিলাম। আরও দু'টি তালাক হওয়ার পরও আমরা এক সাথে বসবাস করছি এই ভেবে যে, তওবার মাধ্যমে আল্লাহ হয়ত পূর্বের তালাকটি মাফ করে দিয়েছেন। এমতাবস্থায় আমাদের একত্রে বসবাস শরী'আত সম্মত হচ্ছে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।	*(৩১/৩৫১)*
"	*নিযামুদ্দীন, সাহেব বাজার, রাজশাহী।*	দরূদ না পড়ে দো'আ করলে সে দো'আ নাকি আসমানে আবদ্ধ থাকে? এর সত্যতা জানতে চাই।	*(৩২/৩৫২)*
"	*আফতাবুদ্দীন, চওড়া সাতদরগা, পীরগাছা, রংপুর।*	পরীক্ষা দেওয়া অবস্থায় জনৈকা মহিলার সাথে 'মা' সম্পর্ক স্থাপন করেছিলাম এবং এখনও মা বলে ডাকি। সে মাকে নিয়ে হজ্জে যেতে পারব কি?	*(৩৩/৩৫৩)*
"	*সুলায়মান, বিন্যাকুড়ি, চিরির বন্দর, দিনাজপুর।*	বিবাহ সম্পাদনের সময় বর 'কবূল' 'আল-হামদুলিল্লাহ' না 'আল্লাহু আকবার' বলবে? আমাদের এলাকায় এ নিয়ে তুমুল বিতর্ক চলছে। এ বিষয়টির তথ্যভিত্তিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।	*(৩৪/৩৫৪)*
"	*শাহীদা খাতুন, মৈশালা, পাংশা, রাজবাড়ী।*	ঘড়ির আযান বা এ্যালার্ম শুনে ফজরের ছালাত আদায় করা যাবে কি?	*(৩৫/৩৫৫)*
"	*ইসরাঈল, কলেজ মোড়, মেহেরপুর।*	আমি একটি সরকারী কলেজের ৩২ শতাংশ পুকুরপাড় ১৭ বছর থেকে লীজ গ্রহণ করে আসছি। অরক্ষিত পুকুরপাড় অস্থায়ীভাবে ঘিরে রাখলে সেখানে কিছু গাছপালা বড় হয়েছে। এখন এসব গাছপালার হকদার কে হবে?	*(৩৬/৩৫৬)*
"	*শফীউল আলম, বাঁশদহা, সাতক্ষীরা।*	মাওলানা আবদুর রাযযাক বিন ইউসুফ বলেছেন, মোট ৩২টি স্থানে হাত তুলে দো'আ করা যায়। দো'আর ঐ ক্ষেত্রসমূহ জানিয়ে বাধিত করবেন।	*(৩৭/৩৫৭)*
"	*মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম, সাং গুয়ারাদী, ওয়াশীন, মাধাইনগর, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ।*	স্ত্রী আমার অবাধ্য ছিল। তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে কোর্টে গিয়ে মনের ক্ষোভে লিখিতভাবে তালাক প্রদান করি। তবে আমি মুখে তালাক উচ্চারণ করিনি এবং তালাকনামাও লিখিনি। তালাকনামা লিখে আমাকে পাঠ করে শুনায় ও স্বাক্ষর করতে বললে শুধু স্বাক্ষর করি। এ বিষয়টি আমার স্ত্রীর কাছে গোপন রেখেছিলাম। ইতিমধ্যে পুনরায় আমাদের মাঝে বিবাদ লাগলে স্ত্রী তার বাপের বাড়ী চলে যায়। আমি তখন পূর্বে লিখিত তালাক নামা ডাক মারফত তার কাছে পাঠালে সে তা গ্রহণ না করে উল্টা আমার নামে যৌতুক গ্রহণের মামলা দায়ের করে। এর কিছুদিন পরে সে বাপের বাড়ী থেকে পালিয়ে আমার বাড়ীতে চলে আসে। আমরা দু'জনেই এখন স্বামী-স্ত্রী হিসাবে থাকতে চাই। এ ব্যাপারে শারঈ বিধান কি?	*(৩৮/৩৫৮)*
"	*শফীকুল ইসলাম, বিলনাথাড়, শেরপুর, বগুড়া।*	মসজিদের পশ্চিম দেওয়ালের ৩/৪ হাত দূরে একটি কবর আছে। কিন্তু কবরটি মসজিদের রেজিষ্ট্রিকৃত জমির মধ্যে নয়। এ মসজিদে ছালাত আদায় করা জায়েয হবে কি?	*(৩৯/৩৫৯)*
"	*মুহাম্মাদ মুর্তযা, রায়দৌলতপুর, সিরাজগ।*	হেদায়া-তে রয়েছে, 'নিজে প্রলোভন দিয়ে কোন নারী কোন বালক বা বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তির সাথে যেনা করলে, তার উপর এবং উক্ত নারীর উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে না' (হেদায়া ২/৩৬৭ পৃঃ, অনুবাদঃ ইসলামী ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ)। প্রশ্ন হ'ল, নারী তো বিবেকহীন নয়, তার শাস্তি হবে না কেন? ছহীহ দলীলের ভিত্তিতে জানিয়ে বাধিত করবেন।	*(৪০/৩৬০)*

***

জুলাই ২০০৪ (৭/১০)	*সার্জেন্ট মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ, সি,এ,বি (ওকেপি-১), বিএমসি টু কুয়েত, পুরাতন খাইত্বান, কুয়েত।*	আমাদের ক্যাম্প থেকে কাজের স্থান ১০০ কিলোমিটার দূরে। সেখানে যোহরের ছালাত আদায় করে ক্যাম্পে ফিরে এসেও ছালাতের সময় থাকে। এমতাবস্থায় ছালাত কছর হবে কি-না?	*(১/৩৬১)*
"	*মুহাম্মাদ আবু মূসা, বড়তারা, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট।*	কোন চিকিৎসক ভুলবশতঃ চিকিৎসা করার কারণে যদি রোগী মারা যায়, তাহ'লে কি ঐ চিকিৎসক অপরাধী হবেন?	*(২/৩৬২)*

"	*মুহাম্মাদ আবদুস সাত্তার সরকার, গোপালপুর, নাটোর।*	আমার কোন পুত্র সন্তান নেই। ৯ জন মেধাবী কন্যা রয়েছে। তন্মধ্যে ৮ম কন্যা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবস্থায় আমার অজ্ঞাতে স্বেচ্ছায় সেনাবাহিনীতে অফিসার পদে চাকুরী গ্রহণ করে। সে এখন চট্টগ্রামে ২ বৎসর মেয়াদী কোর্সে ট্রেনিং-এ আছে। ইতিমধ্যে ৯ মাস অতিবাহিত হয়ে গেছে। চাকুরী ছাড়ারও উপায় নেই। তার চুল মহিলা নাপিত দ্বারা কেটে ছোট করা হয়েছে। এমতাবস্থায় তার এই চাকুরী গ্রহণ করা বৈধ হয়েছে কি? যদি না হয় তবে প্রতিকারের উপায় কি?	*(৩/৩৬৩)*
"	*মাহমুদুর রহমান, মান্দা, নওগাঁ।*	'ছালাতুল আওয়াবীন' নামক নফল ছালাত কত রাক'আত, কত সালামে এবং কোন্ সময় পড়তে হয়?	*(৪/৩৬৪)*
"	*ফাতেমা, হাজিটোলা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।*	তিরমিযী ও আবূদাঊদের একটি হাদীছে আছে, তালাক, বিবাহ এবং রাজ'আত এই তিনটি বিষয়ে হাসি-ঠাট্টা করলে সেটা অবধারিত হয়ে যায়। হাদীছটি কি ছহীহ্?	*(৫/৩৬৫)*
"	*মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম, ধুরইল, মোহনপুর, রাজশাহী।*	কবর কত প্রকার এবং কোন্ প্রকার কবর উত্তম? মৃত ব্যক্তিকে কবরে কিভাবে রাখতে হয়? মৃতের দেহ এবং মুখমণ্ডল কোন্ দিকে রাখতে হয়?	*(৬/৩৬৬)*
"	*মা'রূফা আখতার, গ্রামঃ পুরিন্দা সরকার বাড়ী, পোঃ সাতগ্রাম, আড়াই হাজার নারায়ণগঞ্জ।-১৬০৩*	আমাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা মোট আট জন। আমরা তিন বোন বর্তমানে স্বামীর বাড়ীতে আছি। এমতাবস্থায় আমার আব্বা শুধু তিন ভাইকে ১৪০ শতাংশ জমি সাফ কবলা করে দিয়েছেন। এতে আম্মা সহ আমরা তিন বোন এই সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছি। বিষয়টি কতটুকু শরী'আত মোতাবেক হয়েছে?	*(৭/৩৬৭)*
"	*মুহাম্মাদ শাহাবুল ইসলাম, সিইপিজেড, চট্টগ্রাম।*	আমি গত এক বছর ছালাত আদায় করিনি। সেই ছালাত আমি এখন ক্বাযা হিসাবে আদায় করছি। এই ক্বাযা ছালাত হবে কি? আমি হানাফী মাযহাব অনুযায়ী ছালাত আদায় করি এবং ইমামের পিছনে তাকবীরে তাহরীমা করি। আমার এই তাকবীরে তাহরীমা নাকি ইমামকে এভয়েড করা হচ্ছে। এমতাবস্থায় আমার ছালাত হচ্ছে কি?	*(৮/৩৬৮)*
"	*এফ,এম লিটন, কাঠিগ্রাম, ফকির বাড়ী কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।*	শিয়ালের থাবায় মুরগীর গলা যবেহ হয়ে গেলে পুনরায় যবেহ না করে খাওয়া জায়েয হবে কি? জবাব দানে বাধিত করবেন।	*(৯/৩৬৯)*
"	*আয়েশা বানু, উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।*	আমরা জানি পশু-পাখী বা মানুষের ছবি আঁকলে গোনাহ হয়। কিন্তু আমি যদি পূর্ণাঙ্গ মানুষের ছবি না এঁকে শরীরের অংশবিশেষের ছবি আঁকি তাহ'লেও কি গোনাহ হবে? অথবা এমন ছবি আঁকি যে আকৃতির মানুষ হ'তে পারে না। যেমন কার্টুন ছবি ইত্যাদি।	*(১০/৩৭০)*
"	*আফযাল হোসাইন, নওদাপাড়া, রাজশাহী। শারাফাত, পাথরঘাটা, ঝাউডাঙ্গা, সাতক্ষীরা।*	'তাহিইয়াতুল ওযূ' ও 'তাহিইয়াতুল মসজিদ'-এর মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি? অসাবধানতাবশতঃ নির্ধারিত সময়ের এক দেড় মিনিট পূর্বে ইফতার করলে সে ছিয়াম হবে কি? নাকি পুনরায় আদায় করতে হবে?	*(১১/৩৭১)* *(১২/৩৭২)*
"	*মুহাম্মাদ জুয়েল চৌধুরী, ঈদগাহ আবাসিক এলাকা, বিরামপুর, দিনাজপুর।*	লোকালয় থেকে দূরে একটি কবরে প্রতি বছর কুকুর বাচ্চা প্রসব করে। একদিন মৃত ব্যক্তির এক আত্মীয় ফজর ছালাতের পর কবর যিয়ারত করতে গিয়ে দেখে উক্ত কবরের উপরে একটি বিরাট আকৃতির সাপ। তার সমস্ত শরীরে বড় বড় চোখ রয়েছে এবং সাপটি যিয়ারতকারীর দিকে তাকাচ্ছে। এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তি বাড়ীতে এসে লোকজন নিয়ে কবরস্থানে যায়। কিন্তু সাপটি আর দেখতে না পেলে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এক্ষণে কি করণীয় জানিয়ে বাধিত করবেন	*(১৩/৩৭৩)*
"	*আব্দুর রহমান, গ্রাম ও পোঃ বারকোনা, গাইবান্ধা।*	বিয়ে রেজিষ্ট্রি করা কি ঠিক? বরের পক্ষ থেকে মেয়ের জন্য যা কিছু দেওয়া হয়, সেগুলি কি মোহরানার মধ্যে গণ্য হবে?	*(১৪/৩৭৪)*
"	*মুবায়দুর রহমান, মহিষপুর, গাইবান্ধা।*	নফল ছালাত আদায় করছে এমন ব্যক্তিকে ইমাম গণ্য করে তার পিছনে ফরয ছালাত আদায় করা যায় কি?	*(১৫/৩৭৫)*
"	*হাবীবুর রহমান, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।*	ইমাম যদি মুসাফির হন এবং মুক্তাদী মুক্বীম হয় অথবা এর বিপরীত হয়, তাহ'লে কিভাবে ছালাত আদায় করতে হবে?	*(১৬/৩৭৬)*
"	*আবুল হাসান, পলিকাদোয়া, জয়পুরহাট।*	ছালাতের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে একামতের পর তাকবীরে তাহরীমার পূর্বে কথা বলা যায় কি?	*(১৭/৩৭৭)*
"	*আনীসুর রহমান, সাং- জোয়ার, নওগাঁ।*	কিছু সাধারণ ব্যবসায়ী প্রায় প্রতিদিন বাজারে কাঁচামাল ক্রয়-বিক্রয় বাবদ আমার নিকটে থেকে ৫০০/১০০০ টাকা নেয়। অতঃপর শতকরা ৫/৬ টাকা অথবা মণ প্রতি ৫/৬ টাকা লাভসহ মোট টাকা আমাকে ফেরত দেয়। এ ধরনের ব্যবসা বৈধ হবে কি?	*(১৮/৩৭৮)*
"	*নাজীবুর রহমান, ফার্মেসী বিভাগ, রাঃ বিঃ।*	মৃত ব্যক্তির জন্য হজ্জ করা যায় কি?	*(১৯/৩৭৯)*
"	*আব্দুল্লাহ, দেবীনগর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।*	দু'বছর পর সন্তানকে দুধ পান করানো যায় কি?	*(২০/৩৮০)*
"	*মসজিদ কমিটি, মুশরিভূজা, ভোলাহাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।*	যাকাত এবং ওশর বন্টনের যে আটটি খাত রয়েছে সেগুলি কি কি? আমাদের দেশে কারা পাওয়ার হক্বদার? যেসব খাত এ দেশে নেই সেগুলি কি করতে হবে?	*(২১/৩৮১)*
"	*মুস্তাফীযুর রহমান, গাবতলী, বগুড়া।*	ছালাতের মধ্যে শয়তানের কুমন্ত্রণা হ'তে বাঁচার জন্য ডান দিকে থুথু ফেলতে হবে, না বাম দিকে?	*(২২/৩৮২)*
"	*আব্দুল হামীদ, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।*	কবর স্থানের বাঁশ বাড়ির কাজে লাগানো যায় কি?	*(২৩/৩৮৩)*

Contents

"	আব্দুল হাই, চাঁদপুর, পাবনা।	হাই উঠার সময় কোন্ দো'আ পড়তে হয় জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২৪/৩৮৪)
"	ইদরীস, বাঁশদহা বাজার, সাতক্ষীরা।	সূরা ইখলাছ তিনবার পড়লে একবার কুরআন খতমের সমান নেকী পাওয়া যাবে। একথা কি ঠিক?	(২৫/৩৮৫)
"	রফীকুল ইসলাম, মহিষখোচা, লালমণিরহাট।	মহিলারা জানাযা ও দাফনের কাজে শরীক হ'তে পারে কি?	(২৬/৩৮৬)
"	শমশের আলী, মুজগুন্নী, কেশবপুর, যশোর।	ইসলামী জালসা উপলক্ষে যে চাঁদা আদায় করা হয়, জালসা শেষে সে চাঁদা কিছু অবশিষ্ট থাকলে মসজিদের কাজে লাগানো যাবে কি?	(২৭/৩৮৭)
"	মাস'উদ রানা, মোলামগাড়ী হাট, কালাই, জয়পুরহাট।	কেউ যদি শহীদ হওয়ার কামনা করে শহীদ না হয়ে মৃত্যুবরণ করে, সেকি শহীদের মর্যাদা পাবে?	(২৮/৩৮৮)
"	আব্দুর রউফ, কলারোয়া বাজার, সাতক্ষীরা।	ছালাতুল জানাযায় সকলের উপস্থিত হওয়া কি যরূরী। রাসূল (ছাঃ)-কে কারা গোসল দিয়েছিলেন?	(২৯/৩৮৯)
"	আব্দুশ শুকুর ও আমীনা, পল্লবী, মিরপুর-১২, ঢাকা।	আমরা স্বামী-স্ত্রী আইয়ামে বীয-এর ছিয়াম পালন করি। কিন্তু বিকেলে তরকারী রান্না করার সময় লবণ হয়েছে কি-না চেখে দেখি। এতে কি ছিয়ামের কোন ক্ষতি হবে?	(৩০/৩৯০)
"	ফেরদৌসী, গড়মাটি, বড়াইগ্রাম, নাটোর।	রক্ত প্রবাহিত হ'লে পুনরায় ওযূ করতে হবে কি?	(৩১/৩৯১)
"	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, চকবোচাই, গাবতলী, বগুড়া।	মাসিক ভাল না হওয়া পর্যন্ত আমার স্বামী আমাকে পৃথক বিছানায় শুইতে দেন। এটা কি ঠিক?	(৩২/৩৯২)
"	মুছত্বফা কামাল, চোপীনগর, কামারপাড়া, বগুড়া।	যারা ছালাত আদায় করে না, ছাহাবীগণ নাকি তাদেরকে কাফের বলে গণ্য করতেন, একথা কি ঠিক?	(৩৩/৩৯৩)
"	পলাশ, জয়নগর, দুর্গাপুর, রাজশাহী।	বিবাহের দিন মেয়ের বাবার বাড়ীতে যে অনুষ্ঠান করা হয় তাকে 'ওয়ালীমা' বলা কি শরী'আত সম্মত?	(৩৪/৩৯৪)
"	যাকারিয়া, কমরগ্রাম, বানিয়াপাড়া, জয়পুরহাট।	আল্লাহ তা'আলা মুত্তাক্বীদেরকে যে জান্নাত দিবেন তার স্বরূপ কেমন হবে? অর্থাৎ জান্নাতের মধ্যে কি কি থাকবে।	(৩৫/৩৯৫)
"	আব্দুছ ছামাদ, গ্রাম ও পোঃ মোগলাহাট লালমণিরহাট।	শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ (রহঃ)-এর নিকট 'রাফ'উল ইয়াদায়েন অধিক প্রিয়' ছিল, আসলেই কি তিনি এ কথা বলেছেন? দলীলসহ জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩৬/৩৯৬)
"	ছাদেকুল ইসলাম, রাজবাড়ী, নেছারাবাদ, পিরোজপুর।	বাবা-মা আমাকে উপুড় হয়ে শয়ন করতে নিষেধ করেন। এটি কি শরী'আতে নিষিদ্ধ, না প্রচলিত প্রথা?	(৩৭/৩৯৭)
"	আবুল হাসান, মুড়াগাছা, খোকসা, কুষ্টিয়া।	ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর নিম্নের উক্তি কি সঠিক? যদি সঠিক হয় তাহ'লে কোন কিতাবে আছে। মূল আরবীটুকু লিখে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। অংশটুকু হ'ল- 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে একদিন স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি তাঁর সামনে পাখা নিয়ে দাঁড়িয়ে মাছি তাড়াবার জন্য বাতাস করছি'। তারপর স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারীদের নিকটে এ স্বপ্নের তা'বীর জিজ্ঞেস করলে তাঁরা উত্তরে বলেন, আপনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি আরোপিত মিথ্যা হাদীছ প্রতিরোধ করবেন। বস্তুতঃ এ স্বপ্ন ও ব্যাখ্যাই আমাকে ছহীহ বুখারী সংকলনের জন্য সাহায্য করেছে'।	(৩৮/৩৯৮)
"	রোজিনা ও সুলতানা, রূপসা, খুলনা।	স্বামী স্ত্রীকে এ ধরনের নছীহত করতে পারে কি যে, আমি মারা গেলে তুমি অন্যত্র বিবাহ করো না?	(৩৯/৩৯৯)
"	তরীকুযযামান, হাড়াভাঙ্গা মাদরাসা, মেহেরপুর ও আহসানুল হক, প্রভাষক, পৌর কলেজ, মেহেরপুর।	আমাদের এলাকায় কোন কোন ইমাম রুকূর পূর্বে বেশ কিছুক্ষণ সাকতা করেন এবং সে সময় মুক্তাদীগণকে সূরায়ে ফাতিহা পড়তে বলেন। কোন ইমাম এটা না করলে তার পিছনে ছালাত জায়েয হবে না, এমনকি জুম'আর ছালাতে এটা না করলে তাকে পুনরায় যোহর পড়তে হবে বলে ফৎওয়া দেন। এক্ষণে এভাবে সাকতা করে সূরা ফাতিহা পাঠ করা শরী'আত সম্মত কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৪০/৪০০)
		***	
আগস্ট ২০০৪ (৭/১১)	ফেরদৌসী, ইনসাফনগর, দৌলতপুর কুষ্টিয়া।	আমরা দু'বোন, কোন ভাই নেই। তাই সংসার দেখাশুনার জন্য আমাদের দূর সম্পর্কের চাচাতো ভাইকে ছোটবেলা থেকেই আমাদের বাড়ীতে রাখা হয়। আব্বা বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। তিনি উক্ত ভাইকে সম্পত্তির অংশ দিতে চান। শরী'আত অনুযায়ী সে সম্পত্তির অংশ পাবে কি?	(১/৪০১)
"	মিছবাহুল হুদা, দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ডেমরা, ঢাকা।	তিরমিযীতে 'ওযূ সম্পাদনকারী ব্যক্তি ছাড়া কেউ আযান দিবে না' মর্মে বর্ণিত হাদীছটি কি ছহীহ? আযান দেওয়ার জন্য ওযূ করা শর্ত কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন?	(২/৪০২)
"	আশরাফুল ইসলাম, রুদ্রেশ্বর কাকিনা কালীগঞ্জ, লালমণিরহাট।	আম্মার ইবনু ইয়াসির কখন নিম্নের উক্তিটি পেশ করেছিলেন? يَامَعْشَرَالْمُسْلِمِيْنَ أَمِنَ الْجَنَّةِ تَفِرُّوْنَ؟ أَنَا عَمَّارُبْنُ يَاسِرٍ هَلُمُّوْا إِلَيَّ! إِلَيَّ! اَوَ أَنَا أَنْظُرُ أُذُنَهُ قَدْقُطعت فَهِيَ تَذَبْذَبُ وَهُوَ يُقَاتِلُ أَشَدَّ الْقِتَالِ-	(৩/৪০৩)
"	সিরাজুল ইসলাম, জামতৈল, কামারখন্দ সিরাজগঞ্জ।	জনৈক কান্দালুবী ইমাম মসজিদে দরস দেওয়ার সময় বললেন, 'কেউ যদি ছালাতের শেষ বৈঠকে সালাম ফিরানোর পূর্বে বায়ু ছাড়ে, তাহ'লে তার ছালাত হয়ে যাবে'। এ কথার সত্যতা জানতে চাই।	(৪/৪০৪)
"	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ভাদুরিয়া, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।	আমি শরী'আত অনুযায়ী বিবাহ করি। কিন্তু আমার পিতা আমার স্ত্রীকে পসন্দ করেন না। স্ত্রীকে তালাক দিতে বলেন। অথচ আমার স্ত্রী দ্বীনদার পরহেযগার। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি?	(৫/৪০৫)
"	আরীফা খাতুন, সেনেরগাতী, সাতক্ষীরা।	যোহরের সুন্নাত ছালাত আদায় করা অবস্থায় আমার ছোট বাচ্চা ঘুম থেকে উঠে এবং কাঁদতে কাঁদতে খাট	(৬/৪০৬)

		থেকে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হ'লে আমি ছালাত ছেড়ে দিয়ে তাকে নীচে নামাই ও বাকী ছালাত সমাপ্ত করি। আমার ছালাত হয়েছে কি?	
"	*শরীফা সুলতানা, কোটালীপাড়া, মোহনপুর, রাজশাহী।*	আমার স্বামী সপ্তাহে প্রায় ৬ দিনই তার ছোট স্ত্রীর নিকটে থাকে। আর একদিন মাত্র আমার নিকটে থাকে। এটা কি শরী'আত সম্মত?	*(৭/৪০৭)*
"	*মফীযুদ্দীন, সাহেব বাজার, রাজশাহী।*	ইয়াতীমদের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করলে সমস্ত নেক আমল ধ্বংস হয়ে যায়, কথাটি কি সঠিক?	*(৮/৪০৮)*
"	*হাবীবুর রহমান, রাজবাড়ী, নেছারাবাদ, পিরোজপুর।*	আমরা ব্যবসার উদ্দেশ্যে বের হয়ে এক নির্জন এলাকায় রুটি খাচ্ছিলাম। হঠাৎ করে বুকে রুটি আটকে গেলে পানি আনার জন্য এক বন্ধু গ্রামের দিকে দৌড়ে যায়। কিন্তু আমার অবস্থা মরণাপন্ন। অন্য বন্ধুর নিকটে মদের বোতল ছিল। সে আমার অবস্থা দেখে আমাকে মদ দিলে আমি প্রাণ রক্ষার্থে দু'ঢোক পরিমাণ খেয়ে ফেলি এবং সুস্থতা লাভ করি। আমি জীবনে কোন দিন মদ বা তাড়ী খাইনি। এই মরণাপন্ন অবস্থায় হারাম জিনিষ খেয়েছি। এখন আমার করণীয় কি?	*(৯/৪০৯)*
"	*আব্দুর রহমান, আতর আলী রোড, মাগুরা।*	আমি প্রায় দু'বছর আগে ইসলাম গ্রহণ করেছি। কিন্তু খাৎনা করিনি। মাসিক 'আত-তাহরীকে'র মাধ্যমে জানতে পারলাম যে, বড় মানুষ খাৎনা না করলেও চলবে। কিন্তু আমি কতগুলি উপকারার্থে খাৎনা করতে ইচ্ছুক। কাউকে না জানিয়ে একাকী খাৎনা করতে পারব কি?	*(১০/৪১০)*
"	*আব্দুল গাফফার, নাযিরাবাজার, ঢাকা।*	জনৈক আলেম কবরে পুষ্পমাল্য অর্পণ করাকে ঘৃণা করতেন। অথচ কোন উচ্চ পদে আসীন হওয়ার পর নিজেই তা করছেন। এরূপ পরস্পর বিরোধী আমল করা কি শরী'আতে জায়েয?	*(১১/৪১১)*
"	*ইকবাল, মিরাট, রাণীনগর, নওগাঁ।*	মুওয়াযযিনের আযানের জওয়াব জামা'আতের পক্ষ হ'তে যে কেউ দিলে চলবে, না-কি প্রত্যেককেই দিতে হবে?	*(১২/৪১২)*
"	*আছগর, ভেণ্ডাবাড়ী, পীরগঞ্জ, রংপুর।*	জেনে-শুনে জাল হাদীছ বর্ণনাকারীর হুকুম কি?	*(১৩/৪১৩)*
"	*মুহাম্মাদ ছিদ্দীকুর রহমান, কাটখইর, নওগাঁ।*	একই বাড়ীর ৫ সদস্য বাস দূর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করে। ২ জন পুরুষ, ২ জন মহিলা এবং একটি শিশু। জানাযা পড়ানোর সময় প্রথমে পুরুষ তারপর মহিলা ও সবশেষে শিশু সন্তানকে পরপর সাজিয়ে জনৈক ইমাম ছাহেব জানাযা পড়িয়েছেন। আমার প্রশ্ন উল্লিখিত পদ্ধতিতে সাজানো কি ঠিক হয়েছে?	*(১৪/৪১৪)*
"	*রফীকুল ইসলাম, ঘোনা, সাতক্ষীরা।*	স্ত্রীর মৃত্যুর আগে যদি দেনমোহর পরিশোধ করা না হয়, তাহ'লে মৃত্যুর পরে কি মোহরের টাকা দান করতে হবে?	*(১৫/৪১৫)*
"	*মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ, সি,ই,বি (ও,কে পি-১), পুরাতন খাইতান, কুয়েত।*	বাংলাদেশে ছালাত শেষে মুনাজাত করা, মীলাদ পড়া এবং শবেবরাত পালন করা প্রচলিত আছে। কিন্তু কুয়েতে এগুলির কোনটাই হয় না। এগুলি নাকি বিদ'আত। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।	*(১৬/৪১৬)*
"	*মুহাম্মাদ জসীমুদ্দীন, চিরির বন্দর, দিনাজপুর।*	ইমামের অনুপস্থিতিতে মুছল্লীগণ আমাকে ইমামতি করার জন্য অনুমতি দেন। অতঃপর ছালাত শুরু করলে প্রধান ইমাম এসে বললেন, কার হুকুমে সে ওখানে দাঁড়াল? ইমামের বিনা অনুমতিতে সেখানে দাঁড়ানোই উচিত নয়। তার মাথা আলাদা করার হুকুম আছে। অতঃপর দ্বিতীয় ইমাম এসে বললেন, কে ইমামতি করছে? পরে ব্যবস্থা হবে। উল্লেখ্য যে, তাঁরা পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের ইমাম নন। শুধুমাত্র জুম'আর ছালাতের ইমাম। তাদের এ সমস্ত কথা বলা এবং আমার ইমামতি করা অপরাধ হয়েছে কি? ছহীহ দলীলের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।	*(১৭/৪১৭)*
"	*আশরাফুল আলম, কানসাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ও মুছল্লীবৃন্দ, শাহারবাটী আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, গাংনী, মেহেরপুর।*	সময়ের অভাবে যোহরের ফরয ছালাতের পূর্বের ৪ রাক'আত সুন্নাত না পড়েই জামা'আতে শরীক হয়েছি। এক্ষণে ছালাত শেষে পূর্বের ৪ রাক'আত সুন্নাত আগে পড়ব, নাকি পরের ২ রাক'আত সুন্নাত আগে পড়ব? ইমামের পিছনে মুক্তাদী আর মুক্তাদীর পিছনে ৫০/৬০ গজ ফাঁকা জায়গা বা রাস্তা অথবা নালা রেখে তার পরে মহিলারা মাইকের মাধ্যমে ইমামের অনুকরণ করতে পারবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।	*(১৮/৪১৮)*
"	*মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম, ঢাকা ও মুহাম্মাদ শাব্বির আহমাদ, চারঘাট, রাজশাহী।*	তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআনে সূরা তাকাছুর একবার পাঠ করলে এক হাযার আয়াত পাঠের নেকী পাওয়ার কথা উল্লেখ আছে। উক্ত বর্ণনা ছহীহ কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।	*(১৯/৪১৯)*
"	*মুহাম্মাদ আমীনুল হক, মল্লিকপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।*	জনৈক ইমাম বক্তব্য রাখার সময় বলেন, সামুরা (রাঃ)-কে যখন কাফেররা মেরে ফেলে তাঁর লাশ নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন মৌমাছি তাঁর লাশটি ঘিরে ফেলে। ফলে লাশ নিয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। পুনরায় রাতে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু প্রচুর বৃষ্টিপাতের কারণে লাশ অন্যত্র চলে যায়। কেউ তার লাশের সন্ধান পায়নি। এ কথার সত্যতা জানিয়ে উপকৃত করবেন।	*(২০/৪২০)*
"	*আব্দুছ ছামাদ, গ্রাম- আটুলিয়া (মোল্লাপাড়া), শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।*	সিগারেট, বিড়ি, জর্দ্দা খাওয়া সম্পর্কে শরী'আতের বিধান কি?	*(২১/৪২১)*

"	*বদরুল ইসলাম, বল্লা বাজার, টাংগাইল।*	নিশ্ছিদ্র ভাবে নির্মিত বাথরুমে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে গোসল করা জায়েয কি? এইরূপ গোসলের পর ছালাত আদায়ের জন্য পুনরায় ওযূ করার আবশ্যকতা আছে কি?	*(২২/৪২২)*
"	*আরিফুল ইসলাম, খেজুরতলা, কুষ্টিয়া।*	মি'রাজের পূর্বে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এবং ছাহাবীগণ দৈনিক কত ওয়াক্ত ছালাত আদায় করতেন? 'অহি' নাযিল হওয়ার পর থেকে মি'রাজ রজনীর ব্যবধান কত বছর? ইবরাহীম (আঃ)-এর যুগে কত ওয়াক্ত ছালাত ছিল?	*(২৩/৪২৩)*
"	*মুহাম্মাদ কাওছার আলী, আটুলিয়া, সাতক্ষীরা।*	পুত্র বা কন্যা সন্তান হ'লে আযান ও ইক্বামত কতবার এবং কোথায় দিতে হবে?	*(২৪/৪২৪)*
"	*আব্দুছ ছবুর, চান্দা সোনাবাড়িয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।*	বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বছরে ৩টি পরীক্ষা হয়। ঐ পরীক্ষার ফি-এর অবশিষ্ট টাকা সমস্ত শিক্ষক ভাগ করে নেয়। এছাড়া সরকার প্রদত্ত উপবৃত্তির একটি অংশ টিউশন ফি বাবদ প্রতিষ্ঠানের নামে ব্যাংকে জমা হয়। ঐ টাকাও শিক্ষকগণ ভাগ করে নেন। এরূপ টাকা নেয়া হালাল না হারাম।	*(২৫/৪২৫)*
"	*মুহাম্মাদ শাব্বির আহমাদ, চারঘাট, রাজশাহী।*	খাদীজা (রাঃ)-কে আল্লাহ তা'আলা এবং জিবরীল (আঃ) কি সালাম জানিয়েছিলেন?	*(২৬/৪২৬)*
"	*সার্জেন্ট আব্দুস সালাম, পুরাতন খাইতান, কুয়েত।*	আমরা জানতাম ছালাতের নিয়ত করা ফরয। কিন্তু কুয়েতে এসে শুনি এটি বিদ'আত। 'আত-তাহরীক'-এর মাধ্যমে এর সঠিক জবাবদানে বাধিত করবেন।	*(২৭/৪২৭)*
"	*হযরতুল্লাহ মিয়াঁ, যোগীশো, লালপুর, তানোর, রাজশাহী।*	কোন অপরাধ করার কারণে পিতা পুত্রের উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। অতঃপর পিতার মুমূর্ষু অবস্থায় পুত্র পিতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে পিতা তাকে ক্ষমা করেননি। এক্ষণে পুত্র পিতার অসন্তুষ্টিতে জান্নাত পাবে না বলে প্রত্যহ পিতার কবরের কাছে গিয়ে ক্রন্দন করে এবং ক্ষমা চায়। এমতাবস্থায় পুত্র কি ক্ষমা পাবে? জানিয়ে বাধিত করবেন।	*(২৮/৪২৮)*
"	*আব্দুল্লাহ, জলডোহরী, ঝালকাঠি।*	জন্মের সময় ঈসা (আঃ) ব্যতীত কোন বনু আদমই শয়তানের ধোঁকা থেকে মুক্তি পায় না। আর এটি তাঁর নানীর দো'আর বরকতে হয়েছিল। একথা যদি সঠিক হয়, তবে কি আমাদের নবীর সম্মানের হানি হয়নি?	*(২৯/৪২৯)*
"	*আবদুল গণী, টুংগীপাড়া, গোপালগঞ্জ।*	জুম'আর দিনে সূরা 'কাহ্ফ' তেলাওয়াতের ফযীলত সম্পর্কিত হাদীছটির ভিত্তি সম্পর্কে জানতে চাই।	*(৩০/৪৩০)*
"	*মুঈনুদ্দীন, নওহাটা, রাজশাহী।*	জনৈক আহলেহাদীছ ইমামকে দেখলাম নতুন দোকানঘর উদ্বোধন করতে গিয়ে কুরআনের বিভিন্ন সূরা পাঠ শেষে দরূদ পড়লেন এবং হাত তুলে দো'আ করলেন। জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এটি খাছ দো'আর অন্তর্ভুক্ত। নতুন দোকানঘর বা নতুন বাড়ী এভাবে উদ্বোধন করা যায় কি?	*(৩১/৪৩১)*
"	*মতীউর রহমান, পবাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।*	ছালাত রত অবস্থায় সিজদা দেওয়ার সময় এক পা নড়বে, না কি দুই পা? এক পা হ'লে কোন পা নড়বে জানিয়ে বাধিত করবেন।	*(৩২/৪৩২)*
"	*আবদুল ওয়াজেদ, টুংগীপাড়া, গোপালগঞ্জ।*	আয়াতুল কুরসীসহ ফরয ছালাত শেষে যে সমস্ত দো'আ পড়ার কথা হাদীছে রয়েছে, সেগুলি কি সুন্নাত ছালাতের পরও পড়া যাবে?	*(৩৩/৪৩৩)*
"	*নাজমুল হাসান, বাঁশদহা, সাতক্ষীরা।*	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পদ্ধতি অনুযায়ী ছালাত আদায় না করলে ছালাত হবে কি?	*(৩৪/৪৩৪)*
"	*আমেনা বেগম, খিলগাঁও, ঢাকা।*	মানুষ অনেক সময় আল্লাহ্র নামে কসম করে বলে, অমুক অমুকের সাথে কথা বলব না। কিংবা অমুক কাজ করব না। পরে কসমের প্রতি দৃঢ় থাকতে ব্যর্থ হয় এবং তা করে ফেলে। এতে কি কোন কাফফারা দিতে হবে?	*(৩৫/৪৩৫)*
"	*আব্দুল কুদ্দূস, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।*	সূরা ফাতিহা পড়ার সময় বিসমিল্লাহ সরবে না নীরবে পড়বে?	*(৩৬/৪৩৬)*
"	*তাওহীদুয যামান, দঃ ভাদিয়ালী, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।*	ছালাত আদায়কালে মহিলারা চুল বেঁধে রাখবে না ছেড়ে দিবে? তাদের চুলের ১টি বা ৩টি বেনী বাঁধার ব্যাপারে শরী'আতে কোন বাধ্যবাধকতা আছে কি?	*(৩৭/৪৩৭)*
"	*মুফাযযাল, বাঁশবাড়িয়া, গাংনী, মেহেরপুর।*	নৌকায় ছালাত আদায় করলে বসে না দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করবে?	*(৩৮/৪৩৮)*
"	*মুহাম্মাদ দেলোয়ার হোসাইন, ভাংড়া, রাজশাহী।*	আপন বোনের মেয়ের মেয়েকে অর্থাৎ বোনের নাতনীকে বিবাহ করা শরী'আতে জায়েয আছে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।	*(৩৯/৪৩৯)*
"	*আমীন আলী, দেবীনগর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।*	কারো বাগানের ফল ঝরে পড়লে তা কুড়িয়ে খাওয়া যায় কি?	*(৪০/৪৪০)*

***

সেপ্টেম্বর ২০০৪ (৭/১২)	*আব্দুল হামীদ, মাদারটেক, ঢাকা।*	'যেহার' কাকে বলে যেহারের কাফফারা কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।	*(১/৪৪১)*
	আব্দুল কুদ্দূস, মুহাম্মাদপুর জামে মসজিদ,	নিষিদ্ধ সময়ে অর্থাৎ আছরের পর থেকে মাগরিবের পূর্ব পর্যন্ত এবং সূর্য ওঠা ও ডোবার সময় ও ঠিক দুপুরে	*(২/৪৪২)*

	ঢাকা।	মসজিদে প্রবেশ করলে বসার পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে হবে কি?	
"	*লুনা, উলনিয়া, মেহেন্দীগঞ্জ, বরিশাল।*	সূরা মুহাম্মাদের শেষাংশে বলা হয়েছে, 'যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। এরপর তারা তোমাদের মত হবে না'। এখানে অন্য জাতি বলতে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে? জানিয়ে বাধিত করবেন।	*(৩/৪৪৩)*
"	*সোহেল রানা, সাতনি-ঢেকড়া, আদমদীঘি, বগুড়া।*	কোন পুরুষ বা নারী বিবাহিত অবস্থায় যেনা করলে তাদের বিবাহ বাতিল হবে কি?	*(৪/৪৪৪)*
"	*জেসমিন, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।*	বেতনভুক কাজের মেয়ের সাথে দাসীর মত মেলামেশা করা যাবে কি? জনৈক ব্যক্তি যাবে বলেন এবং দলীলে কুরআনের আয়াত পেশ করেন। বিষয়টি প্রমাণ সহ জানিয়ে বাধিত করবেন।	*(৫/৪৪৫)*
"	*আহসান হাবীব, চরকুড়া, জামতৈল, সিরাজগঞ্জ।*	আয়েশা (রাঃ)-এর বিবাহের পূর্বে তাঁকে স্ত্রী হিসাবে স্বপ্নযোগে রাসূল (ছাঃ)-কে দেখানো হয়েছিল, মর্মের কথাটি কি সত্য? জানিয়ে বাধিত করবেন।	*(৬/৪৪৬)*
"	*শামীম, চরকুড়া, সিরাজগঞ্জ।*	জিবরাঈল (আঃ) আয়েশা (রাঃ)-কে সালাম দিতেন, একথা কি সত্য?	*(৭/৪৪৭)*
"	*আশরাফুল আনাম, বড়কুড়া, জামতৈল, সিরাজগঞ্জ।*	আয়েশা (রাঃ) কি খাদীজা (রাঃ)-কে ঈর্ষা বা হিংসা করতেন। এরূপ কোন হাদীছ থাকলে জানিয়ে বাধিত করবেন।	*(৮/৪৪৮)*
"	*আবু তাহের, পল্লী বিদ্যুৎ অফিস, ঠাকুরগাঁ।*	আল্লাহ্র রাস্তায় এক রাত পাহারা দেওয়া এক হাযার বছর রাতে ইবাদত করা এবং দিনে ছিয়াম পালন করার চেয়েও উত্তম'। উক্ত মর্মের হাদীছটি ছহীহ কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।	*(৯/৪৪৯)*
"	*আশরাফ আলী, দুবইল, নারায়ণপুর মান্দা, নওগাঁ।*	আমি কলা বাগান বিক্রি করে ১৪,০০০/= টাকা পেয়েছি। উক্ত টাকা থেকে আমাকে কত টাকা যাকাত দিতে হবে?	*(১০/৪৫০)*
"	*আহমাদ, টুঙ্গীপাড়া, গোপালগঞ্জ।*	এশার ছালাত শেষে বিতরের পূর্বে তাহাজ্জুদের নিয়তে চার রাক'আত নফল ছালাত আদায় করলে তা তাহাজ্জুদের স্থলাভিষিক্ত হবে কি?	*(১১/৪৫১)*
"	*ফায়ছাল, দত্তবাগ, সাতক্ষীরা।*	যদি বাড়ীর নিকটে বিদ'আত পন্থীদের মসজিদ থাকে, আর দূরে ছহীহ হাদীছ পন্থীদের মসজিদ থাকে, তাহ'লে নিকটের মসজিদ ছেড়ে দূরের মসজিদে যাওয়া যাবে কি?	*(১২/৪৫২)*
"	*মুযাফফর, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*	ফজরের আযানের পূর্বে মাইকে নবীর উপরে ১০০ বার দরূদ পাঠ করা হয়, যেমন আছ-ছালাতু ওয়াস সালামু ইয়া রাসূলুল্লাহ ইত্যাদি	*(১৩/৪৫৩)*
"	*মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।*	কুলক্ষণ কি? কুলক্ষণের শারঈ বিধান কি?	*(১৪/৪৫৪)*
"	*আব্দুল বারী, মিরগঞ্জ, বাঘা, রাজশাহী।*	অধিক মসজিদ নির্মাণ করা নাকি ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত? এ বিষয়ে জানতে চাই।	*(১৫/৪৫৫)*
"	*আব্দুল জব্বার, ফতেহপুর, গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।*	আমরা নদীর ধারে বসবাস করি এবং সর্বদা নদীতে গোসল করি। 'জানাবাত'-এর গোসলের ক্ষেত্রেও একইভাবে নদীতে গোসল করে নিয়ে পরে ওযূ করে ছালাত আদায় করি। এরূপ করা জায়েয হবে কি?	*(১৬/৪৫৬)*
"	*এহ্সানুল্লাহ, সাহেব বাজার, রাজশাহী।*	আমি একজন মুদীর দোকানদার। নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করি। হালাল বস্তু ক্রয়-বিক্রয় করি। কিন্তু বিড়ি-সিগারেট না রাখলে গ্রাহক কমে যায়। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি?	*(১৭/৪৫৭)*
"	*আলহাজ্জ মুজীবুর রহমান বিশ্বাস, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।*	ইমাম 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বললে মুক্তাদীগণও কি তা বলতে পারে?	*(১৮/৪৫৮)*
"	*সাঈদুল বারী, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা ১০০০।*	জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে দুই তোহরে দুই তালাক দিয়েছে। এভাবে দশ বছর অতিবাহিত হয়। স্বামী এখন তাকে ফিরিয়ে নিতে চায়। ফিরিয়ে নিতে পারবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।	*(১৯/৪৫৯)*
"	*শহীদুল ইসলাম, রসূলপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।*	কোন ভীতিকর স্থানে যাত্রা করলে কোন্ দো'আ পড়তে হয়?	*(২০/৪৬০)*
"	*মুহাম্মাদ তাজুল ইসলাম, হরিপুর, বাগমারা, রাজশাহী।*	পুরুষ বক্তা মহিলাদের মাঝে পর্দার আড়াল থেকে আলোচনা করতে পারে কি?	*(২১/৪৬১)*
"	*সোহরাব হোসাইন, মহিষখোঁচা, লালমণিরহাট।*	আল্লাহ তা'আলা সব অসুখের ঔষধ সৃষ্টি করেছেন কথাটি কি সঠিক?	*(২২/৪৬২)*
"	*নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, হোসনাবাদ, সরিষাবাড়ী, জামালপুর।*	আমি নতুন বিবাহ করেছি। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে পরামর্শ করলাম সন্তান-সন্ততি ফেৎনা ছাড়া কিছুই নয়। তাই সারা জীবন নিঃসন্তান অবস্থায় কাটিয়ে দিতে চাই। আমাদের এই চাওয়াটা কি ঠিক হয়েছে?	*(২৩/৪৬৩)*

"	*মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ, রঘুনাথপুর, পাংশা, রাজবাড়ী।*	ছালাত শেষের সালাম কাকে দেওয়া হয়? দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।	*(২৪/৪৬৪)*
"	*ছাদেক আলী, কালীগঞ্জ, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।*	একটি সূরা পড়ার পর অন্য সূরা পড়ার আগে কেন 'বিসমিল্লা-হির রহমানির রহীম' পড়া হয়?	*(২৫/৪৬৫)*
"	*আনোয়ার হোসাইন, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।*	পরপুরুষের বীর্য গ্রহণ করে অনেক নারী সন্তান-সন্ততির মা হচ্ছেন এটা কি করা যাবে?	*(২৬/৪৬৬)*
"	*গোলাম কিবরিয়া, হাকীমপুর, হিলি, দিনাজপুর।*	জুম'আর খুৎবা দেওয়ার জন্য পাঁচ স্তর বিশিষ্ট মিম্বর তৈরী করা হয়েছে। এখনও মসজিদে উঠানো হয়নি। এরূপ মিম্বরের উপর খুৎবা দেওয়া শরী'আত সম্মত হবে কি?	*(২৭/৪৬৭)*
"	*আব্দুল গণী, কৈবর্ত্ত গ্রাম, গোয়ালা, নওগাঁ।*	জনৈক বক্তার মুখে শুনলাম, শা'বান মাসের প্রথম থেকে পনেরো তারিখ পর্যন্ত যতটা ইচ্ছা ছিয়াম পালন করা যায়। শুধু পনেরো তারিখ ছিয়াম রাখার সঠিক কোন প্রমাণ নেই। কথাটি আমার কাছে নতুন মনে হ'ল। সঠিকটি জানিয়ে বাধিত করবেন।	*(২৮/৪৬৮)*
"	*আব্দুল আযীয, চরকোল, গোপালপুর, ঝিনাইদহ।*	অনেকেই দেখা যায় তাসবীহ দানার মাধ্যমে তাসবীহ পাঠ করেন। এ সম্পর্কে শরী'আতের দলীল জানতে চাই।	*(২৯/৪৬৯)*
"	*কামরুল হাসান, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*	আযান শেষে মুওয়াযযিন জোরে জোরে মাইকে আযানের দো'আ পাঠ করেন। এটা কি শরী'আত সম্মত?	*(৩০/৪৭০)*
"	*আব্দুল্লাহিল কাফী, মালঞ্চী ডিগ্রী কলেজ বাগাতিপাড়া, নাটোর।*	ইংরেজী 'সিল্ক' শব্দের অর্থ রেশম। শুনেছি পুরুষেরা রেশমের পোষাক ব্যবহার করতে পারে না। তাহ'লে সিল্কের তৈরী পোশাক যেমন পাঞ্জাবী, সার্ট ইত্যাদি পুরুষেরা ব্যবহার করতে পারবে কি?	*(৩১/৪৭১)*
"	*নাফিউল ইসলাম, করখণ্ড, মাড়িয়া, বাগমারা, রাজশাহী।*	'যখন মধ্য শা'বান আসবে তখন তোমরা রাত্রিতে ইবাদত করবে এবং দিনে ছিয়াম পালন করবে। কারণ আল্লাহ ঐ দিন পৃথিবীর আসমানে নেমে এসে বলেন, কে আছ ক্ষমাপ্রার্থী আমি তাকে ক্ষমা করব, কে আছ রূযীপ্রার্থী আমি তাকে রূযী দেব...'। জনৈক মাওলানা শবেবরাতের ফযীলতে উক্ত হাদীছটি বর্ণনা করলেন, হাদীছটি কি ছহীহ।	*(৩২/৪৭২)*
"	*আনজুমান আরা বেগম, সারিয়াকান্দী, বগুড়া।*	মাসিক আত-তাহরীক-এর গত এপ্রিল ২০০৪ সংখ্যায় ২৪ নং প্রশ্নোত্তরে বলা হয়েছে, 'কুরআন ভুলে গেলে গোনাহ হবে না'। অথচ তিরমিযী আবুদাউদের হাদীছে রয়েছে, সবচেয়ে বড় গোনাহ হবে। সঠিক ফায়ছালা জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩৩/৪৭৩)
"	*আব্বাস, আলাদীপুর দারুল হুদা সালাফিইয়াহ মাদরাসা, সাপাহার, নওগাঁ।*	মাছরাঙ্গা, ডাহুক, দোয়েল, সাদা সারস (শালিক), লাল সারস, কাঠালী পাখি খাওয়া যাবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩৪/৪৭৪)
"	*মুহসিন আকন্দ, জোরবাড়ীয়া, ফুলবাড়ীয়া ময়মনসিংহ।*	টয়লেটে গিয়ে হাঁচি আসলে নাকি মুখে উচ্চারণ না করে মনে মনে হাঁচির উত্তর দেয়া যাবে। কথাটি নতুন শুনলাম। কতটুকু সত্য জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩৫/৪৭৫)
"	*শাফা'আত, সোনামুই, বাদুড়িয়া, টাংগাইল।*	হাত-পায়ের নখ কাটার সময় কোন আঙ্গুল থেকে আরম্ভ করতে হবে? নখ কাটার সময় কোন দো'আ থাকলে পত্রিকার মাধ্যমে জানাবেন।	(৩৬/৪৭৬)
"	*মুহাম্মাদ শমশের, মল্লিকপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।*	'আমি একে নাযিল করেছি এক বরকতময় রজনীতে, নিশ্চয়ই আমি সতর্ককারী। এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়' (দুখান ৩-৪)। আমাদের দেশের অধিকাংশ আলেম উক্ত আয়াতের 'বরকতময় রজনীর' অর্থ করেন 'শবেবরাত'। এমনকি টিভিতেও বলা হয়। এর সঠিক ব্যাখ্যা জানতে চাই।	(৩৭/৪৭৭)
"	*মুহাম্মাদ অলিউর রহমান, ইসলামিয়া লাইব্রেরী, বুড়িচং মধ্য বাজার, কুমিল্লা।*	বাড়ী তৈরী করার সময় কোন কোন স্থানে দেখা যায়, লাল নিশান টাঙ্গানো হয়। সর্বপ্রথম ঘরের কোণের পালা বসানো হয় এবং সেখানে মোরগের রক্ত, কাঁচা হলুদ, ধান, দূর্বা ঘাস, সোনা-রূপা ইত্যাদি ভিজিয়ে রাখা পানি দেওয়া হয়। এগুলি কি শরী'আত সম্মত?	(৩৮/৪৭৮)
"	*রুম্মান ইয়াসমীন (মুক্তা), এ-ব্লক, মাঝিড়া সেনানিবাস, বগুড়া।*	চুল-দাড়ি পেকে গেলে কালো রং বা অন্য কোন রং দ্বারা পরিবর্তন করা যাবে কি? অনুরূপ মহিলারাও কি তাদের পাকা চুলে রং দিতে পারবে?	(৩৯/৪৭৯)
"	*নাজমুল হাসান, গ্রাম- ছোট শালঘর দেবীদ্বার, কুমিল্লা।*	আমাদের দেশে ওরসের সময় মৃত পীরের নামে যে শত শত গরু-ছাগল উৎসর্গ করা হয় ও তাবাররুকের নামে তা খাওয়া হয়, ইসলামী শরী'আতে এর হুকুম কি?	*(৪০/৪৮০)*

***